ইলিয়ড্ মহাকাব্য

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ কাব্যবিনোদ কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

মূল্য ১।০

KAVIRAJ SRISH CHANDER MUKERJI B. A.'s

HAIR-OIL IN THE WORLD APPROACHES, MUCH LESS EQUALS,

A BENGALI VERSION

OF

HOMER'S ILIAD

VOL II

BY

JOGENDRA NATH KABYABINODE.

ইলিয়ড্ মহাকাব্য

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ কাব্যবিনোদ কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা ;

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।

সন ১৩১২ সাল

মূল্য ১৲ টাকা। কাপড়ে বাঁধা ১।০

কৃতজ্ঞতা।

মহামান্য বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট, কুচবিহারের মহারাজা, ত্রিপুরার মহারাজা ও রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ মহোদয় যথাযোগ্য মুদ্রাঙ্কন-সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

ইলিয়ড্ চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। এবার বিলম্ব হওয়ায় ২য় খণ্ডে দশম কাণ্ড পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইল। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সাত সাত কাণ্ডে সমাপ্ত হইবে।

The Indian Nation, the 12th September, 1904.

We have received a copy of a Bengali Version of Homer's Iliad by Pandit Jogendra Nath Kabyabinode. The first volume only hs beed published containing a translation of the five books. This is the first attempt to translate Homer in Bengali, and it is a creditable attempt. The verses are rhyming and the substance and spirit of the original are pretty well reflected in them.

Prtinted by K. P. Chakravarti, Jdyanti Press,
25, Pataldanga Street, Calcutta.

ষষ্ঠ কাণ্ড।

ডায়োমেড্-গ্লকস্-সংবাদ এবং হেক্টর্ ও এণ্ড্রোমেকির কথোপকথন।

বিষয়।

দেবতাগণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলে, গ্রাকদিগের প্রতাপ বৃদ্ধি হয়। ট্রয়ের প্রধান দৈবজ্ঞ হেলিনস্, ডায়োমেড্কে যুদ্ধ হইতে অপসারিত করিবার প্রার্থনায়, মিনার্ভা-মন্দিরে নারীগণসহ রাজ্ঞীকে প্রেরণ করিতে, হেক্টরকে আদেশ করেন। হেক্টরের অনুপস্থিতিতে যুদ্ধ নির্ব্বাণপ্রায় হয়। উভয় সেনার মধ্যস্থলে গ্লকস্ ও ডায়োমেডের সাক্ষাৎ হয়; পূর্ব্বপুরুষের সখ্যের বিষয় অবগত হইয়া উভয় বীর পরস্পর বর্ম্ম বিনিময়পূর্ব্বক নিবৃত্ত হন। হেলিনসের আজ্ঞা সম্পাদনপূর্ব্বক হেক্টর পারিস্কে যুদ্ধে প্রত্যাগমন করিতে প্রবৃত্ত করেন; এবং নিজ সহধর্ম্মিণী এণ্ড্রোমেকির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সত্বর যুদ্ধস্থলে প্রতিগমন করেন।

(দৃশ্য—প্রথমে সিময়িস্ ও স্ক্যামাণ্ডার নদীর মধ্যবর্ত্তী যুদ্ধস্থলে ও পরে ট্রয়ে পরিবর্ত্তিত হয়।)

ত্যজে সুরগণ রণ; সমরিনিকর,
নিজ নিজ বল-বীর্য্যে করিল নির্ভর!
বরষার ধারাসম বরষা ছুটিছে;
স্থানে স্থানে রণ-স্রোত গর্জ্জিয়া ধাবিছে।
রণস্থল-উভপার্শ্বে যুগল তটিনী, *
সমুদ্রে লোহিতবাসে চলে কলধ্বনি'।

---

* স্ক্যামাণ্ডার ও সিময়িস্।

প্রথমে এজাক্স্ বীর কুপিত কেশরী,
পশে অরিসেনা মাঝে ব্যূহ ভেদ করি'।
থ্রেসিয়ার সেনাপতি নির্ভয়-হৃদয়
বলী একামস্ রণে লভে পরাজয় ;
আঘাতিল গ্রীক্ বীর শত্রু-শিরোপরে,
ধাতুময় শিরস্ত্রাণ বজ্রনাদ করে।
বিন্ধিয়া ললাটদেশে বরষা-ফলক,
নিপাতিল তাঁয় ; আর না পড়ে পলক।
ধনী এক্সিলস্, টিউথ্রাসের নন্দন,
চিরদিন তরে রণে করিল শয়ন ;
বসে বীর এরিস্‌বার প্রাকার ভিতরে,
(নিজ জন্মদেশ তাঁর), পরহিত তরে।
করিতে পরম ব্রত—অতিথি-সৎকার,
সতত বিমুক্ত তাঁর থাকিত দুয়ার।
নিদারুণ টিডাইডিস্ সংহারিল তাঁয়,
বন্ধুজন নাহি পাশে, রণে অসহায়।
পড়িল নিকটে তাঁর বিশ্বাসী কিঙ্কর,
স্থবির কেলিসিয়স্ প্রভু-সেবাপর।
ড্রেসসে, ইউরিয়েলস্ বিনাশিয়া রণে,
প্রেরিল ওফেল্টিয়সে সমন-সদনে।
জন্মিল জমজ ভ্রাতা মরিতে সমরে,
বিউকেলিয়ন্ হ'তে অপ্সরা-উদরে ;
(বিউকেলিয়ন্, লেয়োমিডন্-নন্দন,
জনকের মেষপাল করিত চারণ ;
লভে অপ্সরার মন বিজন কাননে ;
জন্মিল যুগল সুত দোঁহার মিলনে।)

অকালে মরিল চারু যুবক দু'জন ;
নিদয় বিজেতা বর্ম্ম করিল হরণ।
নাশিল পলিপিটিস্, এস্টিয়েলসে।
উলেসিস্, পিডাইডিসে প্রেরে কাল-দেশে।
টিউসার্, এরিটুনে হানে প্রহরণ।
নাশিল এব্লিরসে নেষ্টর-নন্দন।
বলী এগামেম্নন্, অধিপ রাজার,
করিলেন ইলেটসে নিঠুর প্রহার,
জন্মে পিডেসস্ দেশে ; সদা কুতূহলে,
করিতেন কৃষিকার্য্য সেট্নিয়ো-কূলে।
মিলেন্থিয়সে নাশে ইউরিপিলস্।
পিলেকসে হেরি' বৃথা পলায় লিটস্।
হতভাগ্য এড্রেষ্টস্ পড়িল এবার,
জ্বলন্ত রোষ-আগুনে স্পার্টার রাজার।
সমরের কোলাহলে, অস্ত্রের ঝঞ্চনে,
পলায় তুরগ তাঁর সচকিত মনে ;
আছিল প্রকাণ্ড তরু, লাগিয়া তাহায়,
ভগ্ন হ'য়ে রথ-যুগ পড়িল ধরায়।
বিমুক্ত-বন্ধন-অশ্ব ত্বরিত গমনে,
ধাবিল ট্রয়ের মাঝে ত্যজি' রথিজনে।
ভগ্ন রথ হ'তে বীর ধরাতে পড়িল ;
ক্রোধে আট্রাইডিস্ অসি উত্তোলিল।
জানিয়া পতিত রথী নিকট মরণ,
কহে সকরুণে, ধরি' জেতার চরণ ;—
বাঁচাও যুবার প্রাণ, হে বীর-প্রধান!
বহু ধন পিতা তোমা করিবে প্রদান,

পশিবে এ যশঃ যবে জনক-গোচরে,
বন্দী করিয়াছ সুতে না বধি' সমরে।
সুবর্ণ পিত্তল লৌহ পর্ব্বত আকারে,
স্থাপিত হইবে তব শিবির মাঝারে।
এত কহে যুবা; বীর দয়ার্দ্র হইল;
উত্তোলিত অস্ত্র আর নাড়িতে নারিল।
শত্রু প্রতি হেন দয়া করি দরশন,
ধাবি' দ্রুত পদে ক্রোধে এগামেম্নন্
কহিল কর্ক্শে,—ধিক্! তোমা হীনমন!
এই কি, এই কি তব কৃপার ভাজন?
ট্রয়ের চাতুরী ভাল বিদিত তোমার,
লভিয়াছ ট্রয় হ'তে ভাল পুরস্কার!
বনিতা, বালক, যুবা, স্থবির অসার,
গ্রীক্-কোপানলে কেহ না পাবে নিস্তার।
ধ্বংস হ'বে ইলিয়ম—কিছু না রহিবে;
দেখি' মরু পথিকের ভীতি উপজিবে;
এ দৃষ্টান্ত ধর্ম্মশিক্ষা করিবে প্রদান;
অধার্ম্মিক জনগণ হ'বে সাবধান।
এত কহে নরবর; অগ্রোজ-বচনে
প্রজ্বলিল বৈরিভাব ভূপতির মনে;
ফেলে পদে দূরে তায়। ক্রোধে নরবর
হানিল নারাচ-অস্ত্র হৃদয় উপর।
মৃতদেহ 'পরে বীর রাখিয়া চরণ,
তুলিল বরষা পুনঃ করি' আকর্ষণ।
নেহারি' নেষ্টর্ কহে প্রবীণ-প্রবর,—
এরূপে হে বীরগণ! করহ সমর।

জীবিত থাকিতে অরি, লাভের আশায়,
বীরের সন্তান অর্থ লইতে না চায়।
ট্রয়ের বিপুল ধন ভাবী পুরস্কার!
পরে লাভ, আগে শত্রু করহ সংহার।
গ্রীকগণ রণে এবে লভিল বিজয়;
নগরে ট্রয়ের সেনা পলাত নিশ্চয়,
দৈববলে হেলিনস্ মহাবিজ্ঞ জন,
না করিলে উদ্ভাবিত নিস্তার-কারণ।
হেক্টর্ ও ইনিয়সে করি' বিলোকন,
নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বিজ্ঞজন,—
আজি, এ সমরভার বীরেন্দ্র-নিকর!
দিয়াছেন দেবগণ তোমাদের 'পর;
ট্রয়ের ভরসা, আশা তোমরা দুজন,
মন্ত্রণা-প্রদানে দক্ষ, সমরে ভীষণ!
নগর-তোরণ রক্ষা কর প্রাণপণে;
আহ্বান সমরে পুনঃ পলায়িতগণে,
যাবৎ না ধরে তারা বনিতা-অঞ্চল;
শত্রুর আনন্দ ইথে, কলঙ্ক কেবল!
নব বলে বলী পুনঃ হেরিয়া সেনায়,
আমরা অটলভাবে দাঁড়া'ব হেথায়।
পরাজিত, ক্লান্ত মোরা পূরব সমরে,
করিব পরীক্ষা ভাগ্য শেষবার তরে।
হেক্টর্! নগর মাঝে পশহ ত্বরায়;
জানাও মাতারে এবে দেব-অভিপ্রায়।
ট্রয়-নারীগণ সহ রাজ্ঞীরে এখন,
মিনার্ভা-মন্দিরে যেতে কর নিবেদন;

খুলিতে পবিত্র দ্বার দেবী পূজা তরে,
উচ্চ ইলিয়ন্-চূড়ে পবিত্র অন্তরে।
চারু পরিচ্ছদ তাঁর, সুবর্ণ-খচিত,
নানা বর্ণে সমুজ্জ্বল, রতন মণ্ডিত,
পাতিবেন রাজ্ঞী দেবী-গৃহতল 'পরে ;
অর্পিবে দ্বাদশ বৃষ বলিদান তরে।
এরূপে প্রসন্না হ'য়ে সমর-ঈশ্বরী,
রক্ষিবেন দারাপুত্র, ট্রয়ের নগরী ;
টিডাইডিস্-বীর-ক্রোধ করিবে নির্ব্বাণ,
অসীম প্রতাপে যার ট্রয় কম্পমান।
একিলিস্ হেন শত্রু নহে মোসবার,
যদিও দেবীর গর্ভে জনম তাঁহার ;
অনুপম বীর্য্যশালী, সংগ্রামে ভীষণ,
হেন হত্যা দেবী-পুত্র না করে কখন !
শুনিল হেক্টর বাণী ; পালিতে বচন,
রথ হ'তে ভূমে পড়ে করি' উলম্ফন।
ভগ্ন ব্যূহ মাঝে বীর দ্রুতপদে ধায় ;
সিংহনাদে সমরীর হৃদয় মাতায়।
পুনঃপ্রাপ্ত-পরাক্রম ট্রয়-সেনাগণ,
সদর্পে আরাতিগণে করে আক্রমণ।
কাঁপায় সম্মুখে রথী বরষা-যুগল ;
পিছায় পশ্চাতে ভয়ে গ্রীক্ বীরদল।
ভাবে তারা, বুঝি কোন প্রবল অমর,
প্রতিকূলে অধিষ্ঠান রণক্ষেত্র 'পর।
কহে বীর, হে ডার্ডান্ নির্ভয়-হৃদয় !
শুন দূরদেশ-বাসী সেনা সমুদয় !

পূর্ব্ব-পুরুষের শৌর্য্য স্মর এবে হায়!
স্থির হও, অন্য কিছু হেক্টর না চায়।
পশিব নগরমাঝে ক্ষণকাল তরে,
কহিতে, অর্চ্চিতে কুল-দেবতা নিকরে;
তুষিলে অমরে, মম আছয়ে বিশ্বাস,
ইষ্টলাভে কদাচই না হ'ব নিরাশ।
এত কহি' দ্রুতপদে চলে বীরবর;
প্রকাণ্ড উজল ঢাল শোভে পৃষ্ঠোপর,
ছুলিয়া তাহার প্রান্ত আঘাতে চরণে;
বাজে ধাতুময় ঢাল কঠোর নিক্বনে।
হেক্টর্ চলিল পুরে, থামিল সমর।
নির্ভয় গ্লকস্, দর্পী টিডুস্-কোঙর
মিলে সেনামুখে; দূর হ'তে বীরদ্বয়
হেরি' পরস্পরে রণে অভিলাষী হয়।
অগ্রসরি' টিডাইডিস্ কহিল বচন,—
কে তুমি, হে মহাবাহো! বীর-দরশন!
হেন ঘোর হত্যা-দৃশ্য, রণ-ক্ষেত্র 'পরে,
কখনো পশেনি মম নয়ন-গোচরে;
তথাপি বাহিনী-আগে হও অগ্রসর,
না ডরাও সুরঘাতী নারাচ প্রখর?
মরিবে নিশ্চয়, যেই হতভাগ্য জন
যুঝে গ্রীক্ সহ, পক্ষে মিনার্ভা যখন।
দেবকুলে যদি বীর! জনম তোমার,
জানিও অমর সনে না যুঝিব আর।
বলী লাইকর্গস্ প্রতিফল পায়,
যুঝিয়া অমর সনে নয়ন হারায়।

খেদায় বেকস্ * দেবে সহ ভক্তগণে,
নিসা হ'তে, দর্পী নর অসি-চঞ্চালনে!
পলাইল ভক্তকুল ব্যাকুল হইয়া,
দ্রাক্ষালতা-সুশোভিত বরষা ফেলিয়া;
বেকস্ পরাণ-ভয়ে সমুদ্রে পলায়;
থিটিস্, বারিধি-বালা আশ্বাসিল তাঁয়।
রুষিল এ অত্যাচারে ত্রিদশ নিকর,
(পাতকের শাস্তিদাতা, দর্পি-দর্পহর),
অমরের কোপানলে হারায়ে নয়ন,
আঁধারে অভাগা নর করে বিচরণ;
অচিরে পশিল পরে শমন-নগরে,
হায়! হতভাগ্য জন, পাতকের তরে!
না যুঝি অমর সনে; ধরার আহার
করে প্রবর্দ্ধিত যদি জীবন তোমার,
হও যদি নর-পুত্র, হে বীরপ্রবর!
এস, কর বিলোকন কালের নগর।
কে আমি, (কহিল বীর), কোথা নিকেতন,
জানিতে কি কর বাঞ্ছা টিডুস্-নন্দন?
বৃক্ষপত্র সম নর-বংশ তুলনায়,
এই তরু শিরে, পুনঃ লুণ্ঠিত ধরায়।
গজায় বসন্তাগমে নব পত্রগণ,
পর্য্যায়ে বর্দ্ধিত, পুনঃ পর্য্যায়ে পতন।
তেমতি মানবকুল ফিরে অনিবার;
লুপ্ত পূর্ব্ববংশ, নব উদিত আবার।

* বেকস্,—মদিরার অধিষ্ঠাতৃ-দেব।

জানিবে বিস্তারে যদি, হে বীর-প্রধান!
কহি ইতিবৃত্ত এক কর অবধান;—
আর্গস্-সীমান্তে আছে নগর শোভন,
(আর্গস্ সুচির খ্যাত তুরঙ্গ কারণ।)
জ্ঞানী সিসিফস্ সর্ব্ব গুণের আধার,
আছিলেন পুরাকালে অধিপ তাহার,
ইফিরি পূরব নাম। তাঁহার নন্দন
গ্লকস্, বেলারোফনে করে উৎপাদন;
রূপে সর্ব্ব নরে যুবা করে পরাজয়,
বীরত্বে আকৃষ্ট করে সবার হৃদয়।
প্রিটস্, আর্গস্ পরে করে অধিকার;
করিল বেলারোফন বশ্যতা স্বীকার।
হেরিয়া গৌরব তাঁর ভূপ ক্ষুব্ধচিত,
নানা গুরু কার্যে তাঁয় করে নিয়োজিত।
এণ্টিয়া, সৌন্দর্য্যে তাঁর মাতিল মদনে;
করিল ছলনা কত কুপথ-গমনে।
কত প্রলোভন নারী করি' প্রদর্শন,
নারিল মোহিতে পূত যুবকের মন।
প্রিটসে কহিল রাজ্ঞী কুপিত-অন্তরে,
দমিতে এ দুষ্ট জনে বলাৎকার তরে।
শুনি' এ বচন রাজা ক্রোধে হুতাশন;
কিন্তু না বধিল তাঁয় অতিথি-কারণ।
নামাঙ্ক ফলক সহ, বিনাশের তরে,
যুবকে প্রেরিল ভূপ লিসিয়া নগরে।
ধর্ম্মবলে ধর্ম্মশীল নিশঙ্ক-হৃদয়,
জ্যান্থসের উপকূলে উপনীত হয়।

লিসীয় ভূপতি তাঁয় করে সম্ভাষণ ;
নয় দিন রাজপুরী উৎসবে মগন ;
দশম প্রভাত-কালে যুবক ত্বরায়,
আর্গস্-পতির লিপি অর্পিল তাঁহায়।
নামাঙ্কিত সে ফলক করি' বিলোকন,
বুঝিল নরেশ তাঁর বিষম মনন।
কিমেরা জিনিতে যুবা হইল প্রেরিত,
অপরূপ জন্তু, নহে নর-পরিচিত,
পশ্চাতে ড্রাগন্ সম পুচ্ছ লম্বমান,
ছাগসম দেহ, শিরঃ সিংহের সমান ;
নাসারন্ধ্র অগ্নিশিখা করে নিঃসরণ ;
জ্বলন্ত অনলরাশি উগারে বদন।
নাশিলেন শূর তায়, (শূন্যে সুরগণ
আশ্বাসেন শুভ চিহ্ন করি' প্রদর্শন)।
অতঃপর আক্রমিয়া সেলিমীয় দলে,
(বিকট মানব,) বীর বধে ভুজ-বলে।
এমেজন্ সেনাগণে জিনে তার পর ;
হেন বল দিল তাঁয় অমর নিকর !
নহে কার্য্যশেষ ; তাঁর হেরি' আগমন,
লিসিয়ার সেনাদল করে আক্রমণ,
শাণিত বরষা সহ বারিধির তীরে ;
একে একে বীর সবে নাশিল অচিরে।
এবে ভূপ অনুশয়-তাপিতঅন্তরে,
গ্রহণ করিল পুনঃ বীরেশে সাদরে ;
নিজ মনোরমা কন্যা করেন প্রদান,
অর্দ্ধ রাজ্য সহ, তাঁর রাখিতে সম্মান।

লিসিয়া-প্রদেশ-বাসী অর্পিল তাঁহায়,
চারু ভূমিখণ্ড, শোভে দ্রাক্ষালতিকায়।
পরবাসে বহুকাল বীর সুখে রয় ;
জন্মিল তনয়া চারু, যুগল তনয় ;
(অমর-মোহিনী কন্যা ; গর্ভে সেকারণ,
যোভের ঔরসে জন্ম লভে সার্পিডন।)
কিন্তু এ সম্পদ চির না রহিল তাঁর,
দেবগণ বীরবরে করে পরিহার।
ত্যজি' লোকালয় ঘোর বিষাদের ভরে,
এলিয়া প্রান্তর' পরে বিচরণ করে ;
বহু দিবসের পথ, অতীব দুর্গম ;
ঘোর মনোকষ্ট তাঁর ভেদিল মরম ;
বিবিধ বিপদ ত্বরা বেড়িল তাঁহায় ;
তনয়া ফিবির শরে জীবন হারায়।
রণদেব জ্যেষ্ঠ পুত্রে করেন নিধন,
সেলিমিয়া ক্ষেত্র' পরে, সংগ্রামে ভীষণ।
জীবিত হিপলোকস্ নির্ভয়-হৃদয়
কনিষ্ঠ ; বীরেন্দ্র ! আমি তাঁহার তনয়।
এসেছি ট্রয়ের রণে তাঁহার আদেশে ;
শিখিয়াছি যুদ্ধকার্য্য তাঁর উপদেশে,
শিখিয়াছি সেনাদলে করিতে চালন,
স্বদেশের নব যশঃ করিতে বর্দ্ধন।
পিতা মোরে উপদেশ করেছেন দান,
বর্দ্ধিবারে পরাক্রমী বংশের সম্মান।
থামে বীর। টিডাইডিস্ পুলকিত-কায়,
ভীষণ বরষা নিজ প্রোথিল ধরায় ;

কহিলেন যুবরাজে করি' সম্ভাষণ,—
হে সখে! আত্মীয় তুমি চিনিনু এখন॥
এস দোঁহে আলিঙ্গন করি প্রেমভরে,
থাকুক বংশের সখ্য চিরদিন তরে।
মম পিতামহ বলী ইনুসের সহ,
স্থাপেন বন্ধুত্বভাব তব পিতামহ।
মহোদয় মোসবার গৃহে পূর্ব্বতন,
বিংশতি দিবস সুখে করেন যাপন।
উভয়ে বিদায়কালে দিল উপহার;
অর্পে হেম পানপাত্র আর্য্যক তোমার॥
রঙ্গিল কোমরবন্ধ অতি সুশোভন,
সাদরে ইনুস্ তাঁয় করেন অর্পণ।
(তব পিতামহ-দত্ত চারু উপহার,
এখনো শোভিছে বীর! ভাণ্ডারে আমার॥
শৈশবে জনক রাজ্য অর্পি' মম' পরে,
ত্যজেছেন ইহলোক থিবের সমরে।)
এস দোঁহে মিত্রভাবে মিলিব এখন;
যদ্যপি যাইতে হয় বিদেশে কখন,
আর্গস্-মাঝারে সখে! সম্মান তোমার;
করিব লিসিয়া মাঝে আতিথ্য স্বীকার।
এই তীব্র বর্ষা মম, এ হেন সমরে,
পা'বে বহু বলী শত্রু বিনাশের তরে;
তুমিও বিস্তর গ্রীকে করিবে সংহার;
তব সহ ডায়োমেড্ না যুঝিবে আর।
এস দোঁহে অস্ত্র এবে করি বিনিময়,
অকৃত্রিম মিত্রতার দিতে পরিচয়।

এত কহি' বীরদ্বয় ত্যজি' চারু রথ,
পরস্পর ধরি' করে করিল শপথ।
গ্লকস্ সংশয় এবে করে পরিহার,
(প্রবর্দ্ধিল যোভদেব মানস তাঁহার।)
ডায়োমেড্ বীরেশের পিত্তল বরম,
ক্রীত নয় বৃষে—মূল্য অতীব অধম,
দিল বিনিময়ে তাঁর হেম তনুত্রাণ,
মূল্য শত গাভী, কারুকার্য্যে শোভমান॥
ট্রয়ের ভরসা বীর হেক্টর্ এখন,
করিলেন অতিক্রম স্কিয়ার তোরণ।
পবিত্র বিস্তৃত বট বৃক্ষের তলায়,
নগর-কামিনীকুল বেড়িল তাঁহায়,
ম্লানমুখে, রণবার্ত্তা জিজ্ঞাসার তরে;
পতি পুত্র সহোদর যুঝিছে সমরে।
নারীদলে বীর আজ্ঞা করিল প্রদান,
যাচিতে দেবতা কাছে ট্রয়ের কল্যাণ।
প্রাসাদ মাঝারে এবে পশে বীরবর,
স্থাপিত অসংখ্য রম্য খিলান উপর।
দ্বিতলে মর্ম্মর হর্ম্ম্য অতি সুশোভন,
প্রায়ামের পঞ্চাশৎ তনয়-কারণ;
সম্মুখে তাহার গৃহশ্রেণী শোভাকর,
বসে তথা ভূপতির তনয়া নিকর।
দ্বাদশ গুম্বজ চারু শোভে পরে পরে,
ভর্ত্তৃসহ কন্যাকুল তাহে কেলি করে।
হেন হর্ম্ম্য মাঝে বীর দ্রুতপদে ধায়,
হেকুবা, জননী তাঁয় দেখিবারে পায়।

(চলে রাজ্ঞীসহ লেয়োডিসী * সুবদনী,
বিশাল নিতম্ব দুলে, নবীনযৌবনী।)
রণক্লান্ত সুত-অঙ্গ পরশিয়া করে,
কহিলেন ট্রয়েশ্বরী স্নেহময় স্বরে ;—
হেক্টর্! কি হেতু, কহ ত্যজিলে সমর?
অরিদলে হে কুমার! বেষ্টিত নগর।
ভক্তিভাবে ইলিয়ন্-উচ্চ-চূড় 'পরে,
বাসনা কি চিতে তব অর্চ্চিতে অমরে?
ক্ষণ অবস্থান বৎস! করহ হেথায়,
সুরাপূর্ণ হেম পাত্র আনিব ত্বরায়,
যোভের উদ্দেশে ভূমে নিক্ষেপের তরে।
কর পরিতুষ্ট সর্ব্ব দেবতা নিকরে।
অতঃপর হে কুমার! বিশ্রাম-কারণ,
হেম পানপাত্রে সুরা করহ গ্রহণ।
পরিক্লান্ত তুমি আজি ভীষণ সমরে,
স্বদেশ-রক্ষণভার, সদা তব' পরে।
হে মাতঃ! (ট্রয়ের রবি করেন উত্তর,)
সুরাপানে নাহি ধায় আমার অন্তর।
মদিরা নরের বহু অশুভ ঘটায়,
দেহক্ষয়, মানসের হীনতা তাহায়।
সুরাপান কভু নাহি করে শূর জন,
সুরের উদ্দেশে মাত্র করিবে তর্পণ।
দেবতা পূজনে মম নাহি অধিকার,
রুধিরে জননি! অঙ্গ অশুচি আমার।

* লেয়োডিসী—ট্রয়-রাজ প্রায়ামের কনিষ্ঠা কন্যা।

যাও নারীগণ সহ মিনার্ভা-আগারে,
পূজিতে দেবীরে ধূপ-গন্ধ-উপচারে।
চারু পরিচ্ছদ তব স্বুবর্ণ খচিত,
নানা বর্ণে সমুজ্বল রতন মণ্ডিত,
পাতিবে জননি! দেবী গৃহ-তল’ পরে;
অর্পিবে দ্বাদশ বৃষ বলিদান তরে।
এরূপে প্রসন্না হ’য়ে সমর-ঈশ্বরী,
রক্ষিবেন দারাপুত্র, ট্রয়ের নগরী;
টিডাইডিস্ বীর-ক্রোধ করিবে নির্ব্বাণ,
অসীম প্রতাপে যাঁর ট্রয় কম্পমান।
হে মাতঃ! অর্চ্চনা ত্বরা কর সম্পাদন;
পারিসের গৃহে আমি করিব গমন।
এখনো যদ্যপি, লজ্জা যদি থাকে তার,
পশে রণভূমে মাতঃ! বচনে আমার।
নার কি অবনী দেবি! তুমি গ্রাসিবারে,
ট্রয়ের কণ্টক হেন ভীরু কুলাঙ্গারে!
এখনো করাল কাল গ্রাসে যদি তায়,
বাঁচে ইলিয়ম্, মম হৃদয় যুড়ায়।
আদেশিল ট্রয়েশ্বরী; রাজ্ঞীর আজ্ঞায়,
নগর-কামিনীকুল সাজিল ত্বরায়।
পরিল মহিষী পরিচ্ছদ সুশোভন,
চৌদিকে সৌগন্ধ তার বহে সমীরণ।
সুন্দর ঘাঘরী শোভে, সূচীকর্ম্মে তায়,
সিডোনীয়া-বালাকুল যতনে সাজায়;
কন্যাগণে, আসে যবে হেলেনারে নিয়া,
পারিস্ সিডন্ হ’তে আনিল হরিয়া।

শিরে লজ্জাবস্ত্র রাণী পরিল ত্বরায়,
করে ঝকমক প্রভাতের তারা প্রায়।
আগে আগে চলে রাজ্ঞী ভক্তিভরা মনে,
পশ্চাতে কামিনীদল মন্থর গমনে।
ইলিয়ন্-চূড়ে তারা ত্বরিত উতরে;
প্রবেশিল পেলাডিয়া-গুম্বজ ভিতরে।
বৃদ্ধ-এণ্টিনর-দারা পুরোহিতা তার,
থিয়নো খুলিল ত্বরা মন্দির দুয়ার।
সুস্বরে সে সুপবিত্র গুম্বজ পূরিয়া,
কাঁদে ট্রয়-নারীকুল বাহু উত্তোলিয়া।
প্রতিমার পদে পাতি' সে অবগুণ্ঠন,
করিলেন পুরোহিতা প্রার্থনা এখন ;—
দেবেন্দ্র-নন্দিনি! তোমা পূজে বীরগণ,
ট্রয়ের রক্ষিকে! কৃপা কর বিতরণ।
টিডাইডিস্ রাক্ষসের বর্ষা ভয়ঙ্কর,
করি' বিচূর্ণীত তায় নাশ গো সত্বর।
নির্দ্দোষ দ্বাদশ বলী বৃষের বসায়,
হে দেবি! করিব হোম তুষিতে তোমায়।
সুপ্রসন্না, মাতঃ! তবে হও গো এখন,
বাঁচাও ট্রয়েরে, রক্ষ মোদের জীবন!
যাচে পুরোহিতা হেন; যত পুরনারী
মানে পূজা; না শুনিল সমর-ঈশ্বরী।
দেবীগৃহে নারীদল; এই অবসরে,
চলেন হেক্টর্ রথী পারিসের ঘরে।
নির্ম্মিল সে রমণীয় উচ্চ নিকেতন,
পৃথিবীর সমবেত শিল্পকারগণ।

প্রায়ামের সভাস্থল, হেক্টর-আগার,
মধ্যে শোভে হেন হর্ম্ম শোভার আধার।
শোভিছে বীরের করে বরষা প্রখর,
দশ হস্ত-পরিমিত অতি ভয়ঙ্কর ;
সুবর্ণ মণ্ডিত তার আয়স ফলক,
নাড়িয়া গমনবেগে, করে ঝকমক।
পশিয়া হেরিল বীর গৃহের মাঝারে,
সোদরে ; বিস্তৃত তাঁর অস্ত্র চারিধারে ;
প্রহরণ-দৃশ্য সুখে হেরিছে কেবল,
মাজিছে ধনুক, ঢাল করিছে উজল।
হেলেনা দাঁড়ায়ে পার্শ্বে প্রফুল্ল বদনে,
শিখাইছে শিল্পকার্য্য সহচরীগণে।

আলস্যে যাপিতে কাল হেরিয়া ভ্রাতায়,
সরোষে বীরেশ কহে নিঠুর ভাষায় ;—
এই কি ট্রয়ের প্রতি আক্রোশের কাল,
(শতধিক্ তোরে, ওরে দেশের জঞ্জাল !)
ট্রয়শত্রু নহে মাত্র গ্রীসবাসিগণ,
ওরে কাপুরুষ ! তুই অরাতি ভীষণ।
তোর তরে, (হিয়া মম বিদরিছে হায় !)
ইলিয়ম্ মহা মহা বীরেশে হারায়।
তোর তরে নারীকুল কাঁদে ঘরে ঘরে ;
ট্রয়ের সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ঝরে দরদরে।
যুদ্ধ কি কর্ত্তব্য তোর নহে এ সময়,
আশ্বাসিতে, অকৃতজ্ঞ ! সেনার হৃদয় ?
উঠ ত্বরা, কিংবা এবে কর বিলোকন,
ডুবিবে অচিরে ট্রয়-গৌরব-তপন।

যুক্ত তিরস্কার, (যুবা করিল উত্তর,)
দেশের কল্যাণে তব চিন্তা নিরন্তর!
না বুঝি' হৃদয়ে মম কত যে যাতনা,
অকারণ ভ্রাতঃ! মোরে দিতেছ গঞ্জনা!
না চাই দেখাতে মুখ, গৃহে সে কারণ,
নির্জ্জনে ট্রয়ের দুখে কাঁদি অনুক্ষণ।
না হ'বে বলিতে আর, যাইব সমরে,
শরদিন্দুনিভাননী হেলেনার তরে।
পারি জিনিবারে আজি সে ভীষণ রণ,
যুঝে নর, জয় দান করে দেবগণ।
এখনি সাজিব আমি, নাহি গঞ্জ আর;
যাও আর্য্য! ভ্রাতা গৃহে না র'বে তোমার।
এত বলে যুবা; শুনে বীরেন্দ্র-কেশরী,
না দিল উত্তর; কহে হেলেনা সুন্দরী;—
বীরবর! অভাগিনী হেলেনা কারণ,
বিপদ-অর্ণবে ট্রয় নিমগ্ন এমন।
না হ'তে কলঙ্ক হেন, কেননা ঈশ্বর!
ত্যজিনু যে দিন আমি জননী-জঠর,
নাশিলে আমায়! কেন প্রবল পবন,
নারিলে শৈশবে শ্বাস করিতে হরণ!
ভাসিলাম পোতে যবে সিন্ধু-বক্ষো'পরে,
কেননা ডুবিনু আমি অতল সাগরে।
বিধি প্রতিকূল মম; নিন্দে সর্ব্বজন
সদা অভাগীরে, দুষ্ট পারিস্-কারণ।
হেলেনা সুন্দরী হায় সাজে কি ইহার,
পতি মম বীরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বগুণাধার!

করহ বিশ্রাম, ক্লান্ত তুমি এ সময়ে,
অভাগী হেলেনা, দুষ্ট পারিসের তরে।
না স'বে এ অত্যাচার দেবতা সকল;
পা'ব ত্বরা পাতকের বিষময় ফল।
কলঙ্ক ব্যপিবে ধরা, না যা'বে কখন,
যুগে যুগে এ দৃষ্টান্ত গা'বে কবিগণ।
কহিল হেক্টর,—নহে বিশ্রাম-সময়।
গ্রীক-দর্পে সেনাদল সশঙ্ক হৃদয়
যাচিছে সাহায্য মম রণক্ষেত্র'পরে;
সতত সমর মম জাগিছে অন্তরে।
হে ধনি! পারিসে শীঘ্র করহ প্রেরণ
রণস্থলে, কুলধর্ম্ম করিতে পালন।
চলিনু, (বিলম্ব যেন নাহি করে আর,)
হেরিতে প্রিয়ার মুখ, পুত্র সুকুমার।
আজি, (নরলীলা বুঝি ফুরাইল হায়!)
প্রিয়া কাছে জন্মশোধ লইব বিদায়।
প্রতিকূল দেবতার আক্রোশ কারণ,
হয়ত অকালে আজি হারা'ব জীবন।
এত কহি' বীরবর বিমর্ষ বদনে,
চলিলেন প্রাণাধিকা প্রিয়ার ভবনে।
নিজ গৃহে বীর তাঁয় দেখিতে না পায়;
একমাত্র সহচরী করিয়া সহায়,
এবে সুবদনী ধনী ত্যজিয়া আগার,
সঙ্গেতে এষ্টিয়ানক্স শিশু সুকুমার,
সবিষাদে রণস্থল করে বিলোকন।
উচ্চ ইলিয়ন্-চূড়ে করি' আরোহণ,

খুঁজিছে পতিরে তথা, দেখিতে না পায়,
নীরব রোদনে ধনী বসন ভিজায়।
প্রফুল্ল-পঙ্কজাননী, সর্ব্বগুণান্বিতা,
না হেরি' নয়নে বীর এ হেন বনিতা,
দাঁড়াইলা সিংহদ্বারে ; জিজ্ঞাসে সবায়,
প্রাণাধিকা প্রিয়তমা গিয়াছে কোথায় ?
গিয়াছে কি দেবীগৃহে নারীদল সনে
কিংবা ভগ্নীগণ সহ আস্থান-ভবনে ?
নহে সভাগৃহে, (কহে অনুচরগণ,)
কিংবা নারীদল সহ মিনার্ভা-ভবন।
ইলিয়ন্-উচ্চ-চূড়ে, এবে হে কুমার !
হেরিছেন ঘোর যুদ্ধ প্রেয়সী তোমার।
পরাজিত ট্রয়সেনা শুনিয়া শ্রবণে,
পতির বিপদ ভাবি,' কম্পিত চরণে,
আলু থালু বেশে দেবী গণি' পরমাদ,
যেন উন্মাদিনী সম ত্যজিল প্রাসাদ।
হে বীর ! গিয়াছে ধাত্রী পশ্চাতে তাঁহার,
ক্রোড়েতে এষ্টিয়ানক্স শিশু সুকুমার।
শুনিয়া বচন হেন, বীরেন্দ্র হেক্টর,
সুপ্রশস্ত রাজপথে ধাবিল সত্বর ;
মনোহর হর্ম্মমালা শোভে দুই ধারে ;
স্কিয়ার তোরণ 'পরে হেরিল প্রিয়ারে।
নিরখি' পতিরে তথা চমকে কামিনী,
ইটিয়ন্ ভূপতির সুরূপা নন্দিনী ;
(ইটিয়ন্ মহাধন বলী নরপাল,
সিসিলীয় থিবরাজ্য পালে বহুকাল।)

নিকটে দাঁড়ায়ে ধাত্রী ; ক্রোড়েতে তাহার,
হাসিছে মধুর হাসি শিশু সুকুমার,
শোভন কোমল তনু আঁখি মুগ্ধ করে,
প্রভাতের তারা যেন উষাবক্ষঃ 'পরে !
হেক্টর্, স্ক্যামাণ্ড্রিয়স্ কহিত কুমারে,
পূতনীরা স্ক্যামাণ্ডার নদী অনুসারে ;
কহিত এষ্টিয়ানক্স্ ট্রয়বাসিগণ,
মহাপরাক্রমশালী জনক কারণ।
হাসিল নীরবে বীর হেরি' পুত্রমুখ ;
ত্যজিল তাপিত হিয়া পূরবের দুখ !
দীননেত্রে নিরখিয়া, হৃদয়ের জ্বালা
প্রকাশিল, পতিকর ধরি' রাজবালা ;
কাঁদে ধনী ; দীর্ঘশ্বাস বহিল সঘনে ;
গজমুক্তা অশ্রুবিন্দু ঝরে দু'নয়নে।
কোথা যাও, হে নির্ভীক ভূপতি-নন্দন !
ত্যজিয়া বনিতা, পুত্র প্রিয়দরশন ?
কি হ'বে মোদের দশা ওহে প্রাণেশ্বর !
কে আছে এ অভাগীর অবনী ভিতর ?
নিবারি, যেও না নাথ ! ওকাল সমরে ;
মরিবে অকালে হেন সাহসের তরে।
দ্বন্দ্বযুদ্ধে নারে গ্রীক্ জিনিতে তোমায় ;
এবে বহু জনে মিলি' বিনাশিবে হায় !
হে ঈশ ! চরণে মম প্রার্থনা এখন,
মরি যেন না হইতে নাথের পতন।
নাহি জানে সুখলেশ, অতি অভাগিনী,
আসিয়া অবনী ধামে, জনম-দুখিনী !

জনক জননী মোরে গেছেন ত্যজিয়া,
মম পাপে, তনয়ার স্নেহ পাশরিয়া।
একিলিস্‌, থিবরাজ্য করি' ছারখার,
বধিল পরাণ মম বীরেশ পিতার!
পিতার মরণে ক্ষুব্ধ দেবীর নন্দন,
বীরোচিত মান্য তাঁয় করে প্রদর্শন;
যতনে রক্ষিল তাঁর অস্ত্র সমুদায়;
দাহ হেতু মৃতদেহ স্থাপিল চিতায়।
দাহস্থানে কীর্ত্তি-গিরি করিল স্থাপন,
সাজায় কুসুমে তায় শৈলবালাগণ।
প্রদর্শিতে মান্য তাঁর বনদেবীদল,
দেবদারু বৃক্ষে করে ছায়া সুশীতল।
দর্পী সপ্ত ভ্রাতা মম, হেন বীর-করে,
প্রবেশিল এক দিনে শমন-নগরে।
পশুদল ক্ষেত্র মাঝে যখন চরায়,
হায়! বীর ভ্রাতাগণ জীবন হারায়।
তখনো জীবিতা অরি-হস্ত পরিহরি',
জননী আমার, থিবরাজ্য-অধীশ্বরী।
অচিরে নিস্কৃতিলাভ হইল তাঁহার,
নহে বহুদিন হেন সন্তাপের ভার;
শোকানলে জর্জরিতা, অবশেষে হায়!
ডায়ানার ভীমশরে জীবন হারায়।
তথাপি প্রাণেশ! হেরি' তোমার বদন,
পিতা-মাতা-ভ্রাতৃশোক হই বিস্মরণ।
হে নাথ! অবলাগতি! পতনে তোমার,
সে ভীষণ শোকজ্বালা জ্বলিবে আবার।

তব পরমাদে প্রাণ কাঁদে নিরন্তর ;
জায়াসুত-মুখ পানে চাও প্রাণেশ্বর !
ঐ যে প্রাকার-পাশে ডুম্বুর কানন,
আক্রমিবে ঐ স্থান গ্রীক্ বীরগণ।
ও স্থান প্রাকার হ'তে করহ রক্ষণ ;
চালাইছে সেনা হোথা এগামেম্নন।
এজাক্স ও ডায়োমেড্ পাইছে প্রয়াস ;
হের স্পার্টাপতি করে পটুতা প্রকাশ।
প্রাণেশ্বর ! পরাক্রান্ত অরি-সেনাগণ,
তিনবার ঐ স্থান করে আক্রমণ।
যুঝুক অপরে ভীম রণ-ক্ষেত্র'পরে,
হে নাথ ! প্রাচীর হ'তে রক্ষহ নগরে।
কহিল বীরেন্দ্র,—নহে ও স্থান কেবল,
রণভার প্রিয়তমে। আমারি সকল।
কহ প্রিয়ে। আজি যদি ত্যজি রণস্থল,
কি কহিবে ট্রয়বাসী বীরেশ সকল ?
বীর পতিমতী যত নগর-অঙ্গনা,
নিয়ত কলঙ্ক মম করিবে ঘোষণা।
যতনে সমর শিক্ষা করেছি শৈশবে ;
সদা ধায় মন মম ভীষণ আহবে।
সকলের অগ্রে আমি করি' প্রাণপণ,
রক্ষিব আপন যশঃ, পিতৃ-সিংহাসন।
এ হেন ভীষণ দিন আসিবে নিশ্চয়,
(স্মরিতে এ কথা মম বিদরে হৃদয় !)
যবে ট্রয় ! অনিবার্য্য নিয়তির বলে,
অপুত্রা দলিত হ'বে শত্রুপদতলে !

কিছুতে অধীর নহে অন্তর আমার,
জননীর মৃত্যু কিংবা জ্ঞাতির সংহার,
পরম আরাধ্য বৃদ্ধ পিতার নিধন,
হেরিয়া সমরশায়ী সহোদরগণ!
তব দুখে এণ্ড্রোমেকি! কাঁদি নিরন্তর;
এখনি সে দৃশ্য মম নয়ন-গোচর!
নিগড়ে বেঁধেছে তোমা ভীম শত্রুগণ;
অনাথিনী তুমি, জলে ভাসে দু'নয়ন!
হ'বে প্রিয়ে! বিজেতার নিঠুর আজ্ঞায়,
হিপেরিয়া-স্রোতবারি বহিতে তোমায়!
দুখভারে অশ্রুধারে ভিজাবে মেদিনী,
ক'বে অরিগণ ঐ হেক্টর-কামিনী।
দুষ্ট গ্রীক্ হেরি' তোমা করিতে রোদন,
বাড়া'বে সন্তাপ, মোরে কহি' কুবচন।
না আসিতে হেন দিন, ঈশ দয়াময়!
নাশ মোরে, যেন ইহা দেখিতে না হয়।
র'বে চিরনিদ্রা-বশে হেক্টর তোমার;
তব আর্ত্তনাদ প্রিয়ে! না শুনিবে আর।
এত কহি' ত্যজি' বীর দীর্ঘশ্বাস-ভার,
কুমারে লইতে হস্ত করেন বিস্তার।
হেরি' ভীম শিরস্ত্রাণ, জড় সড় ভয়ে,
কাঁদিয়া লুকায় শিশু ধাত্রীর হৃদয়ে।
উল্লাসে দম্পতী হাসে পাশরি' যাতনা;
হেক্টর তনয়ে ত্বরা করেন সান্ত্বনা;
শির হ'তে শিরস্ত্রাণ অতীব উজল,
করি' উন্মোচিত ভূমে রাখে মহাবল;

চুম্বিয়া সঘনে, শূন্যে উত্তোলি' নন্দনে,
স্নেহভরে ; অতঃপর কহে দেবগণে ;—

হে ঈশ! জগৎপাতা করুণা-নিদান!
সুরগণ! কর মম সুতের কল্যাণ।
অনুগ্রহ-বলে যেন মম সুকুমার,
পিতার গৌরব পারে করিতে বিস্তার।
মম সম বলবীর্য্যে হে অমরগণ!
পারে যেন রক্ষিবারে ট্রয়-সিংহাসন।
যবে এ তনয় মম রণজয়ী হ'য়ে,
পশিবে নগরে বন্দী শত্রুদল লয়ে,
কহিবে নগরবাসী করিয়া চীৎকার,
লভিয়াছে পুত্র বটে প্রতাপ পিতার!
গাহিবে সুতের যশঃ স্তাবক নিকর,
ভাসিবে উল্লাস-নীরে জননী-অন্তর!

এত কহি' প্রেয়সীরে হেরি' প্রেমভরে,
কুমারে বীরেন্দ্র তাঁর দিল ক্রোড় 'পরে।
নন্দনে হৃদয় মাঝে রাখিয়া তখনি,
হাসিল মধুর হাসি কুরঙ্গনয়নী।
উদিল বিরহব্যথা পুনঃ হৃদে হায়!
হাস্য সহ অশ্রুবিন্দু পড়িল ধরায়।
মুছাইয়া অশ্রুবারি অধীর-অন্তর,
প্রিয়ায় সান্ত্বনাছলে কহে বীরবর ;—

এণ্ড্রোমেকি! তুমি মম প্রাণের জীবন!
অকারণ কেন অশ্রু কর বরিষণ?

কে আছে লো প্রিয়তমে ! এ বিশ্ব-সংসারে,
না হইতে কালপূর্ণ বধিবে আমারে !
জনমিলে অবশ্যই হইবে মরণ ;
মরধামে অনশ্বর নহে কোন জন।
বৃথা পলায়ন প্রিয়ে ! বৃথা বাহুবল !
প্রাণী মাত্রে কালাধীন—দুর্ব্বল—সবল !
আর না প্রেয়সি ! যাও আপন ভবনে ;
গৃহকার্য্য, ভুলি' দুখ, করগে যতনে।
চলিনু সমরে আমি, মুছ অশ্রুজল ;
রণভূমি অয়ি প্রিয়ে। গৌরবের স্থল।
যুঝিব অগ্রেতে আমি, ভীত চিত নয়।
মরিব, তাহাতে যশঃ লভিব অক্ষয়।
পরন্তপ যুবরাজ এতেক কহিয়া,
সমুজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ লইল তুলিয়া।
নীরবে রোদন করি' নরেন্দ্র-নন্দিনী
চলিল নয়নাসারে ভাসায়ে মেদিনী ;
অনিচ্ছায় পড়ে পদ, ধীরে ধীরে যায়,
তৃষিতনয়নে ফিরে নেহারে ভর্ত্তায়।
পশিল সুন্দরী গেহে ; পতির বিরহে,
চারু গণ্ডদেশে অশ্রু শতধারে বহে।
ভূপতি-বধূর দুখে যত বামাগণ
নারিল করিতে অশ্রুবারি সংবরণ।
কাঁদিল পুরিকাকুল অধীর অন্তরে,
ট্রয়ের গৌরবরবি হেক্টরের তরে।
লজ্জায় আরক্তমুখ এবে ধীরে ধীরে,
পারিস্ প্রাসাদ হ'তে বাহিরে বাহিরে।

ঝকে ঝক্‌ঝকে চারু পিত্তল বরম ;
যুবক নগর দ্রুত করে অতিক্রম।
তেজস্বী বন্ধনমুক্ত তুরঙ্গ যেমতি,
পরিহরি' অশ্বাগার ধায় দ্রুতগতি ;
পদক্ষেপে কাঁপে ভূমি, উল্লাস অন্তরে,
দর্পভরে রণ-অশ্ব প্রবেশে সমরে ;
সতত বিশাল শিরঃ কাঁপায় আকাশে ;
উড়িছে কেশররাজি প্রবল বাতাসে ;
অধীর তুরগবর তুরগী-মিলনে,
ধায় বেগভরে গর্ব্বে সমর অঙ্গনে ;
প্রায়ামের কমনীয় তরুণ নন্দন,
সাজিয়া অরুণ সম বেশে সুশোভন,
সদর্পে কাঁপায়ে ধরা, প্রফুল্লবদনে,
ধাবিল তেমতি রণে হেক্টরের সনে।
পথিমাঝে, যাত্রাকালে মিলিয়া উভয়,
পারিস্ অগ্রোজ কাছে নতশিরা হয়।
হেক্টর্ সোদরে কহে করি' সম্ভাষণ ;
হে বীর ! কুলের গর্ব্ব তোমাতে এখন !
জিনে তোমা ন্যায় যুদ্ধে হেন সাধ্য কা'র ?
সকলে অমিত বীর্য্য বিদিত তোমার।
একি বিড়ম্বনা হায় ! বীরকুল-ত্রাস
বীরেন্দ্র পারিস্ হ'বে রমণীর দাস !
দুর্নামে তোমার সদা কাঁদে এ অন্তর ;
অপনীত এ কলঙ্ক কর বীরবর !
চল ত্বরা, যুঝ রণে করি' প্রাণপণ ;
তব তরে রক্ত-স্রোতে ভাসে সেনাগণ।

এহেন বিপদ দূর হইবে ত্বরায় ;
পা'বে পরিত্রাণ ট্রয় যোভের কৃপায়।
কলঙ্কের ডালা শিরে ধরি' গ্রীক্‌গণ,
ত্যজিয়া নিশ্বাস, দেশে করিবে গমন !

ষষ্ঠ কাণ্ড সমাপ্ত।



সপ্তম কাণ্ড।

হেক্টরের সহিত এজাক্সের যুদ্ধ।

বিষয়।

হেক্টরের প্রত্যাগমনে যুদ্ধ দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইলে, মিনার্ভা গ্রিক্‌গণের বিপদ ভাবিয়া শঙ্কিতা হন। এপলো, দেবীকে অলিম্পস্ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া, স্কিয়ার্‌-তোরণের নিকট তাঁহার সহিত মিলিত হন। সে দিবস সমর স্থগিত রাখিয়া, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে গ্রিক্‌বীরগণকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত হেক্টরকে উত্তেজিত করিতে উভয়ে স্বীকার করেন। নয় জন ভূপতি যুদ্ধে সম্মত হইলে ভাগ্য পরীক্ষা আরম্ভ হয়; এবং এজাক্স নির্ব্বাচিত হন। বীরদ্বয় বহুক্ষণ যুদ্ধের পর, নিশাগমে ক্ষান্ত হন। ট্রোজানেরা একত্র সমবেত হইলে, এণ্টিনর গ্রিক্‌গণকে হেলেনা-প্রত্যার্পণের প্রসঙ্গ করেন; কিন্তু পারিস্ তাহাতে অসম্মত হইয়া হৃত-ধনরাশি তাহাদিগকে অর্পণ করিতে স্বীকার করেন। প্রায়াম্, এ বিষয় জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত এবং হত সেনাগণের সৎকারের জন্য গ্রীক্‌-শিবিরে দূত প্রেরণ করেন; কিন্তু এগামেমনন্ কেবল শেষোক্ত প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন। অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হইলে, গ্রীক্‌গণ নেষ্টরের পরামর্শানুসারে, শিবির এবং তরী রক্ষার নিমিত্ত প্রাকার নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন; এবং তাহার চৌদিকে পরিখা কাটিয়া দৃঢ় কাষ্ঠকীলকে রক্ষিত করেন। নেপ্‌চ্যুন্ ইহাতে ঈর্ষা প্রকাশ করায় যোভ্ তাঁহাকে শান্ত করেন। উভয় সেনা আমোদ আহ্লাদে নিশা যাপন করে; কিন্তু যোভ্ বজ্রাঘাত ও অন্যান্য কোপচিহ্ন দ্বারা ট্রোজান্‌গণকে ভগ্নোৎসাহ করেন।

(হেক্টর্ এবং এজাক্সের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে ত্রয়োবিংশ দিবস সমাপ্ত হয়; পর দিবস সন্ধি হয়; তৎপরদিন হত-সেনার সংকার হয়; এবং আরও একদিন পোত রক্ষার্থ প্রাকার নির্ম্মিত হয়। এইরূপে তিন দিবসের অধিক এই কাণ্ডে গ্রহণ করা হইয়াছে। দৃশ্য প্রাঙ্গণে।)

এত কহি’ হেক্‌টর্ বীর অনুপম,
স্কিয়ার্ তোরণ দ্রুত করে অতিক্রম।
পারিস্ পশ্চাতে চলে তর্জ্জিয়া সঘনে;
প্রবল রুধির-তৃষা উভয়ের মনে।
যথা বারিধির বক্ষে নাবিকনিকর,
বিফল ক্ষেপনী-ক্ষেপে ক্লান্ত-কলেবর,
অনুকূল বায়ু যোভ্ করিলে প্রেরণ,
চলে তরী, হেরি’ হয় উল্লাসে মগন;
তেমতি পাইয়া দোঁহে অনীক নিকর,
ভাসে হর্ষনীরে; পুনঃ গর্জ্জিল সমর।
প্রথমে পারিস্ বীর্য্য করে প্রদর্শন,
মেনিস্থূস্ ’পরে, এরিথাউস্-নন্দন;
জন্মে বীর ফিলোমিডা রূপসী-উদরে,
রমণীর শিরোমণি; আর্নি নগরে।
সংসারের মায়াজাল করি’ পরিহার,
বীর ইয়োনুস্ রণে পড়িল এবার;
শূরত্রাস হেক্টরের তীব্র প্রহরণ,
সুকঠিন গ্রীবা তাঁর করিল ছেদন।
নির্ভয় ইফিনায়ুস, নিজ রথ ’পরে
আরোহে যেমতি, মরে গ্লকসের করে;
বরষা ভেদিল স্কন্ধ; স্পন্দহীন কায়,
দীর্ঘ তালতরুসম পড়িল ধরায়।
মিনার্ভা এহেন হত্যা হেরিল নয়নে;
ত্যজি’ অলিম্পস্ দেবী তারকা-গগনে
নামে ধরা ’পরে; হেরি’ এপলো তাঁহায়,
ত্যজি’ ইলিয়ন্-চূড় ধাবিল ত্বরায়।

মিলিল উভয়ে এবে আলোকি' অম্বর ;
রণেশীরে সম্বোধিয়া কহে দিবাকর ;
কি হেতু, হে যোভ্‌সুতে ! সমর-ঈশ্বরি !
ধাবিছ ধরণীধামে স্বর্গ পরিহরি' ?
রোষাবেশে মত্ত হয়ে তবে কি আবার,
রক্ষিতে গ্রীসীয়দলে বাসনা তোমার ?
তব কোপে জর্জ্জরিত ট্রোজাননিকর ;
ক্ষান্ত হও দেবি ! আজি নিবার সমর।
নাহি এ সংগ্রামে অদ্য প্রয়োজন আর ;
ত্বরা ইলিয়ম্ রাজ্য হ'বে ছারখার ;
একত্র সমরিকুল মিলিত যখন,
পড়িবে প্রাকার ভূমে, রাখে কোন্ জন ;
নিবারিতে যুদ্ধ, (কহে বিবুধকুমারী,)
ত্যজিনু অমর-সভা রৌপ্য-ধনুধারী !
এ ভীষণ রণ কহ নিবারি কেমনে ?
কিরূপে বিরত করি মত্ত বীরগণে ?
কহে দেব, উৎসাহিত করহ হেক্টরে,
আহ্বানিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে গ্রীক্ বীরবরে ;
তাহ'লে, হে দেবি ! দর্পী গ্রীস্‌বাসিগণ,
অরি-সমকক্ষ বীরে করিবে প্রেরণ।
এতেক কহিয়া দোঁহে চলিল ত্বরিত ;
হেলিনস্ দেবভাব হলেন বিদিত ;
হেক্টরে প্রবীণ ত্বরা করে অন্বেষণ,
পূর্ণ দেবতেজে ; তাঁয় কহিল বচন,
ওহে বীরকুল-ত্রাস ! প্রায়াম্-কুমার !
কর অবধান এবে বচন ভ্রাতার।

যাও বীর, সেনা মাঝে ত্বরিতগমনে ;
বিরত হইতে ক্ষণ কহ যোধ-গণে ;
অতঃপর গ্রীক্‌মাঝে মহাবলবান্,
তব সহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে করহ আহ্বান।
হে বীরেশ! আজি তব না হ'বে নিধন ;
মানহ অলঙ্ঘ্য পূজ্য দেবতা-বচন।
শুনিয়া বচন হেন, উল্লাস-মগন
হেক্টর্, ভ্রাতার গতি করে নিবারণ,
ধরি' বরষার মধ্য! দুই পাশে সরে
রণক্লান্ত ট্রয়-সেনা উৎসুক-অন্তরে।
এগামেম্‌নন্ রণ নিবারে এবার ;
গ্রীক্ যোধকুল অস্ত্র করে পরিহার।
ভীষণা সমরেশ্বরী, দেব দিবাকর,
নেহারি' বিরাম হেন প্রফুল্ল অন্তর ;
ধরিয়া গৃধিনীরূপ, বটবৃক্ষোপরে,
বসে দোঁহে দ্বন্দ্বযুদ্ধ দরশন তরে।
দলবদ্ধ সেনা ভূমি করিল আঁধার,
করে সমুজ্জ্বল ঢাল, বর্ষা খরধার।
আবরে বারিধি যবে প্রগাঢ় তিমির,
(বহে ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ পশ্চিম সমীর,)
চঞ্চল তরঙ্গকুল নীরবে ঘুমায়,
অতি পরাক্রমী সিন্ধু প্রতাপ হারায় ;
তেমতি উভয় দল ভীমদরশন,
বসিল নীরবে এবে আঁধারি' প্রাঙ্গণ।
ট্রয়ের আদিত্যসম বীরেন্দ্র হেক্টর,
অগ্রসরি', দর্পভরে কহে অতঃপর ;—

শুন ট্রয়সেনা ! ওহে গ্রীক্ বলবান্ !
দেবতার আজ্ঞা এবে কর অবধান।
প্রতিকূল বিশ্বপাতা ; মানস তাঁহার,
হরিতে এহেন গুরু ধরণীর ভার।
জ্বলিবে সমর পুনঃ, জানিও নিশ্চিত,
মজে ট্রয়, কিংবা গ্রীক্‌পোত ভস্মীভূত।
তবে, গ্রীক্-বীরকুল হও অগ্রসর,
আহ্বানিছে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বীরেন্দ্র হেক্টর্।
সাজ ত্বরা বীর-সুত! বিলম্বে কি ফল !
দেখিব গ্রীসীয় বাহু ধরে কত বল।
যদি যায় হেন রণে জীবন আমার,
বর্ম্ম অস্ত্র-শস্ত্র মম সকলি জেতার ;
কিন্তু কায়া অন্তরঙ্গে ক'রো সমর্পণ,
বিধিমতে চিতানলে করিতে দাহন।
আজি যদি, মম করে, এপলো-কৃপায়,
হতভাগ্য প্রতিযোধ জীবন হারায়,
অঙ্গ হ'তে বর্ম্ম তার হরিয়া অচিরে,
সমর্পিব ফিবসের পবিত্র মন্দিরে ;
তোমাদের করে কায়া করিব অর্পণ,
শবোপরে যশঃস্তম্ভ করিতে স্থাপন ;
যেন দূরদেশবাসী নাবিকনিকর,
ভাবিকালে হেরি' স্তম্ভ সৈকত উপর,
কহে, 'গ্রীক্ বীর এক শায়িত হেথায়,
বীরেন্দ্র হেক্টর্ রথী বিনাশিল তাঁয়।'
প্রস্তরে খোদিত র'বে নিহতের নাম ;
যুগে যুগে দীপ্তি পা'বে মম গুণগ্রাম !

শুনি' এ সগর্ব্ববাণী ভয়ে গ্রীক্‌গণ,
পরস্পর পরস্পারে করে বিলোকন।
নীরব বীরেন্দ্রদল ! এহেন সময়,
দর্পী মেনিলস্‌ বীর ক্ষোভভরে কয় ;—
গ্রীসের অবলাদল ! একি লজ্জা হায় !
কাপুরুষ ! বহ মাত্র বীরসম কায় !
গ্রীস্‌ মাঝে, (এ কলঙ্ক হ'বে কি মোচন !)
যুঝে বলী শত্রু সনে নাহি এক জন !
যাও ভীরুগণ ! যদি গৌরব না চাও,
মাটিতে উৎপত্তি, পুনঃ মাটিতে মিশাও।
কেন আর কলুষিত করিছ ধরণী !
শত্রুসনে আজি রণে যুঝিব আপনি।
কে পারে বলিতে ভাগ্য প্রসন্ন কাহার ?
জয় পরাজয়ে হাত জগত-পিতার।
এত কহি' স্পার্টারাজ ক্রোধে কম্পমান,
পরিল ত্বরিত অঙ্গে নীল তনুত্রাণ।
আজি আট্‌রাইডিস্‌ ! অসময়ে হায় !
ত্যজিতে মানবলীলা হইত তোমায়।
তব ক্রোধ-শান্তি তরে, নরপালগণ
উঠিয়া ত্বরিত তোমা করিল বেষ্টন।
এগামেমনন্‌, যিনি প্রধান সেনানী
ধরি' তব কর, কহে উপদেশ-বাণী ;—
না ভাবিয়া ভবিষ্যৎ, ক্রোধে অন্ধমন,
কোথা মেনিলস্‌ ! তুমি করিছ গমন ?
এ ভীষণ অভিসন্ধি কর পরিহার ;
নহে হেক্টরের সহ তুলনা তোমার।

মহাবল একিলিস্ আছয়ে বিদিত
হেন বীরবল ; রণে সঘনে কাঁপিত।
স্থিরভাবে প্রিয় ভ্রাতঃ! কর অবস্থান ;
সাজিবে এখনি কোন বীরের সন্তান।
সমগ্র একিয়ামাঝে, বীর মহত্তর,
মহাবল, বীর-মদেমত্ত নিরন্তর,
ত্যজিবে সভয়ে ভ্রাতঃ! এ হেন আহব ;
বীরেন্দ্র হেক্টর্ নহে সামান্য মানব।
এত কহে নরবর ; বচনে তাঁহার,
মেনিলস্ রোষাবেশ করে পরিহার,
বিদিত বিপদ। যত বীরেশ মিলিয়া,
নিল নীল তনুত্রাণ ত্বরিত খুলিয়া।
বচনে পিযূষধারা, জ্ঞানের আধার,
নেষ্টর্ ধরার রত্ন উঠেন এবার।
কহে ধীর ধীরস্বরে, এত দিনে হায়!
গ্রীক্গণ জন্মভূমি কলঙ্কে ডুবায়!
কি ক'বে একিয়া! তব বৃদ্ধ বীরগণ,
সন্ততির অপবাদ করিলে শ্রবণ!
অজস্র অশ্রুর ধার, কলঙ্ক শ্রবণে,
স্থবির পিলুস্! তব ঝরিবে নয়নে!
ফিরিত যদ্যপি যত গ্রীসের তনয়,
বিপুলবিভবী ট্রয় করি' ধ্বংসময়,
হৃদে তাঁর হর্ষসিন্ধু উথলি' উঠিত ;
কি নাম কাহার, বীর জিজ্ঞাসা করিত।
যদ্যপি প্রাচীন এবে বিলোকন করে,
এক শত্রু হেরি' গ্রীক্ কাঁপে থরথরে,

অমর নিকর কাছে, দুর্নাম কারণ,
এখনি কামনা নিজ করিত মরণ!
সে মম পূরব বল আসে যদি হায়,
মিনার্ভা, ফিবস্, বজ্রী যোভের কৃপায়!
কোথা সে সাহস (হায়! বিদরে মরম!)
কোথা সে যৌবন মম, পূর্ব্ব পরাক্রম!
ফিয়া দেশে, প্রবাহিত জর্ডান্ যথায়,
সসৈন্যে করিনু যাত্রা সমর-আশায়;
সুবিশাল সিলাডন্ উপকূল' পর,
আর্কেডীয় সেনা সনে বাঁধিল সমর।
লয়ে এরিথাউসের ভীম প্রহরণ,
আক্রমিল মহাক্রোধে ইরুথেলিয়ন্।
গ্রন্থিময় ভীম আশাদণ্ড ধরি' করে,
ভ্রমিত এরিথাউস্ নগরে নগরে।
না ধরিত ধনুঃ বর্ষা সমরে কখন,
আশাঘাতে বীর অরি করিত নিধন।
লাইকর্গস্ তাঁয় অন্যায় প্রহারে,
নাশিল, লুকায়ে দেহ কানন মাঝারে;
বীরেশের সুবিশাল দৃঢ় বক্ষঃ' পর,
বাজে অলক্ষিতভাবে নারাচ প্রখর;
পড়ে বীর ভূমে; জেতা করিল হরণ,
মার্স্-রণদেবদত্ত দিব্য প্রহরণ।
লাইকর্গস্ পরে হারা'য়ে নয়নে,
অর্পিল সে হৃত অস্ত্র ইরুথেলিয়নে।
হেন অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বীরবর,
পড়ে বজ্রাঘাত সম বাহিনী উপর;

নারিল সহিতে কেহ পরাক্রম তাঁর ;
ভয়ে বীরগণ তাঁয় করে পরিহার।
ধাবিনু সরোষে আমি, যুবক তখন,
হেন ভীম শত্রু সহ করিবারে রণ।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ ; মিনার্ভা-কৃপায়,
অরির বিশাল দেহ পড়িল ধরায়।
হায়। যদি পূর্ব্ব বল থাকিত আমার,
বীরেন্দ্র হেক্টর নহে পাত্র তুলনার !
যুবক তোমরা, ওহে বীরের সন্তান !
একিয়ার পরাক্রম যেন মূর্ত্তিমান !
জন্মিয়াছ বীরবংশে ; ভুলি' বীরপনা
কাঁপিছ পরাণ-ভয়ে, নহে কি লাঞ্ছনা ?
নাচিল এ তিরস্কারে বীরের অন্তর ;
নয় জন মহাবীর বাহিনী-ভিতর
উঠিল সদর্পে এবে ; প্রথমে সবার,
দর্পী গ্রীস্-অধীশ্বর ; পশ্চাতে তাঁহার,
মহাবল টিডাইডিস্ সমরে ভীষণ ;
উদ্ধত এজাক্সবীর ভীমদরশন।
উঠিল অইলুস্ ; ইডোমেন্ বলবান ;
মেরিয়ন্, পরাক্রমে রণেশ সমান।
থোয়াস্, উরিপিলস্ উঠিল উভয় ;
উঠে বিজ্ঞ উলেসিস্ নির্ভয়হৃদয়।
হেন বীরগণ, ক্রোধে অধীরঅন্তর
যাচে রণ। স্মিতমুখে কহেন নেষ্টর্ ;
মীমাংসিতে, শত্রুসহ যুঝে কোন্ জন,
ভাগ্য পরীক্ষার ত্বরা কর আয়োজন।

সেই বীর, সুপ্রসন্ন অদৃষ্ট যাঁহার,
ধরাতে অক্ষয় যশঃ করুন বিস্তার।
পত্রে এবে প্রতিবীর করিয়া স্বাক্ষর,
স্থাপে গ্রীস্-অধিপের উষ্ণিষ ভিতর।
উৎসুক অনীককুল উত্তোলিত করে,
ত্রিদিব-ঈশ্বর কাছে যাচিল কাতরে,—
হে যোভ্! অচিন্ত্য-শক্তি! অনাদি-নিধন!
মহাবলবান গ্রীকে কর নির্ব্বাচন।
এজাক্স্ বা টিডাইডিস্ করুন সমর,
কিংবা প্রিয়পাত্র তব বলী নরবর।
নেষ্টর্ উষ্ণিষ নাড়ে; ঈশের কৃপায়,
রণার্থীর ভাগ্যফল ত্বরা বাহিরায়।
ত্বরিত অদৃষ্ট লয়ে বিজ্ঞ দূতগণ,
পর্য্যায়ে বীরের করে করে সমর্পণ।
প্রতিজন নিজ নিজ বিলোকন করে;
এজাক্সের ভাগ্য পড়ে এজাক্সের করে;
হেরিল স্বাক্ষর বীর, হরিষ অন্তর,
নিক্ষেপি' ভূতলে তাহা, করিল উত্তর;—
শুন হে বীরেন্দ্রদল! আমারি উপর
হেন রণভার; তবে সাজিব সত্বর।
পরি যতক্ষণ আমি বরম উজল,
যাচ যোভ্ কাছে সবে গ্রীসের মঙ্গল।
প্রার্থহ নীরবে; যদি শুনে শত্রুগণ,
ভাবিবে গ্রীকের হিয়া ভয়েতে মগন।
কি কাজ নীরবে? ওহে গ্রীসীয় নিকর!
উচ্চরবে সমস্বরে কাঁপাও অম্বর।

কোন্ মহাবল বীর আছে এ ধরায়,
বীরেন্দ্র এজাক্স্ রথী ডরিবে তাহায় ?
দর্পী সেলামিস্-কুলে জনম আমার,
ব্যবসা সমর, শত্রু না ডরি ধরার।
এতেক কহিল বীর। যত গ্রীক্-সেনা,
কুলিশ-ধারণ কাছে করিল প্রার্থনা ;—
বিধাতঃ ! ইচ্ছায় তব জগত সৃজিত ;
ইডার শিখরি-শিরে সতত পূজিত !
উন্নত অমরালয়ে আবাস তোমার !
(অদ্বয়, অব্যয় তুমি পূজ্য দেবতার !)
কর দেব শিবদাতঃ ! যেন এ সমরে,
টেলামন্ বীরে আজি জয়লক্ষ্মী বরে ;
অথবা হেক্টর্ যদি কৃপারভাজন,
উভয়ে সমান যশঃ করহ অর্পণ।
এজাক্স্ শূরের অঙ্গে শোভিল এবার,
প্রখর-অনলদ্যুতি দৃঢ় বাণবার।
চলে বীর, মূর্ত্তিমতী যেন গম্ভীরতা ;
যথা অস্ত্রে সুসজ্জিতা থ্রেসের দেবতা
ধায় দর্পে, ক্রোধে যবে ত্রিদিব-ঈশ্বর,
শাসিতে পাতকিগণে জ্বালেন সমর !
বদনে বিকট হাস, চলে বীরমণি
সুরসম ; পদক্ষেপে কাঁপিল ধরণী।
ঘুরায়ে সুদীর্ঘ গুরু প্রখর বরষা,
দাঁড়াইল অরিত্রাস, গ্রীসের ভরসা।
উল্লাসে গ্রীসীয়দল করে বিলোকন ;
কাঁপে ভয়ে হেরি' বীরে ট্রয়-সেনাগণ।

চমকে হেক্টর্ নিজে ; বিষম সংশয়,
ব্যথিত করিল তাঁর অভয় হৃদয়।
পলায়নে নাহি পথ, বৃথা শঙ্কা তাঁর,
আহ্বানে আপনি, শত্রু নিকটে এবার !
শোভে টেলামন্ বীর বিকট-মূরতি—
গিরিসম ; করে ঢাল সমুজ্জ্বল অতি,
প্রকাণ্ড গোলক মাঝে ; দীর্ঘ সপ্ত ভাঁজ
দৃঢ় বৃষচর্ম্মে, তাহে পিতলের কাজ।
(হাইলি প্রদেশবাসী দক্ষ শিল্পকার,
বিজ্ঞবর টিকিয়স্ রচয়িতা তার।)
এজাক্স এহেন ঢাল ধরি' বক্ষঃ'পরে,
তর্জ্জিয়া বিকট, এবে কহে ধীর স্বরে ;—
হেক্টর্ ! এস হে ত্বরা, বিলম্ব না সয়।
গ্রীক-ভুজে কত বল লহ পরিচয়।
নাহি একিলিস্ বটে ; কিন্তু জেনো মনে,
আছে হেন জন, নহে অনভিজ্ঞ রণে।
থাকুন শিবিরে নিজ দেবীর নন্দন,
মত্ত রোষাবেশে ; তাঁয় নাহি প্রয়োজন।
এখনো অসংখ্য বীর গ্রীসের সহায় ;
আদর্শের সম মাত্র প্রেরিল আমায় !
জানিতে বাসনা মম বীরত্ব তোমার ;
ধর অস্ত্র, অকারণ বিলম্ব কি আর ?
ওহে অভিমানী টেলামনের কোঙর !
(এজাক্সে উত্তর করে বীরেন্দ্র হেক্টর।)
ভাব কি অবলা মোরে, নাহি জানি রণ,
যুদ্ধ-ক্ষেত্রে এই মম নব আগমন ?

বীর তুমি, পড়িয়াছ যোগ্যশত্রু-করে,
জন্মে বীরকুলে, বসে বীরের নগরে।
জানি ভালমতে আমি সমর-কৌশল ;
গতিবিধি আদি মম বিদিত সকল।
পারি চালাইতে গুরু বরষা ভীষণ ;
ঢালে অরাতির অস্ত্র করি নিবারণ।
তোমাসনে অকপট করিব সমর,
বীর সহ ন্যায় যুদ্ধে যুঝি নিরন্তর।
এত কহি' ট্রয়বীর করি' উলম্ফন,
হানে এজাক্সের পানে নারাচ ভীষণ।
ছুটিল প্রচণ্ড অস্ত্র বিকট গর্জ্জিয়া ;
পিত্তল গোলক, ষষ্ঠ গোচর্ম্ম ভেদিয়া
ঠেকিল সপ্তমে। ত্যজে এজাক্স্ এবার।
ছেদি' হেক্টরের ঢাল, বর্ষা খরধার,
ভেদিয়া কবচ দৃঢ়, বসন সুন্দর,
হ'য়ে নিম্নগামী এবে পরশে পঞ্জর ;
কিন্তু, দক্ষ ট্রয়বীর অমিত-বিক্রম,
হইয়া আনত, অস্ত্র করে অতিক্রম।
পুনঃ ঢাল হ'তে বর্ষা তুলি' আকর্ষিয়া,
প্রহারে উদ্যত দোঁহে বিকট গর্জ্জিয়া ;
রুধিরে আপ্লুত যেন কেশরী ভীষণ,
অথবা বরাহ ক্রোধে আরক্ত নয়ন।
হেক্টর্, এজাক্সে পুনঃ করিল প্রহার ;
দৃঢ় চর্ম্মে ঠেকি' বর্ষা কুণ্ঠিত এবার।
নিপুণ এজাক্স্ এবে সময় বুঝিয়া,
ধাতু ঢাল মাঝে বর্ষা দিল চালাইয়া ;

গ্রীবাদেশে লাগে অস্ত্র মহাবেগভরে ;
শোণিত-নিস্রাব ঢাল সুরঞ্জিত করে।
রুষিল হেক্টর বীর ; আনত হইয়া,
প্রকাণ্ড পাষাণ ত্বরা লইল তুলিয়া ;
নিক্ষেপে সবলে, ক্রোধে কাঁপে কলেবর ;
বাজে শিলা সমুজ্জ্বল গোলক উপর।
পিত্তল কঠোরাঘাতে বাজিল ঝঞ্চনে।
এজাক্স প্রস্তর এক নিল সেইক্ষণে।
সবেগে সবলে রোষে অরাতির গায়,
ঘুরায়ে ত্বরিত বীর নিক্ষেপিল তায়।
উঠিল কঠোর শব্দ ; ভাঙ্গে ধাতুঢাল ;
ব্যথিত করিল শিলা জানু সুবিশাল।
ট্রয়ের গৌরব-রবি পড়িল ধরায়,
ভগ্ন ধাতুঢাল'পরে রাখি' নিজ কায় ;
স্মরে ইষ্টদেবে। তাঁয় এপলো ভাস্কর,
পূর্ব্ব পরাক্রম বীর্য্য দিলেন সত্বর।
নিষ্কাষিল আসি দোঁহে, পাবকের প্রভা,
ঝলসে সেনার আঁখি যেন ক্ষণপ্রভা।
হেন কালে ধর্ম্মপর পবিত্র-অন্তর
দূত-কণ্ঠস্বর হয় শ্রবণ-গোচর।
গ্রীক্ দূত বহুদর্শী টাল্‌থিবিয়স্,
ট্রয় পক্ষে পূতআত্মা বিজ্ঞ ইডিয়স্,
অসি মাঝে পূত দণ্ড করে উত্তোলন।
কহে ইডিয়স্ দোঁহে করি' সম্ভাষণ ;—
ক্ষান্ত হও বৎসদ্বয়! সংহর এবার ;
দোঁহে নরপ্রিয়, স্নেহপাত্র দেবতার।

বিদিত উভয় দল বীর্য্য দোঁহাকার ;
উদীরিত সাধুবাদ বদনে সবার।
অস্তগত দিনমণি, আগতা শর্ব্বরী ;
রাখ নিশাদেবী-মান অস্ত্রপরিহরি'।

এজাক্স্ এ হেন বাক্যে করিল উত্তর ,—
জিজ্ঞাস হেক্টরে আগে ওহে বিজ্ঞবর !
অগ্রে গ্রীক্ বীরে উনি করেন আহ্বান,
করুন প্রথমে তবে সম্মতি প্রদান।
যাচিলে বিরাম বীর, পালিব বচন ;
ক্ষান্ত হ'ব, হেরি' অস্ত্র করিতে বর্জ্জন।

হে গ্রীক্-প্রধান ! (কহে বীরেন্দ্র হেক্টর,)
সুরশ্রেষ্ঠ ইচ্ছাময় জগত-ঈশ্বর
করেছেন নানাগুণে ভূষিত তোমায় ;
তব সম বলী বীর বিরল ধরায় !
সাংগ্রামিক বিধি এবে করে নিবারণ ;
এক দিন হ'বে পুনঃ সমরে মিলন।
যাবৎ জীবন র'বে যুঝিব আবার,
বলবীর্য্য দেবগণ করিবে বিচার।
তিমিরে বেড়িল ধরা,—দিবা অবসান ;
নিবারে দেবতা, রাখ নিশার সম্মান।
যাও হে এজাক্স্ বীর ! যথা বন্ধুগণ ;
সেনার হৃদয়ে কর আনন্দবর্দ্ধন।
আমিও চলিনু গেহে : মম প্রণয়িণী,
দরদর অশ্রুধারে ভাসায় মেদিনী।
এস, উপহার দোঁহে করি বিনিময়,
দিনের স্মরণ হেতু ; যেন সবে কয়,—

গৌরবে উভয়ে রণ করে পরিহার ;
অকৃত্রিম বন্ধুভাব অন্তরে দোঁহার।
এত কহি' অরিন্দম, চারু তরবারি,
রজতের তাঁরা তাহে শোভে সারি সারি,
দিল প্রতিযোধে ; গ্রীক্ করিল অর্পণ,
উজল কোমর পাটা ধূমল বরণ।
উল্লাসে উভয় বীর চলে অতঃপর,
এজাক্স্ স্বদলমাঝে, নগরে হেক্টর।
ট্রয়সেনা হেক্টরের হেরি' আগমন,
উল্লাসে সাদরে তাঁয় করে সম্ভাষণ।
দারুণ অরাতি সহ ভীষণ সমরে,
নাহি অস্ত্রাঘাত চিহ্ন বীর কলেবরে।
আস্ফালি' সদর্পে সেনা পুলকে ভাসিয়া,
চলিল নগরে ট্রয়-গৌরবে লইয়া।
আনন্দে এজাক্স্ বীরে গ্রীক সেনাগণ,
চলিল লইয়া যথা এগামেমনন।
পঞ্চমবর্ষীয় এক বৃষ বলবান,
বলি তরে নরবর করেন প্রদান।
পড়ে পশু ; মিলি' এবে গ্রীক্ বীরভাগ,
ছাড়াইয়া চর্ম্ম, মাংস করিল বিভাগ,
রণশ্রমে ক্লান্ত, যত গ্রীক্ সেনাগণ,
বসে শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে করিতে অশন।
বৃষ-শিরঃ-নিম্ন-অর্দ্ধ (সম্মান-লক্ষণ,)
এজাক্স্-সন্মুখে ভূপ করেন স্থাপন।
প্রচুর আহারে ক্ষুধা নিবারি' এবার,
নেষ্টর, বদনে যাঁর পিযূষের ধার,

গ্রীকের সুবিজ্ঞ মন্ত্রী, বহুদর্শী জন,
এরূপে বাসনা নিজ প্রকাশে এখন :—
কি ভীষণ দৃশ্য আজি দেখহে রাজন্ !
অকালে নিহত কত গ্রীক্ বীরগণ !
ঐ যে সমরশায়ী শব-সমুচ্চয়,
কোন্ নিঠুরের নাহি বিদরে হৃদয় ?
নরবর! শুন এবে বচন আমার,
পরদিন যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন আর।
লহ কিছুক্ষণ তরে অবকাশ রণে,
অনলে করিতে দাহ হত বীরগণে।
কর একত্রিত ত্বরা নিহত নিকরে ;
রচহ বিশাল চিতা বেলাভূমি'পরে।
একত্র রক্ষিত হ'বে অস্থি-সমুচ্চয় ;
রোদন করিবে হেথা ধার্ম্মিক তনয়।
এক স্থানে শবরাশি হইলে দাহন,
উপরে তাহার স্তম্ভ করহ রচন।
অতঃপর বীরগণ! রক্ষিতে শিবির,
করহ নির্ম্মাণ দৃঢ় উন্নত প্রাচীর ;
র'বে স্থানে স্থানে তার বিস্তৃত তোরণ,
রথের গমন হেতু ; পরিখা বেষ্টন।
নির্ভয়ে তাহ'লে গ্রীক্ পারিবে যুঝিতে ;
শিবির, ভীষণ শত্রু নারিবে লুণ্ঠিতে।
এরূপে প্রবীণ নিজ প্রকাশে অন্তর ;
সম্মত হইল তাহে ভূপাল নিকর।
প্রায়ামের দ্বারে হেথা, (রজনী-সময়,)
করিছে মন্ত্রণা বসি' প্রধান-নিচয়।

বসিয়াছে ম্লানমুখে সমরি-নিকর,
রুদ্ধ কণ্ঠরব, ভয়ে কাঁপে কলেবর।
উঠিলেন এণ্টিনর্; কহে বৃদ্ধ জন,—
ট্রোজান্! ডার্ডান্! শুন বিদেশীয়গণ!
কহি উপদেশবাণী, অমর-কৃপায়;
কর অবধান সবে দেব-অভিপ্রায়।
বিদেশীয় গ্রীক্‌গণে, ত্বরা হৃত ধন,
রূপসী হেলেনা সহ কর সমর্পণ।
পূর্ব্বতন অঙ্গীকৃত সন্ধিভেদ তরে,
জ্বলিয়াছে কোপানল দেবতা-অন্তরে।
কি কাজ অন্যায় রণে? হে বীর সকল!
পাল বাক্য, কিংবা লভ বিষময় ফল।

বসেন প্রবীণ জন! চারুকলেবর
কুমার পারিস্ এবে করিল উত্তর;—
এ বাক্য স্থবির! তব পক্ষে মধুময়;
কিন্তু বিন্ধে শেল সম বীরের হৃদয়!
কপটতা, প্রবঞ্চনা করি' পরিহার,
দেশের মঙ্গলে বটে বাসনা তোমার;
হেন উপদেশ তব বিফল এখন।
শুন ওহে মহাবল ট্রয়-বীরগণ!
একিয়ার হৃত ধন করিব অর্পণ;
কিন্তু যত দিন দেহে জীবন আমার,
না দিব রমণীধনে রূপসীর সার।
মহামূল্য মণি মুক্তা অর্পিব সকল;
নারিব ত্যজিতে সেই রতন উজ্জ্বল।

কলহের সূত্রপাত করি' বিলোকন,
উঠেন প্রায়াম্ বৃদ্ধ ত্যজিয়া আসন।
সসম্ভ্রমে সেনাদল নিরখে তাঁহায়।
কহেন ভূপাল এবে কোমল ভাষায়;—
ট্রয়ের ভরসা ওহে সমরি-নিকর!
অপনীত রণশ্রম করহ সত্বর।
সতত সতর্কভাবে রক্ষহ প্রাকার,
যাবৎ না দূরীভূত নিশার আঁধার।
কল্য নিবেদিতে মম সুত-অভিলাষ,
প্রেরিত হইবে দূত গ্রীক্-রাজপাশ।
অনলে করিতে দাহ নিহত নিকরে,
যাচিবে বিরাম রণে কিছুকাল তরে।
এ কার্য্য সমাধা হ'লে যুঝিব আবার;
জয় পরাজয় যোভ্ করিবে বিচার।
এতেক কহিল রাজা। ত্বরা বীরগণ,
(না ত্যজি' সমর সাজ) করিল অশন।
বিজ্ঞ দূত ইডিয়স্ প্রভাত-সময়,
গ্রীকের শিবির মাঝে উপনীত হয়।
দাঁড়ায়ে প্রবীণ এবে অরির সভায়,
কহে উচ্চে: শুনে গ্রীক্ বেড়িয়া তাঁহায়।
শুন হে এট্রস্-সুত! গ্রীক্ বলবান!
ট্রয়েশের অভিলাষ কর অবধান;
শুন সবে, (যেন পূরে মম এ কামনা,)
রণমূল পারিসের বিনীত প্রার্থনা;
আনিয়াছে যত ধন ট্রয়ের নগরে,
(কেন না ডুবিল তরী অতল সাগরে!)

অর্পিবে তা ছাড়া বহু মণি মুক্তা আর,
যদি এবে সন্ধি পুনঃ কর অঙ্গীকার।
কিন্তু সেই সুকেশিনী রমণী-রতন,
সমর্পিতে পুনর্ব্বার নহে তাঁর মন।
পরে বীরবৃন্দ! যাচি বিরাম কাতরে,
অনলে করিতে দাহ নিহত নিকরে।
এ কার্য্য সমাধা হ'লে যুঝিব আবার,
জয় পরাজয় যোভ্ করিবে বিচার।
শুনে গ্রীকগণ; কেহ না দিল উত্তর।
উঠি' টিডাইডিস্ বীর কহে অতঃপর ;—
পরিহরি' যশোরাশি ওহে বন্ধুগণ,
ধনরাজি কিংবা নারী না কর গ্রহণ।
লভিব জিনিয়া রণ; ঐ যে প্রাকার,
গ্রীক্‌দর্পে ধরাশায়ী নিশ্চয় এবার।
শুনিয়া সমরিকুল পুলকিতকায়,
উচ্চরবে সাধুবাদ প্রদানে তাঁহায়।
কহিলেন নরবর,—হে দূত-প্রবর!
শুনিয়াছ বীরমুখে গ্রীসের অন্তর।
করিনু বিরাম দান; হত যোধগণে,
কর দগ্ধ; নাহি যুঝি নিহতের সনে।
রণাঙ্গনে মৃতদেহ কর অন্বেষণ;
বিধিমতে প্রেতকৃত্য কর সম্পাদন।
সাক্ষী ত্রিদিবের পতি যোভ বজ্রধর;
এত কহি' রাজদণ্ড তুলে রাজেশ্বর।
চলিল প্রবীণ দূত ট্রয়ের নগরে,
কহিতে বারতা হেন ভূপতি-গোচরে।

দাঁড়ায়ে সুবিজ্ঞ জন বীরের সভায়,
প্রকাশিল সবিস্তারে গ্রীক্ অভিপ্রায়।
শশব্যস্তে সেইক্ষণে ট্রয়-সেনাগণ,
রণভূমে মৃতদেহ করে অন্বেষণ।
বিস্তৃত সৈকত' পরে গ্রীসীয় নিকর,
কাননের কাষ্ঠে চিতা রচিল সত্বর।
এবে ধীরে ধীরে ত্যজি' বারিধি-আগার,
হরিবারে পুনর্ব্বার ধরার আঁধার,
উঠিয়া রবির রথ সুবর্ণখচিত,
শিখরি-শিখরাবলী করিল রঞ্জিত।
মিলি' মিত্রভাবে এবে উভ-সেনাগণ,
শবরাশি মাঝে দেহ করে অন্বেষণ।
বিবর্ণ শোণিত-স্রাবে, দূষিত মাটিতে,
আত্মীয় আত্মীয়-দেহ না পারে চিনিতে।
ধৌত করি' ক্ষত স্থান, স্থাপি' রথ' পরে,
দুখে বীরগণ অশ্রু বরিষণ করে।
সান্ত্বনে প্রায়াম্ সবে ; নীরবে ত্বরায়,
সেনাকুল মৃতদেহ স্থাপিল চিতায়।
অনলে করিয়া দাহ বান্ধব নিকরে,
বিরস বদনে ধীরে ফিরিল নগরে।
স্রাবি' অশ্রুধারা হেথা গ্রিসীয় নিকর,
আত্মীয়ের দেহরাশি রাখে চিতা'পর ;
সযতনে শব দগ্ধ করিয়া অনলে,
আক্ষেপি' শিবির পানে ধীরে ধীরে চলে।
রূপে সুরঞ্জিত করি' পূরব আকাশ,
না হইতে সুহাসিনী উষা-পরকাশ,

চিতাপাশে গ্রীক্‌গণ গিয়া পুনর্ব্বার,
রচিল সমাধি-গৃহ উপরে তাহার ;
নিবারিতে পরাক্রমী অরি-আক্রমণ,
উন্নত প্রাচীর এক করিল রচন ;
করে স্থানে স্থানে তার বিস্তৃত তোরণ,
রথের গমন হেতু ; পরিখা বেষ্টন
নির্ম্মাইল সুকৌশলে অতীব গভীর।
ট্রয়ের প্রাকারে স্পর্দ্ধি' শোভিল প্রাচীর !
বসিয়া ত্রিদিবালয়ে ত্রিদশ নিকর,
যোভ সহ, বহ্নিসম দীপ্ত বপুধর,
সবিস্ময়ে নরকীর্ত্তি করে বিলোকন।
ত্রিশূলী নেপ্‌চ্যুন বলী কহিল বচন ;—
অহমিকা-মদে মত্ত গ্রীস্-সুতগণ,
এ হেন প্রাকার যদি করিল রচন,
তবে ধরাবাসী কোন্ নরের সন্তান,
অতঃপর মোসবার রাখিবে সম্মান ?
নির্ম্মিল গ্রীসীয় দল সুদীর্ঘ প্রাকার,
নাহি চায় অনুগ্রহ ইথে দেবতার !
তাসবার যশোভাতি ব্যাপিবে ভুবন,
প্রভাত সময়ে যথা তপন-কিরণ।
লেওমিডনের ঐ প্রাকার মহান,
যতনে অমর যায় করেছে নির্ম্মাণ,
ডুবিবে তিমির মাঝে চিরদিন তরে।
এতেক বারিধিপতি কহে খেদভরে।
উত্তরিল বজ্রপাণি ; (তর্জ্জনে তাঁহার,
সমগ্র অম্বরতল হইল আঁধার।)

অমর জলধিপতে! তব ক্রোধানল,
থরথর প্রকম্পিত করে পৃথ্বীতল!
সমগ্র মানব যদি মিলয়ে ধরার,
তিলমাত্র ভয়াবহ নহে দেবতার।
যতদূর দিবাকর বরিষয় তাপ,
সতত পূজিত হ'বে তব পরতাপ।
বীর গ্রীক্-বিরচিত ঐ যে প্রাকার,
হ'বে ধ্বংস; নাম মাত্র না র'বে উহার।
ভাঙ্গিবে বিশাল ভিত্তি তব পরাক্রমে;
পড়িবে দেউল তব তরঙ্গী-সঙ্গমে;
ক্রমশঃ প্রোথিত হ'বে সিকতা ভিতরে;
বিলুপ্ত হইবে কীর্ত্তি চিরদিন তরে।
স্বরগে অমর হেন। ভূমে গ্রীকগণ
সমাপ্ত করিল কার্য্য; ডুবিল তপন
জলধি-সলিল মাঝে। সমরী ত্বরায়,
দিল বলিদান; ধূম আকাশে মিশায়।
লেম্‌নস্ হ'তে তরী মদিরা লইয়া,
গ্রীকের শিবির পাশে উতরে আসিয়া;
উনিয়স্ মহাধন, সুরা শত ভার,
গ্রীসের ভূপতিবরে প্রেরে উপহার;
(ধনশালী উনিয়স্ উদারহৃদয়,
বিখ্যাত মেষপালক জেসন্-তনয়।)
অবশিষ্ট দ্রব্য সবে কিনিয়া লইল;
হেন আয়োজনে সেনা আমোদে মাতিল।
বিনিময়ে ধন গ্রীক্ দিল বহুতর;
স্বর্ণ, রৌপ্য, বৃষ কেহ, কেহ বা কিঙ্কর।

আনন্দে উভয় দল যাপিছে যামিনী,
শিবিরে গ্রীসীয়, পুরে ট্রয়-অনিকিনী।
প্রকাশেন চিহ্ন যোভ্ ক্রোধান্ধ হৃদয়,
লোহিত তড়িত ধরা করে আলোময়।
গর্জ্জি' ইরম্মদ ঘন কাঁপায় অম্বর ;
চমকে বিষম ভয়ে ট্রোজান নিকর।
প্রতিবীর সুররাজে পূজে সেই ক্ষণে ;
ধাবিল সুরার স্রোত মদিরা-তর্পণে।
সমরের পরিশ্রমে ক্লান্ত-কলেবর,
ঘুমায় নীরবে এবে সমরি নিকর।

সপ্তম কাণ্ড সমাপ্ত।



অষ্টম কাণ্ড।

দ্বিতীয় যুদ্ধ ও গ্রিক্‌দিগের দুর্দৈব।

বিষয়।

জুপিটার (যোভদেব) অমর-সভায় দণ্ডভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক, কোন পক্ষ আশ্রয় না করিতে দেবতাগণকে আদেশ করেন। কেবলমাত্র মিনার্ভা দেবী, গ্রীকগণকে পরামর্শ দিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন। যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জুপিটার, ইডা পর্ব্বতের উপর উভয় দলের অদৃষ্ট, তুলা দণ্ডে পরিমাণ করেন; এবং বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত দ্বারা গ্রীকগণকে ভীত করেন। কেবল মাত্র নেষ্টর্ বিপদ-ময় রণ ভূমে অবস্থান করেন। ডায়োমেড্ তাঁহার সাহায্যার্থে আগমন করেন; তাঁহার এবং হেক্টরের বীরত্ব সুন্দররূপে বর্ণিত হয়। গ্রীকগণকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত জুনোদেবী নেপ্‌চ্যুন্‌কে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু নিস্ফল হয়। টিউসার, হেক্টর কর্ত্তৃক আহত হইয়া রণাঙ্গন হইতে অপসারিত হ'ন। জুনো এবং মিনর্ভা গ্রীক পক্ষাবলম্বনে প্রবৃত্তা হন। জুপিটার কর্ত্তৃক প্রেরিতা আইরিস্ দেবী তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। রাত্রে যুদ্ধ শেষ হয়। গ্রীকেরা পরাস্ত হইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলে, হেক্টর্ সমর-ক্ষেত্রে অবস্থান করেন; এবং তরী যোগে শত্রুগণের পলায়ন নিবারণার্থ প্রহরী নিযুক্ত করেন। রক্ষীরা অগ্নি জ্বালিয়া সমস্ত রাত্রি সশস্ত্র জাগরণ করে।

এই গ্রন্থ-বর্ণিত যুদ্ধ ব্যাপার, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, সাতাইশ দিনে সমাপ্ত হয়। দৃশ্য, (স্বর্গ ছাড়িয়া দিলে) সমুদ্রতীরস্থ রণ-স্থলে।

এবে সমুজ্জ্বলদ্যুতি সুচারুহাসিনী,
প্রভাত-তনয়া উষা আলোকে মেদিনী।
অমর নিকর সহ ত্রিদশ-ঈশ্বর,
হইলেন সমাসীন অলিম্পস্-'পর।

কহিলেন বজ্রপাণি সুগম্ভীর স্বরে ;
শুনে দিববাসি-কুল চকিত অন্তরে ;
ওহে দিব-লোকবাসী অনশ্বরগণ !
নত শিরে আজ্ঞা মম করহ পালন।
অলঙ্ঘ্য অভেদ্য হেন আদেশ আমার,
পাল ভাগ্য ! দেবগণ করহ স্বীকার।
আজি হ'তে যে অমর পশিবে সমরে,
অথবা সাহায্য-দানে অভিলাষ করে,
স্বরগে না পা'বে স্থান হেন দুরাচার ;
প্লাবিবে দূষিত তনু রুধিরের ধার ;
অথবা এ গিরি'হ'তে হ'বে নিক্ষেপিত,
টার্টারীয় কূপ মাঝে বিষাদ-পূরিত ;
নিগড়ে আবদ্ধ হ'য়ে র'বে চিরকাল,
গভীর নিরয় মাঝে অতীব ভয়াল।
অনলে দুখের তার না র'বে অবধি ;
করিবে রোদন সেই দুষ্ট নিরবধি,
করহ স্মরণ সেই নরক আঁধার ;
দেখ ভাবি' পরাক্রম জগত-পিতার !
দেবগণ ! হও যদি একত্র মিলিত,
কি সাধ্য অনন্ত যোডে কর পরাজিত।
সুবর্ণ নিগড় যদি করহ ধারণ,
স্বর্গ সিন্ধু পৃথ্বী পারে করিতে বেষ্টন,
নারিবে সমগ্র জীবে করিয়া সহায়,
ধরা'পরে নিক্ষেপিতে কদাচ আমায়।
সর্ব্বশক্তিমান আমি ! কর-সঞ্চালনে,
পারি ধ্বংসিবারে এই বিশাল ভুবনে !

অলিম্পাস্-চূড়ে বদ্ধ মম এ শৃঙ্খল ;
ঝুলিছে নিয়ত তায় সংসার সকল।
নিখিল জগত সদা পূজয়ে আমায় ;
যোভ্ সহ দেবগণ তুচ্ছ তুলনায়।
এতেক কহিল বজ্রী। ত্রিদশ নিকর,
ভয়ে জড়সড়, নারে করিতে উত্তর।
কাঁপিয়া অমরকুল নীরবে দাঁড়ায়।
কহিলেন জ্ঞানেশ্বরী কাতর ভাষায় ;
অনাদি, অচিন্ত্যশক্তি ! পূজ্য দেবতার !
হে পিতঃ ! বিদিত মোরা মহিমা তোমার।
না চাহি রক্ষিতে নরে ; দেহ অনুমতি
করিতে রোদন, হেরি' ভক্তের দুর্গতি।
তব আজ্ঞাক্রমে অস্ত্র না ধরিব আর,
হেরিব নয়নে মাত্র গ্রীকের সংহার।
করিব মন্ত্রণা দান প্রিয় গ্রীকদলে,
নতুবা মরিবে তারা তব ক্রোধানলে।
এ হেন প্রার্থনা তাঁর করিয়া স্বীকার,
বজ্রধর দিবেশ্বর হাসিল এবার ;
তুরঙ্গ নিকরে পরে করেন আহ্বান ;
অম্বর চরণাঘাতে হয় কম্পমান।
ধাবিল বরূথী সহ তুরঙ্গ নিকর ;
পিত্তল রচিত ক্ষুর, সুবর্ণ কেশর—
নির্ম্মল স্বর্গীয় হেম ! সাজিল ঈশ্বর
সমুজ্জ্বল সাজে যেন দীপ্ত দিবাকর।
রাজে বজ্রী রথোপরে ; দ্রুত অশ্বগণ
ধাবিল তারকা সম উজলি' গগন।

উরে দেব, ইডাগিরি উচ্চ চূড়' পরে,
(শোভিত সুরম্য শত নির্ঝর নিকরে,)
উন্নত মন্দির তাঁর শোভিছে তথায় ;
হোমের সুগন্ধি ধূম আকাশে মিশায়।
সমুজ্বল রথ হ'তে, সুরগণেশ্বর
নামিলেন তথা ; (মুক্ত তুরঙ্গ নিকর)।
সুনীল কুয়াসা ঢাকে তুরগ নিকরে।
বসিলেন বজ্রী এবে অভ্ররাশি 'পরে।
সর্ব্বদর্শী নেত্র তাঁর সে স্থান হইতে,
নগর, শিবির, সিন্ধু, লাগিল হেরিতে।
আহারে নিবারি' ক্ষুধা গ্রীক চমূচয়,
পরিল ত্বরিত পুনঃ বর্ম্ম ধাতুময়।
সাজিল ট্রয়ের সেনা, বিরষ অন্তরে,
পিতা মাতা দারা পুত্র রক্ষণের তরে ;
খুলিল তোরণ-দ্বার ; চলে বীরদল ;
বাহিনী আঁধারময় করে রণস্থল।
দ্রুত তুরঙ্গম, রথ ধরণী কাঁপায় ;
সিংহনাদে বীরকুল গগন ফাটায়।
মিলে উভদল এবে করি' হুহুঙ্কার ;
বাজে ঢাল ; বর্ষা রোধে গতি বরষার।
বাহিনী বাহিনী পানে চলিছে ধাবিয়া ;
ছুটিছে সায়ক জাল বিকট গর্জ্জিয়া।
বিজিত বিজেতা দোঁহে করিছে চীৎকার ;
মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ, আনন্দ জেতার।
প্রবল শোণিত-স্রোতে মগ্ন রণস্থল ;
বাড়ায় তরঙ্গ হত বীরেশ সকল।

যাবৎ কিরণ-ধারা প্রভাত-তপন,
বিশাল অবনী' পরে করে বরিষণ,
যুযুৎসু অনীককুল মরে অনিবার ;
সমভাবে উভ সেনা স্রাবে রক্ত-ধার।
আকাশের মধ্যদেশে উঠিলে তপন,
ধরে মানদণ্ড যোভ্ জগত-কারণ,
রচিত কনকে : দেব স্থাপিয়া তাহায়
উভদল-ভাগ্যফল, তুলেন ত্বরায়।
গুরু ভাবে গ্রীক-শিক্যা ঝুলিয়া পড়িল
ধরা'পরে ; ট্রোজানের আকাশে ঠেকিল।
ইডা হ'তে যোভ্ দেব করেন তর্জ্জন ;
গ্রীক'পরে ঘনঘটা আবরে গগন।
ঝকিল বিত্যুল্লতা ; নাদিল অশনি।
গ্রীসীয়ের পরাক্রম হরে বজ্রপাণি।
কাঁপে পরমাদ গণি' অনীক নিকর ;
দেবেশের কোপানলে জ্বলিছে অম্বর।
এ দৃশ্য হেরিতে নারে নির্ভয়হৃদয়
ইডোমিনিয়স্ ; কাঁপে এজাক্স উভয়।
পলায় সেনানীপতি গ্রীক্-রাজেশ্বর ;
রহে মাত্র এ বিপদে স্থবির নেষ্টর্।
রহে অনিচ্ছায় বৃদ্ধ ; পারিসের শর
গর্জ্জি' রথ তুরগের বিন্ধে কলেবর ;
সুশাণিত লৌহবাণ ললাটে লাগিয়া
বাহিরিল সুবিশাল শিরস ভেদিয়া।
তেজস্বী তুরঙ্গ হেন গুরু যাতনায়,
সঞ্চালন করে পদ উন্মত্তের প্রায়।

ত্বরিত কৃপাণ বৃদ্ধ করিল ধারণ,
ছেদিবারে মৃতপ্রায় অশ্বের বন্ধন,
হেন কালে হেক্‌টর বীরেন্দ্র-কেশরী,
ক্রোধে আক্রমিল রথ সিংহনাদ করি'।
আজি সুনিশ্চয় হেন বীর অরি-করে,
পশিত পিলিয়া-পতি শমন-নগরে;
হেরিলেন ডায়োমেড্‌; ত্বরিত ধাবিয়া,
উলেসিসে উচ্চ রবে কহেন ডাকিয়া;
ওহে ভীরু উলেসিস্‌! পলাও কোথায়?
কেন লেয়ার্টিস্‌-কুলে জনমিলে হায়!
কহ, কি মরিতে এবে করিছ বাসনা,
শত্রু-শরে বিদ্ধপৃষ্ঠ, হায়! কি লঞ্জনা?
ফের ত্বরা; রক্ষ বীর! করি' প্রাণপণ,
অরি-রাহু-মুখে গ্রীস্‌ গৌরব-তপন!
বিফল হইল তাঁর এ হেন আহ্বান;
উলেসিস্‌ তরী মাঝে করিল পয়ান!
বীর টিডাইডিস্‌ বৃদ্ধে করিতে উদ্ধার,
একাকী অররু মাঝে ধাবিল এবার।
রথ হ'তে লম্ফ দিয়া পড়িয়া ধরায়,
সভয়ে কাতর ভাবে কহিল রাজায়;
সমর অসমসহ, বিপদ-জড়িত;
যুবা শত্রুগণ আর্য্য! জিনিবে নিশ্চিত।
নাহি আছে এবে তব পূর্ব্ব পরাক্রম;
দুর্ব্বল সারথি তব, ক্লান্ত তুরঙ্গম।
উঠ তাত! শীঘ্রতর মম রথ' পরে,
যোজিত ট্রসের অশ্ব, সুদক্ষ সমরে।

ফিরিতে থামিতে দেখ শিক্ষিত কেমন,
নির্ভয়ে অরাতি-দলে করে আক্রমণ।
পূর্ব্বে ইনিয়স্ ইহা করে অধিকার।
হে আর্য্য ! আপন রথ কর পরিহার।
এস দোঁহে আরোহিয়া হেন রথ' পরে,
আক্রমিব রণদক্ষ বীরেন্দ্র হেক্টরে।
অসমসাহসী অরি সমরে দুর্ব্বার,
নারিবে করিতে সহ্য বরষা আমার।
এত কহে বীর ; সুধী নেষ্টর তাহায়,
দিয়া অভিমতি, রথে আরোহে ত্বরায়।
ত্যজে নিজ হয়ে বৃদ্ধ ; ধরে সেইক্ষণ,
বীর স্থিনিলস্, দর্পী ইউরিমিডন্।
স্থবির সারথি হ'য়ে রশ্মি ধরি' করে,
করিলেন কশাঘাত অশ্ব-পৃষ্ঠ' পরে।
আক্রমে হেক্টরে দোঁহে ; নেষ্টর চালায়
দ্রুত অশ্বে ; টিডাইডিস্ বরষা ঘূরায়।
প্রখর নারাচ তাঁর বক্রগতি হ'য়ে,
পশিল ইনিয়োপুস্ সারথি-হৃদয়ে।
রশ্মি কর হ'তে তাঁর খসিয়া পড়িল ;
পড়ে হত বীর ; অশ্ব পশ্চাতে হটিল।
সক্ষোভে হেক্টর হেরি' সূতের পতন,
দিতে যুক্ত প্রতিশোধ করিল মনন।
বলী আর্কিটোলিমস্ কুমার-আজ্ঞায়,
উঠি' রথে অশ্ব-রশ্মি ধরিল ত্বরায়।
জ্বলিল এবার ঘোর সমর-অনল।
প্রাকারের পাশে ভীত ট্রয় সেনাদল,

ভাসে শোণিতের স্রোতে। ত্রিদিব-ঈশ্বর
ত্যজিলেন বজ্র রোষে ; কাঁপিল অম্বর।
ঝলসিল টিডাইডিস্-আঁখি সৌদামিনী ;
আলোকে আলোকময় হইল মেদিনী।
পড়ে ভূমে ভয়ে ভীত তুরঙ্গ নিকর ;
মহাজ্ঞানী নেষ্টরের কাঁপে কলেবর ;
ত্যজিল প্রবীণ রশ্মি ; হইয়া বিদিত
দেবকোপ, ডায়োমেডে করে সতর্কিত ;—
হে বীরেশ ! অমানুষ সাহস তোমার ;
মম উপদেশে রণ কর পরিহার।
আজি প্রতিকূল যোভ্ জগত-কারণ
রক্ষেন হেক্টরে ; গ্রীকদর্প অকারণ।
অন্য দিন গ্রীক্‌দল প্রসাদে তাঁহার
সমর, হে মহারথ ! জিনিবে আবার।
অনন্ত ঈশ্বর-ইচ্ছা কে করে খণ্ডন ?
যোভের তুলনে তুচ্ছ নরবীরগণ !
মহোদয় ! (টিডাইডিস্ করিল উত্তর,)
পূজ্যপাদ তুমি, জ্ঞান অতীব প্রখর !
স্মরিতে এ কথা হৃদি বিদরিছে হায় !
হাসিবে হেক্টর্, হেরি' পলা'তে আমায় !
এ হেন ভীষণ লাজ নহে যতক্ষণ,
গ্রাসগো অবনি ! মম কামনা এখন।
উত্তরিল পিলিয়ার স্থবির ভূপাল,—
তব দর্প ওহে বীর ! খ্যাত চিরকাল।
নিন্দুক হেক্টর ; বাক্য কে শুনে তাহার ?
বিদিত ডার্ডান্‌দল বীরত্ব তোমার।

নারিবে নিন্দিতে ট্রয়; তব পরাক্রমে,
বিষম যাতনা তার জাগিছে মরমে;
ফ্রিজিয়ার ম্লানমুখী বিধবা ললনা,
স্রাবি' অশ্রুধারা, তব ঘোষে বীরপণা!
এত কহি' নেস্‌টর্‌ ত্বরিত চালায়
দ্রুত অশ্বগণে; রথ বায়ু-বেগে ধায়।
উল্লাসে ট্রোজানদল করে জয়ধ্বনি;
পশ্চাতে নারাচ গর্জ্জে যেন কাল ফণী।
সুগম্ভীর কণ্ঠরবে কাঁপায়ে অম্বর,
কহে ধাবমান বীরে বীরেন্দ্র হেক্টর;
ত্বরিত হে মহারথ! কর পলায়ন,
পূজে তব শৌর্য্য তরে গ্রীক্‌ বীরগণ!
স্বদেশীয়-মাঝে আর না র'বে গৌরব;
অন্তরে অবলা; মাত্র বীর-অবয়ব!
ধ্বংসিতে প্রাকার দৃঢ়, দহিতে নগরে,
হরিতে ট্রয়ের চারু সুন্দরী নিকরে,
পূর্ব্ব আশা, ওহে ভূপ! বিফল তোমার;
বীরেন্দ্র হেক্টর-করে নাহি রক্ষা আর।
হেন বাক্যে গ্রীক্‌ বীর আরক্তনয়ন,
থামাতে অশ্বের গতি করিল মনন।
ফিরে শূর তিন বার; যোভ্‌ বজ্রধর,
তিন বার হানে বজ্র ইডা'গিরি'পর।
শুনিল হেক্টর রথী; আলোক হেরিল,—
(জয় চিহ্ন); সেনাদলে এবে উৎসাহিল;—
শুন বাক্য মম ওহে ট্রয়-সেনাদল!
অসমসাহসী! রণদক্ষ মহাবল!

নিজ নিজ বীর-যশঃ করহ স্মরণ ;
স্মর, ধরে কত বল পূর্ব্ব-পিতৃগণ।
শুনিয়াছ বজ্রনাদ ? ট্রয়ের এবার
শুভ দিন ; গ্রীক্‌দল হ'বে ছারখার।
প্রাকার-পশ্চাতে গ্রীক্ পলায় বৃথায় ;
দুর্ব্বল প্রাচীর ! ভূমে পড়িবে ত্বরায়।
উলঙ্ঘি' পরিখা, ট্রয়-রণ-তুরঙ্গম,
হরিবে গ্রীসের ধন, দর্প, পরাক্রম।
ঐ শোভে পোতশ্রেণী বারিধি উপর,
আক্রমিব উল্কা করে হে বীর নিকর !
দহিব অনলে ; দিক হ'বে ধূমময় ;
সমূলে গ্রীসীয় দল পাইবে বিলয়।
এতেক কহিল রথী ; হেলি' যুগ'পরে,
আশ্বাসিল অতঃপর তুরগ নিকরে ;—
হে জ্যান্থস্ ! ল্যাম্পস্ ! ইথন্ ভীষণ !
হয়শ্রেষ্ঠ পোডার্গিস্ ! কর আক্রমণ।
চল দ্রুতবেগে ; ভয় কর পরিহার ;
পেলেছি যতনে, তার দাও পুরস্কার।
চারু অশ্বশালা মাঝে, এ হেন আশায়,
নিজ করে রাজপুত্রী আহার যোগায়।
মদিরায়, প্রিয়া মম, এ হেন কারণে,
সিক্ত করে শস্যরাশি সদা সযতনে।
চল বেগভরে ধরা করি' প্রকম্পিত ;
হরি নেষ্টরের ঢাল সুবর্ণ-খচিত।
ঐ যে উরস্ত্র দেব-শিল্পির রচন,
বিনাশিয়া টিডাইডিসে করিব হরণ।

হেন ঢাল, বর্ম্ম যদি করি অধিকার,
সমগ্র গ্রীসীয়ে আজি করিব সংহার।
ক্ষোভে জুনো (বীর-মুখে শুনি' এ উত্তর,)
কাঁপালেন সিংহাসন ; কাঁপিল অম্বর;
নেপ্‌চ্যুনে কহিল দেবী ;—ওহে জলেশ্বর !
তব দর্পে ধরাতল কাঁপে থরথর !
হেরিয়া এ অত্যাচার গ্রীসীয় উপরে,
নাহি কি উপজে রোষ তোমার অন্তরে ?
এখনো হেলিসি, ইজি অর্চ্চিছে তোমায় ;
নানা উপহারে তব বেদি শোভা পায়।
একত্র মিলিলে গ্রীস্-দেবতা সকল,
কি পারে করিতে দেব ! যোভ্ মহাবল ?
সুর-পরিত্যক্ত ঈশ বসিয়া বিজনে,
করিবেন অশ্রুপাত ট্রোজান-নিধনে !
চল হে জলধিপতে ! ত্বরা রণস্থলে ;
জ্বতু বজ্র ! সংহারিব ট্রয়-সেনাদলে।
ক্রোধে দর্পী নেপ্‌চ্যুন্ করিল উত্তর ;—
বুঝিনু হে দেবি ! ক্ষিপ্ত তোমার অন্তর !
না যুঝি ঈশের সনে ; দিববাসিগণ
কাঁপে থরথরি', যোভ্ করিলে তর্জ্জন !
এবে হেক্‌টর রথী, অমর-প্রতিম,
লভি' দেবেশের বলে প্রতাপ অসীম,
চালান ট্রয়ের সেনা অসংখ্য সবল ;
রথবাজি ঢালরাজি ছায় রণস্থল।
গভীর গ্রিসীয়খাত পরিখা বেষ্টিয়া,
দাঁড়ায় অনীককুল সঘনে গর্জ্জিয়া।

অতীব ভীষণ দৃশ্য ! মশাল উজল,
শোভে করে দহিবারে অরি-তরীদল।
জুনোর আদেশে এবে রাজরাজেশ্বর,
আশ্বাসি' স্বদলে ভ্রমে শিবির ভিতর।
উত্তোলিয়া রাজচিহ্ন, বসন ধূমল,
দ্রুতপদে সেনা মাঝে ধায় মহাবল।
মধ্যতরী মাঝে ভূপ করি' আরোহণ,
কহে উচ্চে ;—উলেসিস্ করিল শ্রবণ ;
একিলিস্ এজাক্সের পোত শোভা পায়
দূর দেশে ; উচ্চরব প্রবেশে তথায় ;
কি লজ্জা, আর্গিভ্‌গণ ! (কহে রাজমণি,
ঘোর রবে, তরীকুল করে প্রতিধ্বনি,)
কহ কোথা এবে সেই পূর্ব্ব অহঙ্কার,
হেলায় ধ্বংসিবে দৃঢ় ট্রয়ের প্রাকার ?
আমোদ-সময়ে সুরাপাত্র ধরি' করে,
কর দর্প পরাজিতে শত বীরবরে ;
এবে এক বীর গ্রীকে সমূলে মজায় !
সে গর্ব্ব, রে ভীরুগণ ! এখন কোথায় ?
বিপদ-বারণ যোভ্ ! করুণা-নিদান !
কে আছে অসুখী ভূপ আমার সমান ?
বৃথা পরাক্রম মম, বৃথা সুবিচার,
ঘৃণ্য আমি, প্রজাকুল মজিল এবার।
পূজিয়াছি তোমা সর্ব্ব বারিধির তীরে ;
রঞ্জিত সমগ্র বেদী পশুর রুধিরে।
অনলে বৃষের বসা করেছি অর্পণ,
পাপময় ট্রয়দেশ বিনাশ-কারণ।

নাহি চাহি অন্য, ওহে করুণা-নিদান !
কাল হেক্টরের করে কর পরিত্রাণ !
কৃতাঞ্জলিপুটে এবে কহিছে কাতরে,
কর রক্ষা এ বিপদে গ্রীসীয় নিকরে !
এত কহে নরবর ক্ষোভ-ক্ষুণ্ণমতি ;
অধীর হইল যোভ্ জগতের পতি ;
শুভ চিহ্নে প্রসন্নতা করে প্রদর্শন ;
রক্ষিতে গ্রীসীয়ে ঈশ করিল মনন !
প্রেরেন ঈগলে দেব, স্বর্গ-বিহঙ্গম,
(শুভচিহ্ন) নখে বিদ্ধ শিশু কুরঙ্গম।
কাতরে অনীককুল অর্চ্চিছে ঈশ্বরে ;
উড্ডীন বিহগবর মস্তক উপরে ;
নিক্ষেপিল হত মৃগে বেদীর নিকটে ;
অপার আনন্দ গ্রীক-হৃদয়ে প্রকটে।
হেরি' শুভচিহ্ন সেনা সাহসে মাতিয়া,
পুনঃ আক্রমিল ট্রয়ে বিকট গর্জ্জিয়া।
রথে রথী টিডাইডিস্ প্রথমে সবার,
গভীর গ্রীসীয় খাত উলঙ্ঘি' এবার,
আক্রমে আরাতিদলে, যেন প্রভঞ্জন ;
রুধিরে রঞ্জিত তাঁর নারাচ ভীষণ।
যুবা এজিলস্ (ফ্রাড্‌মনের তনয়,)
পলায় ফিরায়ে রথ সশঙ্ক-হৃদয় ;
গ্রীসীয় বরষা তাঁর বাজে পৃষ্ঠদেশে ;
গর্জ্জিয়া ভীষণ অস্ত্র উরসে প্রবেশে।
পড়ে রথী ভূমে ; বর্ম্মে উঠিল নিক্কন ;
ভূমে ঠেকি' গুরু ঢাল বাজিল ভীষণ।

ধায় গ্রীক্-স্রোত প্লাবি' অরাতিনিচয় ;
প্রথমে এট্রুস্-সুত, এজাক্স্ উভয় ;
বীরেন্দ্র মেরিয়নিস্ যেন রণেশ্বর,
দেবসম ইডোমেন ধায় তার পর।
ইভীমন্-সুত দর্পে ছুটিল সমরে ;
পরিশেষে টিউসার্ ধনুঃ ধরি' করে।
ভ্রাতার বিশাল ঢালে ঢাকি' নিজ কায়,
সুশিক্ষিত ধনুর্দ্ধারী চারিভিতে চায় ;
প্রতিশরে বলশালী অরাতি নাশিয়া,
পুনঃ সপ্ততল ঢালে প্রবেশিছে গিয়া,
যথা সুকুমার শিশু, যবে ভয় পায়,
জননীর ক্রোড়-মাঝে ত্বরিত লুকায়।
এরূপে এজাক্স্ বীর রক্ষি' সহোদরে,
ভ্রমিছে ভ্রাতার সহ, ঢাল ধরি' করে।
শরাঘাতে টিউসার নাশে অগণন ;
পড়ে ওর্মিনস্, অর্সিলোকস্ ভীষণ।
দেবসম লিকোফন্ পড়ে অতঃপর ;
হত ক্রোমিয়স্, ওফিলেষ্টিস্, ডিটর।
নির্ভয় হেনোপেয়ন্ পরাণ হারায় ;
রক্তাক্ত মেলানিপস্ পড়িল ধরায়।
ঘোষিছে বিজয় তাঁর শব-সমুচ্চয় ;
প্রতিশরে প্রেত-আত্মা আবির্ভূত হয়।
এরূপে ধ্বংসিছে ধন্বী অরি অগণন ;
হেরি' পুলকিত অতি এগামেম্নন্।
হে যুবক ! (স্নেহভরে কহে নরবর,)
এরূপে অরাতি সনে যুঝে নিরন্তর।

মাতিবে দৃষ্টান্তে তব গ্রীসীয়ের মন ;
পিতার সুপুত্র তুমি, দেশের ভূষণ !
জনমিলে বিদেশীয়া রমণী-জঠরে,
জনকের যশোরাশি বিস্তারের তরে।
লভি' হেন সুতে পিতা গর্ব্বিত যেমন,
সুধিতেছে পিতৃঋণ তেমতি নন্দন !
শুন বীর ! মম পণ ; ঈশের কৃপায়,
ট্রয়ের প্রকার যদি ভূতলে লুঠায়,
চারু উপহার, সর্ব্ব বীরের গোচরে,
অর্পিব হে ধনুর্ধর ! তব প্রীতি তরে।
সুবর্ণ ত্রিপদ, * কিংবা রথ মনোহর,
যোজিত সমরপ্রিয় তুরঙ্গ নিকর ;
কিংবা অরিনারী, তব অভিলাষ যায়,
হেন বীরপনা তরে অর্পিব তোমায়।
    উত্তরিল ধনুর্ধর, আশ্বাস অপরে ;
প্রজ্বলিত বহ্নি ভুপ ! মম এ অন্তরে।
প্রতিশরে অরি বীরে করিয়া বিনাশ,
ধরি কত বল, আজি করিব প্রকাশ।
নগরে ট্রোজানগণে দিব খেদাইয়া ;
বিন্ধিব শাণিত শরে হেক্টরের হিয়া।
অষ্ট তীর ধনুঃ হ'তে নির্গত আমার,
অষ্ট মহাবল বীরে করেছে সংহার।
বিপক্ষ অমর কোন, বুঝিনু নির্ঘাত,
বিনাশিতে ট্রয়দর্পে দিতেছে ব্যাঘাত।

* ত্রিপদ—বলীপ্রদানার্থ তিনপদবিশিষ্ট চৌকি।

টঙ্কারিল ধনুঃ বীর ; তীক্ষ্ণ প্রহরণ
ছুটিল হেক্টরপানে গর্জ্জিয়া ভীষণ।
বৃথা লক্ষ্য ! খর শর বক্রগতি হ'য়ে,
প্রবেশিল গোর্গিথিও বীরের হৃদয়ে ;
(সুন্দরী কেষ্টিয়ানীরা, দেবী তুলনায়,
প্রায়ামের রাজবংশে প্রসবে তাঁহায়।)
যথা অহিফেন বৃক্ষ প্রবল আসারে,
লুঠায় সুন্দর শির ক্ষেত্রের মাঝারে ;
তেমতি পড়িল যুবা ; বদন সুন্দর,
বিলুণ্ঠিত হয় দৃঢ় বক্ষের উপর।
তীক্ষ্ণ শর ধনুর্দ্ধর নিল পুনর্ব্বার ;
বিষধর সম অস্ত্র ছুটিল আবার।
ফিবস্ সঞ্চালি' কর ফিরায়ে তাহায়,
অরিত্রাস হেক্টরের জীবন বাঁচায় ;
আর্কিটোলিমস্-হৃদে লাগিল গর্জ্জিয়া ;
বাহিরিল পুনঃ শ্বেত পক্ষ সুরঞ্জিয়া।
পড়ে সূত ভূমে ; বর্ম্মে উঠিল নিক্কন ;
সহসা চমকে ভয়ে তুরঙ্গমগণ।
সারথির হেন দশা নয়নে হেরিয়া,
ব্যথিত হইল অতি হেক্টরের হিয়া।
বরুথী সেব্রিয়নিসে করি' সমর্পণ,
নামিলেন ভূমে ট্রয়-গৌরব-তপন।
নাদিল বিকট বীর : প্রকাণ্ড পাষাণ
ধরি' করে, ধন্বীপানে হয় ধাবমান।
অকস্মাৎ ধনুর্দ্ধর বিকট গর্জ্জিয়া,
তূণ হ'তে তীক্ষ্ণ শর লইল টানিয়া ;

ক্রোধে মত্ত গ্রীক বীর ত্যজিতে তাহায়,
আকর্ণ টানিয়া গুণ, কার্ম্মুক নোঙায়।
ট্রয়ের গৌরবরবি মহাক্রোধ ভরে,
নিক্ষেপে প্রস্তর এবে মণিবন্ধ'পরে।
প্রবল অঘাতে দৃঢ় শিঞ্জিনী ছিঁড়িল ;
কর হ'তে বক্রধনুঃ খসিয়া পড়িল।
শায়িত ভূতলে ধন্বী ; এজাক্স এবার,
সুবিশাল চর্ম্মে তনু আবরে ভ্রাতার।
এলাষ্টর্, মিসিস্থুস্ ত্বরিত ধাবিয়া,
চলিল বারিধিতীরে আহতে লইয়া।
ট্রয়ের সমরিগণে, জগত-কারণ,
নব বল, নব বীর্য্য করেন অর্পণ।
পলায় প্রাকারপাশে গ্রীসীয়নিকর,
কিংবা দলবদ্ধ পড়ে পরিখা ভিতর।
অগ্রেতে হেক্টর, যেন ভয় মূর্ত্তিমান,
চলে ঘোর সিংহনাদে কাঁপায়ে বিমান।
কেশরীর আক্রমণে কুকুর যেমতি,
ভ্রমে সতর্কতাসহ ব্যাকুলিত অতি,
ত্যজিয়া সম্মুখভাগ পশ্চাতে দাঁড়ায়,
ফিরে যদি সিংহ, পুনঃ পশ্চাতে পলায় ;
এরূপে গ্রীসীয়গণ ফিরে অনিবার ;
বীরেন্দ্র হেক্টর বহু করেন সংহার।
এরূপে অসংখ্য বীর ত্যজিল জীবন।
উলঙ্ঘি' পরিখা এবে গ্রীক্‌সেনাগণ,
পরিহরি' জীবনাশা, তরিশ্রেণীধারে,
দাঁড়াইয়া সুরগণে স্মরিল কাতরে।

ডাকিল ঘর্ঘরে রথ ; আসিল হেক্টর ;
জ্বলিছে গর্গন্ সম নয়ন প্রখর।
কাঁপিল গ্রীসীয়দল ; সমুজ্বলকায়,
মার্স রণেশ্বর সম বীরেশ দাঁড়ায়।
গ্রীসের দুর্গতি হেরি', ত্রিদশ-ঈশ্বরী,
কহিলেন রণেশীরে অশ্রুপাত করি' ;—
অয়ি সুলোচনে দেবি ! জ্ঞান-বিধায়িনি !
বজ্রধর দিবেশ্বর যোভের নন্দিনি !
এবে গ্রীক্‌গণ, (সীমা নাহি দুর্দ্দশার !)
মোদের সাহায্য কিলো নাহি পা'বে আর ?
অসংখ্য গ্রীসীয় বীর হেন রণস্থলে,
ভস্মীভূত হ'বে আজি দেব-কোপানলে ?
এক বীর হায় ! সর্ব্বে করিবে নিধন !
অসংখ্য নিহত, কত মরিবে এখন !
নিবারে হেক্টরে, কহ, হেন সাধ্য কার ?
গর্জ্জে বীর ; গ্রীক্‌সেনা হ'ল ছারখার !
এত কহি' দিবেশ্বরী ক্ষোভে উচ্ছ্বাসিল ;
মৃহরবে সুলোচনা রণেশী কহিল ;—
আর্গিত্ বীরের অস্ত্রে বিভিন্নহৃদয়,
হে দেবি ! হেক্টর রথী মরিত নিশ্চয় ;
কিন্তু দিবেশ্বর যোভ্ করি' পক্ষপাত,
মোসবার অভিলাষে দিতেছে ব্যাঘাত।
প্রবল প্রতাপী ঈশ, হৃদি বজ্রসার,
বিস্মৃত এখন মম পূর্ব্ব উপকার।

---

* হার্কুলিস্।

এ হেতু কি প্রিয় পুত্রে * রক্ষিনু যতনে,
বাঁধে যবে অরিস্থূস্ কঠিন বন্ধনে ?
স্রাবি' অশ্রু যাচে বীর কাতর ভাষায় ;
ত্যজি' দিবলোক, অস্ত্র অর্পিনু তাহায়।
জানিতাম যদি হেন ফল বিষময়,
প্রবেশিল বীর যবে প্লুটোর আলয়,
ত্রিশিরা কুক্কুরে কভু নারিত বাঁধিতে ;
পারিত কি ভীম প্রেতনদী উত্তরিতে ?
তুষিতে থিটিসে, মোর করি' অপমান,
ইঙ্গিতে কাঁপান বজ্রী বিশাল বিমান।
প্রদানিতে যশঃ ক্রূর তনয়ে তাঁহার,
মম প্রিয় গ্রীকে দেব করেন সংহার।
নিশ্চয় কহিনু, যোভ্ কিছুকাল পরে,
অর্পিবে প্রণয় চারু থিটিসের পরে।
হে দেবি ! আহ্বান রথ, চলহ সত্বর ;
রণসাজে তব পাশে কাঁপা'ব অম্বর।
বীরেন্দ্র হেক্টর রথী, অয়ি দিবেশ্বরি !
(গ্রীসীয় নিকর-ত্রাস, মানব-কেশরী,)
রণবেশে হেন দুই দেবী নিরখিয়া,
না হ'বে কি হীনপ্রভ অন্তরে কাঁপিয়া ?
এ হেন ট্রোজান্ বীর না দেখি ধরায়,
অমর, অমিতবল দেবে না ডরায় !
থামে দেবী ! জুনো অশ্ব যোজেন যতনে,
বিষম বিষাদে, রোষে আরক্ত নয়নে।
রণেশী পালাস্ দেবী ত্বরিত এবার,
সুচারু অবগুণ্ঠন করে পরিহার।

উজল সুন্দর সাজ রচিত স্বকরে,
শোভে এবে দেবেশের গৃহতল প'রে।
দিব্য অস্ত্রাবলী তাঁর দেহে শোভা পায়;
যোভের কবচ বক্ষঃ উজলে আভায়।
উঠিল ভীষণা দেবী বরুথী উপরে;
সুতীক্ষ্ণ ভীষণ ভল্ল শোভে চারু করে,
প্রকাণ্ড, অতীব গুরু! পরাক্রম তার,
নিমেষে ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে সংহার!
দিবেশ্বরী হানে কশা; ধায় অশ্বগণ;
ছটায় অমর রথ উজলে গগন।
খুলিল স্বর্গের হৈম সুবিশাল দ্বার,
দ্রুতগামী হোরাকুল প্রহরী তাহার।
সতত সতর্ক ভাবে তারা পরে পরে,
রবির গমন-পথ, দিব রক্ষা করে।
স্বরগের সুবিশাল অক্ষয় দুয়ার,
মেঘেতে আবৃত হ'য়ে শোভে অনিবার।
খুলে দ্বার, ঘনচয় দুই পাশে সরে;
দিব ত্যজি' মর্ত্তে দোঁহে চলে বেগভরে।
ইডাচূড় হ'তে যোভ্ করি' বিলোকন,
নিদেশিল আইরিসে, তর্জ্জিয়া ভীষণ;—
থমাণ্টিয়া! যাও শীঘ্র, নিবার দোঁহায়;
হেন সাধ্য কার, জিনে জগত-পাতায়?
তথাপি যদ্যপি উভে অভিলষে রণ,
অবশ্য বচন মম হইবে পূরণ।
চক্রতলে অশ্বগণ হইবে পেষিত;
কোটিখণ্ডে দিব্য রথ হ'বে বিচূর্ণিত।

এই যে কুলিশ মম, ফেলিবে দোঁহায়,
উগারি' অনলরাশি, অচিরে ধরায়।
ছিন্ন ভিন্ন দেহে, বজ্র-আঘাতে ভীষণ,
হ'বে দশ বর্ষকাল, করিতে রোদন।
তা হ'লে উচিত শিক্ষা মিনার্ভা লভিবে;
পিতার অবাধ্য আর কভু না হইবে।
ভীষণা কোপনা জুনো বনিতা আমার,
মম সহ বাদে তাঁর আছে অধিকার।
ত্বরা শক্রধনু-দেবী, সম সমীরণ,
ত্যজি' ইডা-গিরিশৃঙ্গ আরোহে গগন;
অলিম্পস্-দীপ্ত দ্বারে, ধাবিয়া সত্বর,
হেরিল বিমান চলে আলোকি' অম্বর।
বরূথীর গতি দেবী করি' নিবারণ,
ঈশের নিদেশ দোঁহা করিল জ্ঞাপন;—
একি দেবি! অবহেলি' জগতপাতায়,
করিছ কি কার্য্য আজি পাগলিনী প্রায়?
ক্ষান্ত হও, আজ্ঞা তাঁর করহ পালন;
অবশ্য ঈশের ইচ্ছা হইবে সাধন।
ভীষণ কুলিশ তাঁর ফেলিবে দোঁহায়,
উগারি' অনলরাশি অচিরে ধরায়।
চক্রতলে অশ্বকুল হইবে পেষিত;
কোটি খণ্ডে দীপ্তরথ হ'বে বিচূর্ণিত!
ছিন্ন ভিন্ন দেহে, বজ্র-আঘাতে ভীষণ,
দীর্ঘ দশ বর্ষকাল করিবে রোদন!
তা হ'লে উচিত শিক্ষা মিনার্ভা লভিবে;
পিতার অবাধ্য আর কভু না হইবে।

ভীষণা কোপনা জুনো বনিতা তাঁহার ;
ঈশসহ বাদে বটে আছে অধিকার ;
কিন্তু কহ, কি সাহসে, কি ভাবিয়া মনে,
যুঝিতে উদ্যতা আজি পরমেশ সনে ?
এত কহি' আরোহিয়া বায়ুরাশি'পরে,
চলে দেবী ; কহে জুনো কাতর-অন্তরে ;—
অয়ি সুলোচনে দেবি! জ্ঞানবিধায়িনি !
বজ্রধর দিবেশ্বর যোভের নন্দিনি !
কি কাজ অবনীবাসী তুচ্ছ নরতরে,
জ্বালিয়া রোষ-অনল ঈশের অন্তরে ?
কেহ বা নির্জ্জীত, কেহ জয়শীল অতি,
মরুক, জীউক যার যেমন নিয়তি !
ঈশের বিধান দেবি ! ব্যাপ্ত বিশ্বময় ;
কদাচ তাহার নাহি হ'বে বিপর্য্যয়।
এতেক কহিয়া দেবী, পাবক-বরণ
দিব্য অশ্বগণে পুনঃ ফিরান তখন।
ব্যগ্রভাবে হোরাকুল মোচি' তা'সবায়,
কনকের পাত্রে দিব্য আহার যোগায়।
অশ্বগণ শ্রান্তি দূর করে অশ্বাগারে ;
আবদ্ধ রহিল রথ স্ফটিক-প্রাকারে।
ম্লানমুখে দেবীদ্বয় ব্যথিত লজ্জায়,
বসিলেন হেমাসনে অমর-সভায়।
পরিহরি' ইডা এবে কুলিশ-ধারণ,
যেতে অলিম্পস্'পরে করেন মনন।
মুহূর্ত্তেকে, যথা চিন্তা কিংবা ক্ষণপ্রভা,
স্বরগে আরোহে রথ অনলের প্রভা।

নেপ্‌চ্যুন্ বন্ধনমুক্ত করি' অশ্বগণে,
যথাস্থানে দিব্য রথ স্থাপেন যতনে।
অক্ষয় বরূথী স্বর্গ উজলে আভায়,
শুভ্র আবরণে দেব আবরিল তায়।
সর্ব্বশক্তিমান আদি অখিলের পতি,
বসিলেন হৈমাসনে সমুজ্জ্বল অতি।
পদদ্বয় সুবিশাল গগন ব্যাপিল;
সমুন্নত অলিম্পস্ সঘনে কাঁপিল।
দাঁড়া'লেন নতশিরে দূরে দেবীদ্বয়,
নীরবে, ঈশের কোপে সশঙ্ক হৃদয়।
বুঝি' দেবীভাব যোভ্ কহিল বচন,—
হে জুনো! পালাস্! ক্ষোভ কর কিকারণ?
ত্বরা যুদ্ধ হ'বে শেষ; ট্রয়ের নগর,
তোমাদের অভিশাপে মজিবে সত্বর।
কে জিনে সে জনে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান?
অজেয় অক্ষয় আমি অমর-প্রধান।
দিবেশে করিবে বাধ্য হেন সাধ্য কার?
নহে সুরলোকবাসী বলী দেবতার!
ধরি যদি অস্ত্র আমি, কাঁপিবে সঘনে;
অমরের বলবীর্য্য লুপ্ত সেইক্ষণে!
কহিনু যে বাক্য ইহা ফলিবে নিশ্চয়;
না পালে আদেশ মম সেই দুরাশয়,
না পা'বে আশ্রয় আর সুরগিরি'পরে,
দেবকুলচ্যুত হ'বে চিরদিন তরে।
জুনো ও পালাস্ ক্ষোভে হইল মগন;
দমিলেন দুঃখ স্মরি' ট্রয়ের পতন।

জ্বলে মিনার্ভার হৃদে ক্রোধের দহন ;
বুদ্ধিমতী দেবী তায় করিল দমন ;
কিন্তু জুনো রোষভরে করিল উত্তর ;—
কি কহিলে অত্যাচারী অমর-ঈশ্বর ?
বাহুবলে আধিপত্য করিবে স্থাপন ;
দণ্ডদাতা তুমি, মোরা করিব রোদন।
বিষম আক্রোশ তব গ্রীসের উপর
অসহায়, সেই ক্ষোভে কাঁদি নিরন্তর।
ত্যজেছি সমরক্ষেত্র আদেশে তোমার ;
সবিষাদে হেরি সদা ভক্তের সংহার।
আশ্বাসিব, দেহ আজ্ঞা, প্রিয় গ্রীকদলে,
নতুবা পুড়িবে সবে তব ক্রোধানলে।
নীরবিল দেবী ; বজ্রী করেন উত্তর,
অশনি প্রতাপে যাঁর কাঁপায় ভূধর ;—
যেমনি অরুণ-কর প্রকাশিবে আজ,
সাজিবে সমরসাজে অমরের রাজ।
লক্ষ লক্ষ আর্গিভ্ হইবে নিহত ;
বৃথা বাক্যব্যয় তব, কাঁদিবে নিয়ত !
হেক্টর দহিবে তরী বলী মম বলে ;
খেদাইবে চারিদিকে গ্রীকবীরদলে,
যাবৎ না, (ভাগ্যদেব প্রসন্ন আবার !
শুনি' একিলিস্ পেট্রোক্লসের সংহার,
আসিয়া সমরে, বন্ধু-বিরহ-কাতর,
করিবেক অস্ত্রবৃষ্টি ট্রোজান উপর।
এ হেন অদৃষ্ট-গতি, না পার রোধিতে
তব ক্রোধ দলবল কি পারে করিতে ?

যাও ধরাপ্রান্তে, যদি বাসনা তোমার,
যথায় জলধি ঘোর গর্জ্জে অনিবার,
যথা সেটারন্, এপিটস্ দুষ্টমতি,
গভীর নিরয় মাঝে করিছে বসতি।
নাহি হরে রবি তার গাঢ় অন্ধকার;
নাহি তথা সুশীতল সমীর সঞ্চার।
ধরে যদি অস্ত্র পুনঃ টিটেনীয়গণ,
বৃথা সজ্জা! মম ইচ্ছা হইবে সাধন।
অতল বারিধিমাঝে ডুবিল তপন;
প্রগাঢ় আঁধারে ধরা হইল মগন।
রবির বিরহে ট্রয়সেনা বিষাদিত;
হেরি' নিশাগম গ্রীক অতি পুলকিত।
ট্রোজান্ রক্ষিছে ক্ষেত্র; বিজয়ী হেক্টর,
তরীপাশে বীর-সভা রচিল সত্বর।
সভ্যসহ চলে বীর স্কামাণ্ডার-তীরে,
সে স্থান পূরিত নহে মৃতের শরীরে।
সমবেত বীরগণ নামিয়া ধরায়,
রাজপুত্র হেক্টরের চৌদিকে দাঁড়ায়।
শোভিছে কুমার-করে বরষা প্রখর,
দশহস্ত-পরিমিত, অতি ভয়ঙ্কর;
অয়স-নির্ম্মিত তার বিশাল ফলক
সতত ঝলসি' আঁখি, করে ঝকমক।
করিয়া নির্ভর বীর হেন বর্ষা 'পরে,
হেলিয়া সম্মুখে কহে সমরি-নিকরে;—
শুন হে ট্রোজান্ সেনা! শুন হে ডার্ডান্!
মিত্র সেনাদল! বাক্য কর অবধান।

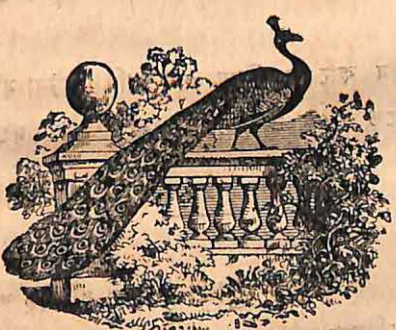
আজি গ্রীক-তরী-শ্রেণী পুড়িত অনলে ;
শিবির দলিত হ'ত ট্রয়-পদতলে ;
রক্ষিবারে ভীরুদলে, প্রগাঢ় আঁধার
ব্যাপিল ধরণী ; গ্রীক্ আশ্রিল প্রাকার।
রাখহ নিশার মান ; অর্পহ এখন
খাদ্য অশ্বগণে ; শ্রম কর নিবারণ।
ত্বরিত নগর হ'তে আনহ প্রচুর
মেষ বৃষ ভক্ষ্যবস্তু, মদিরা মধুর।
জ্বালহ অসংখ্য অগ্নি উজলি' আকাশ,
ভাতুক অঙ্গন যেন রবি-পরকাশ।
বর্দ্ধিত করহ বহ্নি অর্পিয়া ইন্ধন,
যাবৎ গগনে পুনঃ না উদে তপন ;
পাছে গ্রীক্ অন্ধকারে, নিশীথ-সময়ে,
পলায় বারিধি-পারে পোতশ্রেণী ল'য়ে।
অক্ষত শরীরে যেন দুষ্ট অরিগণ,
না পারে করিতে পুনঃ তরী আরোহণ।
দীর্ঘ চিহ্ন, ফ্রিজিয়ার নারাচে ভয়াল,
প্রতিশত্রু-গাত্রে যেন রহে চিরকাল ;
সেবিবে বনিতা বহু হেন ক্ষত তরে,
সন্ততি সতর্ক হ'বে ট্রয়ের সমরে।
ভ্রমিয়া প্রাকারশোভী নগর ভিতর,
ঘোষণা করুন উচ্চে ঘোষক-নিকর,—
মাননীয় বৃদ্ধবর্গ, নবযুবাগণ,
নগরের দুর্গশ্রেণী করিবে রক্ষণ ;
জাগুক প্রহরী,—যবে দূরে সেনাদল ;
প্রাকারে আলোক দিক পুরিকা সকল ;

গাঢ় অন্ধকারে পাছে বুঝি' অবসর,
আক্রমণ করে অরি শূন্যিত নগর।
এই সব কার্য্য আজি করহ সাধন,
নব কর্ম্মে নিয়োজিব উদিলে তপন।
দেব-অনুগ্রহে, আমি কহিনু নিশ্চয়,
গ্রীক্ শত্রু-হস্ত হ'তে উদ্ধারিব ট্রয়।
কুক্ষণে গ্রীসীয় দল হয় সিন্ধু পার,
ইলিয়মে শাকুনির হইতে আহার!
রাত্রে চিন্তামাত্র সাধারণের কুশল;
কল্য উষা আলোকিলে ধরণীমণ্ডল,
প্রতিসেনা দৃঢ় বর্ম্ম ধরি' কলেবরে,
মৃতকল্প অরি সহ মাতিবে সমরে।
হেক্টর্, টিডাইডিস্ সংগ্রামে এবার,
দিবে পরিচয় ভাগ্য গুরুতর কার।
কল্য প্রাতে, (হায়! ত্বরা পোহাও শর্ব্বরি।)
হরিব সর্ব্বস্ব তাঁর জয়ধ্বনি করি'।
এই তীক্ষ্ণ বর্ষা তাঁর ভেদিবে হৃদয়;
স্রাবিবে শোণিত বীর শত্রু সমুদয়।
নিশ্চয় ফলিবে ইহা; বৃদ্ধদশা হায়!
কিংবা মৃত্যু নারে যদি লঙ্ঘিতে আমায়,
কে ক'বে গৌরব মম! হইব পূজিত
পালাসের সম, রবিতুল্য পরিচিত!
রজনী-প্রভাতে যত গ্রীক্ দুষ্টমতি
মজিবে; হইবে দূর ট্রয়ের দুর্গতি।
এতেক কহিল রথী। হৃষ্ট বীরদল
কাঁপাইল সাধুবাদে বারিধির জল।

বিমোচিল প্রতি রথী অশ্বের বন্ধন;
রথপাশে অশ্বাগার করিল রচন।
ত্বরিত কিঙ্করকুল পশিয়া নগরে,
মদ্য মাংস আদি অন্ন আনে থরে থরে।
প্রজ্বলিত হোমানল উজলে গগন;
দেবলোকে ধূমরাশি বহে সমীরণ।
হেন পূজা দেবতার প্রীতিকরী নয়,
অধীর্ ধ্বংসিতে ট্রয় অমর-হৃদয়।
ট্রয়েশ প্রায়াম্ নহে কৃপার ভাজন;
অধার্ম্মিক বংশে ঘৃণা করে দেবগণ।
মাতিয়া উল্লাস-নীরে বসে সেনাদল।
দীপ্ত বহ্নি আলোকিত করে রণস্থল।
যথা যবে নিশাপতি কনকের ভাস,
সাজায় নির্ম্মল করে সুনীল আকাশ;
না নড়ে সমীরে যবে চঞ্চল সাগর;
মেঘলেশ নাহি হয় নয়ন-গোচর;
বেড়িয়া বিমল ইন্দু ভ্রমে গ্রহগণ;
অসংখ্য তারকামালা উজলে গগন;
পীতের আভাস পড়ে তরুশিরোপর;
কনকের রঙে সাজে পর্ব্বত-শিখর;
ঝকে উপত্যকা-রাজি, ক্ষুদ্র গিরিচয়;
অতুল সুষমা সর্ব্ব গগনে উদয়;
কৃষক বিমলাকাশ নয়নে হেরিয়া,
প্রশংসে সুধাংশু-করে হরিষে ভাসিয়া;
তেমতি জ্বলিল ক্ষেত্রে অসংখ্য অনল;
রঞ্জিল উজলা ছটা জ্যান্থসের জল।

অনল সমগ্র ক্ষেত্র করি' আলোময়;
সুদীর্ঘ প্রাকার-গাত্রে প্রতিভাত হয়।
সহস্র পাবককুণ্ড দীপ্ত একবারে,
বিনাশিল তামসীর প্রগাঢ় আঁধারে।
প্রতিকুণ্ড রক্ষে পঞ্চাশৎ বীরবর;
অনল-প্রভায় বর্ম্ম ঝকে নিরন্তর।
খায় হয়কুল শস্য হ্রেসারব করি';
প্রভাত প্রতীক্ষা করে উৎসুক সমরী।

অষ্টম কাণ্ড সমাপ্ত।



নবম কাণ্ড।

একিলিসের নিকট দূত প্রেরণ।

বিষয়।

শেষ দিবসের পরাজয়ের পর এগামেম্‌নন্, গ্রীক্‌দিগকে যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে গমন করিতে পরামর্শ দেন। ডায়োমেড্ তাহাতে বাধা দেন, এবং নেষ্টর্ তাঁহার বুদ্ধি ও অভিসন্ধির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি প্রহরী বৰ্দ্ধিত করিতে এবং বিপদে কর্ত্তব্যতা অবধারণের জন্য সভা করিতে অনুমতি করেন। এগামেম্‌নন্ তাঁহার মন্ত্রণা-অনুসারে কার্য্য করেন, এবং নেষ্টর্ পুনশ্চ একিলিস্‌কে শান্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। উলেসিস্ এবং এজাক্স্ নির্ব্বাচিত হন; এবং ফিনিক্স্ তাঁহাদের সঙ্গে গমন করেন; তাঁহারা প্রত্যেকেই অনুরোধ ও কারুণ্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন; কিন্তু একিলিস্ তৎসমুদায় অগ্রাহ্য করিয়া ফিনিক্স্‌কে আপনার শিবিরে রাখেন। অকৃতকার্য্য দূতদ্বয় শিবিরে প্রত্যাগত হইলে গ্রীকেরা নিদ্রাসুখ অনুভব করেন।

(নবম ও দশম কাণ্ডের বিষয় এক রাত্রির ঘটনা মাত্র,—গ্রন্থ আরম্ভ হইবার দিবস হইতে এই রাত্রি সপ্তবিংশতিতম। দৃশ্য—গ্রীক্-অধিকৃত বারিধি-তীরে।)

সতর্কে ট্রোজান্ সেনা যপিছে শর্ব্বরী;
ভীষণা আশঙ্কা পলায়ন-সহচরী,
গ্রিকের সম্মুখভাগে বিকট তর্জ্জনে,
করে নৃত্য; বীর-হৃদি কাঁপিছে সঘনে!

যথা ত্যজি' ঘনাগার, ভীম প্রভঞ্জন,
উত্তর-পশ্চিম দিক করি' প্রকম্পন,
ধায় দর্পে থ্রেসিয়ার উপকূল'পর ;
উথলে গভীর-নাদে ইজীয় সাগর ;
সবেগে তরঙ্গকুল হয় আন্দোলিত ;
নানা চিন্তাবেগে তথা গ্রীক্ বিষাদিত।
এগামেম্নন্, গ্রীক্-রাজ-কুলপতি,
এ হেন বিপৎপাতে ব্যাকুলিত অতি।
নিজে গিয়া কহে ভুপ ঘোষক নিকরে,
অনুচ্চে ঘোষিতে যত ভুপতি গোচরে,
হইতে একত্র ত্বরা ; সবে সেই ক্ষণে,
বেড়িল নরেশবরে বিষণ্ণবদনে।
দাঁড়াইল নেতৃভাগ-মাঝে নরবর ;
গণ্ডদেশে অশ্রুধারা ঝরে দর দর ;
গণ্ডগিরিশৃঙ্গ হতে নীরবে যেমতি
প্রবাহিত হয় ধীরে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী।
আধস্ফুট স্বরে ভুপ বিষাদ-মগন,
উচ্ছ্বাসিয়া মুহুর্মুহুঃ কহিল বচন ;—
শুন ওহে গ্রীক্‌দল! সমরের বল!
তোমাদের ক্লেশে কাঁদে অন্তর কেবল!
ঈশের বিচার দেখি' হ'য়েছি নিরাশ ;
বৃথা ভবিষ্যৎবাণী করিনু বিশ্বাস!
ধ্বংসিয়া শত্রুর দেশ হয়ে পুলকিত,
নিরাপদে দেশযাত্রা ছিল অঙ্গীকৃত ;
ধন মান যশঃ লজ্জা করি' পরিহার,
রক্ষিতে পরাণ এবে পলায়ন সার!

যোভের নির্ব্বন্ধ ইহা, ইচ্ছায় যাঁহার,
পতন রাজ্যের কিংবা সুদূর বিস্তার।
নির্ম্মূল করেন তিনি নরের বিশ্বাস।
বহু দেশ, সেনাদল পাইছে বিনাশ।
স্বদেশ-গমনে সবে হও হে তৎপর,
পরিহরি' হেন রণক্ষেত্র ভয়ঙ্কর।
ত্বরা গ্রীক্! তরীযোগে কর পলায়ন;
জয়-সম্ভাবনা আর না আছে এখন!
এত কহে নরাধিপ; গ্রীসীয়-নিকর,
নীরব, চকিত, নারে করিতে উত্তর।
বীরেন্দ্র টিডুস্-সুত, এ হেন সময়,
ঘূরায়ে নয়নযুগ, নরবরে কয়;
এ হেন মন্ত্রণা শুনি' সেনানী-নেতার,
উদিত বিষম লাজ অন্তরে আমার!
বিরুদ্ধে কহিব বাক্য, না রুষ রাজন্!
কদাপি অন্যায্য নহে মম এ বচন।
একমাত্র তুমি ভুপ! প্রথমে সবার,
রণক্ষেত্রে অপযশঃ রটেছ আমার।
কুপিল বান্ধব মম, পরুষ বচনে;
সাক্ষী গ্রীক্‌গণ; সেনা শুনেছে শ্রবণে।
যশোদাতা সুরগণ, ওহে গ্রীসপতি!
করেছেন তোমা মাত্র অর্দ্ধেক ভুপতি।
দিয়াছেন তাঁরা রাজদণ্ড, প্রভুবল;
অতীব বিশাল রাজ্য ব্যাপ্ত জলস্থল;
কিন্তু সে আশঙ্কাহীন নির্ম্মল অন্তর,
নাহি দিল তোমা, যাহে বশ্য চরাচর।

কহ ভুপ! এই কি হে নেতার করম,
ভেদিতে প্রদর্শি' ভয় সেনার মরম?
হতাশ হৃদয়ে গ্রীক্ করে অবস্থান,
পলাই যদ্যপি মোরা,—তব অপমান!
না চাও গৌরব, রণ কর পরিহার,
সমুদ্র নিকটে তরী স্থাপিত তোমার।
যুঝিবে গ্রীসীয়দল করি' প্রাণপণ,
ট্রয়দেশ ধ্বংসময় নহে যতক্ষণ।
পলায় যদ্যপি গ্রীক্, একাকী এখন,
বিনাশিব ট্রয়, কিংবা ত্যজিব জীবন।
স্থিনিলস্ সহ মিলি করিব সমর;
রক্ষিবে সতত দোঁহা ত্রিদশ-ঈশ্বর।
নিরস্ত হইল বীর। গ্রীসীয়-নিকর,
উল্লাসে প্রশংসা তাঁর করে পরস্পর।
উঠিয়া নেষ্টর্ সুধী মহাজ্ঞানবান্
কহে বাক্য : বীরকুল করে অবধান;—
হে বীর! অর্পিল তোমা অমর নিকর,
অসীম দৈহিক বল, উন্নত অন্তর।
তব সাহসের কভু না আছে তুলন;
মন্ত্রণা তোমার সদা গ্রাহ্য মহাত্মন্!
জ্ঞানবান তুমি; তব মহদাচরণে,
না ধরে প্রশংসাবাদ গ্রীকের বদনে।
পার গঞ্জিবারে তুমি ভূপতি নিকরে,
বলিবারে সত্য বাক্য, শূর নাহি ডরে।
লভেছ অদ্ভুত জ্ঞান! বয়সে এখন,
নহ যোগ্য নেষ্টরের কনিষ্ঠ নন্দন!

কহিব সে বাক্য এবে ধীরভাগ-পাশ,
বিশাল মানসে তব যাহা অপ্রকাশ।
দিবে উপদেশ বৃদ্ধ; বাঞ্ছা মম নয়,
নিন্দি বীরগণে, ভেদি ভূপতি-হৃদয়।
ধরার কণ্টক সম সেই নীচ জন,
বৃথা ধন জন তার, কলুষিত মন,
নাহি জানে শান্তিসুখ তিলেকের তরে,
দুর্বৃত্ত রাক্ষস যার উল্লাস সমরে;
হিংসিতে মানবে যার সদা অভিলাষ,
অন্তরঙ্গ, স্বদেশের করে সর্ব্বনাশ!
সতর্কে বিশ্রামে সেনা যাপুক শর্ব্বরী;
পরিখা-প্রাকার মাঝে জাগুক প্রহরী।
এ কার্য্যে নিযুক্ত হ'ক যুবক নিকর;
ত্বরিত বৃদ্ধের সভা রচ নরবর!
রাজেশ্বর তুমি, সীমা নাহি ক্ষমতার;
যুঝিবে বীরেন্দ্র দল আদেশে তোমার।
অর্পহ থ্রেসীয় সুরা আমন্ত্রিতগণে;
না খুলে মনের ভাব মদিরা বিহনে।
মত্ত অবস্থায়, হেন বিপদ সময়,
জ্ঞানময়ী সুমন্ত্রণা প্রকাশিতা হয়।
দেখহ অসংখ্য অগ্নি জ্বলে ক্ষেত্র'পর!
পোতশ্রেণী পানে ক্রমে হয় অগ্রসর।
নিরখি' আলোক নহে ভীত কোন্ জন?
কে পারে বিরাম-আশে মুদিতে নয়ন?
বিভাবরী-অবসানে জানিও নিশ্চয়,
মজে গ্রীক্, কিংবা ট্রয় হয় ধ্বংসময়!

নিরস্ত এতেক কহি' স্থবির-প্রবর;
বাহিরিল দ্রুতপদে প্রহরিনিকর;—
অতিক্রম করে আগে তনয় তাঁহার,
রণদক্ষ থ্রাসিমেড্, প্রাকারের দ্বার;
পশ্চাতে এস্কেলাফস্, ইল্মেন্ ভীষণ,
দাঁড়ায় সদর্পে উভে রণেশ-নন্দন;
ডিপিরস্, এফেরুস্ ধায় অতঃপর,
লিকোমেড্, ক্রিয়নের বলী বংশধর;
চলে রণবেশে শেষে বীর মেরিয়ন্;
সপ্তনেতা, শত বর্ষী শাসে প্রতিজন।
জ্বালে বীরদল বহ্নি; করে অল্পাহার;
পরিখা রক্ষয়ে কেহ, কেহ বা প্রাকার।
মাননীয় গ্রীসাধিপ এগামেম্নন্,
আমন্ত্রিল রাজগণে শিবিরে আপন।
রসনার তৃপ্তিকর সরস আহারে,
সযতনে নরবর তুষিল সবারে!
সুধীকুল অগ্রগণ্য স্থবির নেষ্টর্
উঠি' ধীরে ধীরে বাক্য কহে অতঃপর;—
হে সম্রাট্! সমবেত গ্রীক্ রাজগণ,
নতশিরে আজ্ঞা তব করে সম্পাদন।
বিশাল সাম্রাজ্যভার সদা তব 'পর;
তব অনুগ্রহবলে জীবে লক্ষ নর!
মম বাক্য, হে নরেশ! কর অবধান;
সতত কামনা করি তোমার কল্যাণ।
জ্ঞানোচিত বাক্য, তব কর্ত্তব্য রাজন্!
কহিতে সভায়, শুনা অন্যের বচন।

কার্য্যের পরীক্ষা ভূপ ! উচিত তোমার ;
করিবে সতত, যাহে কুশল প্রজার।
যদি উপদেশ দান করে নীচ জন,
না হও কুপিত, জ্ঞান করিবে অর্জ্জন।
শুন মম মনোভাব, এ হেন সময়,
সহসা হে ভূপ! মম মানসে উদয়।
যবে বঞ্চি' পেলিডিসে করিলে গ্রহণ
নারী-রত্ন, আগে আমি করি নিবারণ ;
কিন্তু তুমি ক্রোধে মত্ত, অতীব দর্পীত,
লাঞ্ছিলে সে জনে, দেবনর-প্রশংসিত।
ত্বরা কোপ-শান্তি তাঁর করহ এবার,
স্তুতিবাদে, কিংবা অর্পি রম্য উপহার।
কহিল নরেশ ;—সর্ব্ব বুঝিনু এখন ;
অবশ্য পালিব আর্য্য ! তব এ বচন।
যে জনে প্রসন্ন যোভ্ জগত-নিদান,
শতেক বাহিনী নহে সে বীর সমান !
বর্দ্ধিতে তাঁহার মান, ত্রিদশের পতি
যুঝে রণে ; তেঁই মম আজি এ দুর্গতি !
আচরিণু রোষাবেশে অতি কুকরম,
করিব যাহাতে হয় রোষ উপশম।
যদি শান্ত হয় শূর লয়ে উপহার,
শুন ওহে গ্রীকৃগণ! প্রতিজ্ঞা আমার ;—
দশটী বৃহৎ তোড়া কনক-পূরিত ;
বিংশ পুষ্পপাত্র চারু সুকারু-রচিত ;
সাতটী ত্রিপদ নব শোভার আধার,
অনর্পিত তদুপরি দেব-উপহার ;

তেজস্বী দ্বাদশ অশ্ব খ্যাত বেগতরে,
যথা সমীরণ, সদা বিজয়ী সমরে;
(অধিকরে যে সুভগ হেন তুরঙ্গম,
ধরাতে সম্পদ তার সদা অনুপম !)
সপ্ত লেস্‌বিয়া-বংশসম্ভবা বন্দিনী,
নানা কারুকর্ম্মে দক্ষা, চারু-নিতম্বিনী;
লেস্‌বস্ যবে বীর করে অধিকার,
বিমুগ্ধ মানস মম রূপে তা'সবার।
অর্পিব এ সব তাঁর সন্তোষ কারণ,
সহ সে বিবাদ-হেতু কুমারীরতন;
ত্যজিনু সে সুভাষিণী বিস্রিস্ সুন্দরী;
ধরম প্রমাণ, তায় স্পর্শ নাহি করি।
অদূষিতা সেই সাধ্বী যুবতী এখন;
অদ্যাবধি মম পাশে না করে শয়ন।
অর্পিনু এখনি তাঁয়; যদি দৈববলে,
ট্রয়ের প্রাকার গ্রীক্ দলে পদতলে,
বিবিধ লুণ্ঠিত দ্রব্য, (বিভাগ সময়,)
সুবর্ণ-পিত্তলে পূর্ণ হ'বে তরীচয়।
তা'ছাড়া বিংশতি ট্রয়-নবীনা ললনা,
সতত সেবিবে তাঁয়, আয়তলোচনা।
মোহিত হইবে বীর রূপে তা'সবার,
মোহিনী হেলেনা মাত্র পাত্রী তুলনার !
শুন কহি আরবার; ট্রয় ধ্বংস করে',
হই যদি প্রত্যাগত আর্গস্ নগরে,
যত্নে সুতসম তাঁয় করিব পালন;
হ'বে অরিষ্টিস্ সম স্নেহের ভাজন।

আছয়ে প্রাসাদে মম তিনটী নন্দিনী,
জিনি' সুধাকর-কান্তি, মধুরহাসিনী,
লোডিসী, ইফিজেনিয়া সৌন্দর্য্যে চপলা,
রূপসী ক্রিসোথেমিস্ সুচারু কুন্তলা।
করুন গ্রহণ যায় ধায় তাঁর মন;
কন্যারত্ন দান হেতু নাহি ল'ব পণ।
করিব যৌতুক দান, এহেন প্রকারে,
জনক কদাচ নাহি অর্পে দুহিতারে।
সাতটী প্রদেশ তাঁর পালিবে শাসন,
বিশাল ইনোপি, ফিরি নগর শোভন,
রম্য কার্ডেমেলি তুঙ্গ গুম্বজ শোভিত,
পূত পিডেসস্, দ্রাক্ষা হেতু পরিচিত,
সুচারু ইপিয়া দেশ, হিরা শোভাকর,
সমৃদ্ধ এন্থিয়া পুষ্পপূর্ণ নিরন্তর;
পিলস্ মাঝারে হেন দেশ সমুদায়,
উর্ব্বর বারিধিতীরে অতি শোভা পায়।
চরিছে গোপাল তথা, নানা শস্যে ভরা,
সাহসী মানব, ভূমি অতীব উর্ব্বরা।
নির্ব্বিঘ্নে করুন বীর রাজত্ব তথায়;
বেষ্টিত সামন্তগণ পূজিবে তাঁহায়।
মিত্রতা আশায় সর্ব্ব করিনু প্রদান;
ইথে ক্রোধানল তাঁর হইবে নির্ব্বাণ।
ভীম প্লুটোদেব তার করেন দুর্গতি,
কঠিন-হৃদয় যেই না শুনে মিনতি;
বসেন তিমিরময় নরকে ভীষণ;
অমর-অধম বলি' ঘৃণে নরগণ।

বীরের উচিত মম রাখিতে সম্মান,
গ্রীস-অধীশ্বর আমি, বয়সে প্রধান।
নিরস্ত হইল ভূপ। কহেন নেষ্টর,—
ধন্য এগামেম্নন্! নরেশ-প্রবর!
অর্পিতে ভূপতি-সুতে হেন উপহার,
যুক্ত তব সম মহা প্রতাপী রাজার!
দক্ষ প্রতিনিধিগণে প্রেরহ অচিরে,
(নির্ব্বাচিব আমি,) পেলিডিসের শিবিরে।
ফিনিক্স্ সুধীর সহ করুন গমন,
বীরেন্দ্র এজাক্স্, ইথেকস্ বিজ্ঞজন;
প্রমাণিতে বাক্য তব প্রেরহ তথায়,
হোডুস্, উরিবিটিস্ ধার্ম্মিক দোঁহায়।
যোভ্ কাছে, যা'তে সিদ্ধ হয় এ কামনা,
নীরবে পবিত্র দেহে করহ প্রার্থনা।
দিল অভিমতি সবে। প্রণিধি সকল
আনে অঙ্গধৌত হেতু নির্ঝরের জল।
সেই ক্ষণে দেবতার করিতে তর্পণ,
সুরাতে পুরিল পাত্র যত যুবগণ।
সমাধা হইল ক্রিয়া; প্রেরিত নিকর
করিয়া অশন পান, বাহিরে সত্বর।
নিরখিয়া তাঁ'সবায় নেষ্টর্ ধীমান,
কুপিত করিতে বীরে করে সাবধান।
উলেসিসে বিজ্ঞবর দিল উপদেশ,
করিতে যাহাতে হয় দুর্গতির শেষ!
চলিল আঁধারে সবে; নীরব সকল,
ঘোর নাদে বারিনিধি গর্জ্জিছে কেবল।

ধরিত্রীর চন্দ্রহার রত্নাকর-পতি
অমর নেপ্‌চ্যুন্-পদে করিয়া প্রণতি,
কাতরে প্রেরিত-দল করিল প্রার্থনা,
কর শান্ত একিলিসে, পূরাও কামনা।
এবে উপনীত সবে বারিধীর তীরে,
পূরিত সে স্থান মার্মিডনের শিবিরে;
অমর-প্রতিম বীরে দেখিল নয়নে,
বাজান মোহিনী বীণা প্রফুল্লিত মনে;
(রজতরচিতা হেন বীণা শোভাকরী,
লভিলেন বীরবর থিব্ জয় করি')
হেন যন্ত্রে, শমিবারে নিজ অভিমান,
বীরকুল-যশোরাশি করিছেন গান।
এক মাত্র পেট্রোক্লস্ শিবির ভিতরি,
শুনেন একান্ত মনে সঙ্গীত-লহরী;
বসিয়া সম্মুখভাগে করে অবধান,
নহে যতক্ষণ তাঁর গীত-অবসান।
পশিল শিবিরে এবে গ্রীক্‌দূতগণ
অলক্ষিতে; অগ্রে উলেসিস্ বিজ্ঞজন।
সসম্ভ্রমে একিলিস্, হেরি' তাঁ'সবায়,
ত্বরিত ত্যজিয়া বীণা, উঠিয়া দাঁড়ায়।
উঠে সবিস্ময়ে মেনিটিয়স্-তনয়।
ধরি' কর পেলিডিস্ ধীরে ধীরে কয়;—
স্বাগত মহাত্মাগণ! হেথা আগমন,
কোন্ প্রয়োজনে? কিবা ভয়ের কারণ?
পশহ নির্ভয়ে, নহ অরাতি আমার,
যদিও গ্রীসীয়! তবু ভাজন শ্রদ্ধার।

এতেক কহিয়া বীর, লয়ে তাঁ'সবায়,
আপন শিবিরে রম্য আসনে বসায় ;
কহিলেন,—পেট্রোক্লস্ ! মদিরা অর্পণে,
তুষহ ত্বরিত পূজ্য আগন্তুকগণে।
সমগ্র সেনানীমাঝে গ্রীসীয় সেনার,
প্রিয় এঁরা মম, সখে! বান্ধব তোমার।
থামে বীর। পেট্রোক্লস্ হ'য়ে ত্বরান্বিত,
বহ্নি'পরে পাকপাত্র করেন স্থাপিত।
বৃহৎ পিত্তলপাত্র অতি শোভাকর,
শোভিত হইল পক্ক মাংসে বহুতর।
নিজ করে একিলিস্ দেবীর নন্দন,
দিল অভ্যাগতগণে করিয়া বণ্টন।
অবিলম্বে পেট্রোক্লস্ বৰ্দ্ধিল অনল ;
শিবির ভাতিতে তার হইল উজল।
মনোসুখে বীরকুল শরীর তাপায়।
শয্যা সযতনে বীর রচিল ত্বরায় ;
নিবারিল অনলের ধূম-উদ্গীরণ,
ছড়ায়ে উপরে তার পবিত্র লবণ।
আনে অন্নপূর্ণপাত্র কিঙ্কর নিকর ;
অর্পেন সবায় মেনিটিয়স্-কোঙর।
বসি' উলেসিস্-পাশে, করেন অশন
দেবীসুত ; কুলপ্রথা করে সম্পাদন ;
পেট্রোক্লস্, অগ্রভাগ, তুষিতে অমরে,
নিক্ষেপিল শুদ্ধচিতে অনল ভিতরে।
বিবিধ সম্মানলাভে পুলকিত মন,
প্রতি বীর পরিমিত করিল অশন।

ফিনিক্সে, এজাক্স বীর বুঝিয়া সময়,
করেন সঙ্কেত ; পানপাত্র হেমময়
ভরিয়া সুরায়, উলেসিস্‌ বিজ্ঞজন
কহিলেন দেবীসুতে সম্বোধি' তখন ;—

স্বস্তি একিলিস্‌ ! কভু এ হেন সম্মান,
আট্রাইডিস্‌ ভূপ না করে প্রদান !
পূরিত প্রাচুর্য্যে যথা ভাণ্ডার তোমার,
তেমতি হে মহাবীর ! গ্রীসের রাজার ;
কিন্তু ক্লিষ্ট গ্রীকদল গুরু চিন্তাভারে ;
আহার বিহার তাহা শমিতে না পারে !
হায় ! কি ভীষণ দৃশ্য সমর-অঙ্গনে !
কাঁদি মৃততরে, চিন্তি জীবিত-রক্ষণে।
মরে গ্রীক্‌দল, আর না দেখি নিস্তার ;
তুমি বিনা বীরবর ! কে করে উদ্ধার ?
বিদেশি-সাহায্যলাভে ট্রয়সেনাগণ,
গ্রীকের প্রাকার এবে করেছে বেষ্টন।
শুন, অরি সিংহনাদে কাঁপায় অম্বর ;
অনলে গ্রীসীয় পোত দহিবে সত্বর !
সুপ্রসন্ন শত্রু প্রতি জগত-কারণ ;
কাঁপায় গ্রীকের হিয়া কুলিশ ভীষণ !
যোদ্ধ্-বলে বলবান বীরেন্দ্র হেক্টর,
নাহি ডরে কোন শূরে এ মহী ভিতর ;
ফিরিছে চৌদিকে, মুখে বিকট তর্জ্জন ;
জ্বলিছে বিদ্যুৎ সম যুগল নয়ন !
হুতাশনে, অবসান হইলে নিশার,
পোতশ্রেণী সহ গ্রীক্‌ হ'বে ছারখার !

স্বদলের পরিণাম অন্তরে ভাবিয়া,
শতধা বিদীর্ণ মম হইতেছে হিয়া !
তবে কি এ ট্রয়দেশে, হে অমরগণ !
মহাবল গ্রিক্‌দল হারা'বে জীবন ?
চল একিলিস্ ! ক্রোধ কর পরিহার ;
মৃতপ্রায় যোধগণে রক্ষহ এবার।
বিষম বিদ্বেষ রোষ ঘোর অভিমান,
দমন করহ এবে, হে বীর-প্রধান !
হেরিয়া সমরশায়ী স্বদেশীয়গণে,
অবশ্যই অশ্রু তব ঝরিবে নয়নে !
এখনো সময় আছে, হে দেবীকুমার !
পাল উপদেশ তব ধীমান পিতার।
রাজেন্দ্র পিলুস্ তোমা ধরি' বক্ষঃ'পরে,
কহেন বিদায়কালে, স্নেহময় স্বরে ;—
"অসীম সাহস বল, হে প্রিয়নন্দন !
পারেন মিনার্ভা, জুনো করিতে অর্পণ ;
লভিবে সম্মানরাশি আশীষে আমার,
কোপন স্বভাব বৎস ! কর পরিহার।
গৌরব, বিনীতভাবে লভিবে অতুল ;
না কর বিবাদ কভু, বিনাশের মূল !
বদনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-যুবার,
সদা র'বে সাধুবাদ তব নম্রতার।"
পিতৃবাক্য অবহেলা না কর ধীমন্ !
ঘোর ক্রোধাবেশ এবে কর সংবরণ।
বলী আট্রাইডিস্ অধিপ রাজার,
অর্পিবে সাদরে তোমা নানা উপহার।

কর অবধান ওহে অমরীকুমার !
কহি উপায়ন-দ্রব্য গোচরে তোমার ;
দশটী বৃহৎ তোড়া কনক-পূরিত ;
বিংশ পুষ্পপাত্র চারু সুকারু-রচিত ;
সাতটী ত্রিপদ নব শোভার আধার,
অনর্পিত তদুপরি দেব-উপহার ;
তেজস্বী দ্বাদশ অশ্ব খ্যাত বেগতরে,
যথা সমীরণ, সদা বিজয়ী সমরে ;
(অধিকরে যে সুভগ হেন তুরঙ্গম,
ধরাতে সম্পদ তার সদা অনুপম !)
সপ্ত লেসবিয়া-বংশ-সম্ভবা বন্দিনী,
নানা কারুকার্য্যে দক্ষা, চারু নিতম্বিনী ;
লেস্‌বস্ যবে বীর ! কর অধিকার,
বিমুগ্ধ মানস তাঁর রূপে তা'সবার !
অর্পিবে এ সব তব সন্তোষ কারণ,
সহ সে বিবাদ-হেতু কুমারী-রতন ;
ত্যজিলেন নরবর ব্রিসিস্‌সুন্দরী,
ধরম প্রমাণ, তায় স্পরশ না করি'।
অদূষিতা সেই সাধ্বী যুবতি এখন ;
অদ্যাবধি পাশে তাঁর না করে শয়ন।
অর্পিল সে নারী তোমা ; যদি দৈববলে,
ট্রয়ের প্রাকার গ্রীক দলে পদতলে,
বিবিধ লুণ্ঠিত দ্রব্য, (বিভাগ সময়,)
সুবর্ণ-পিত্তলে পূর্ণ হ'বে তরীচয়।
তা'ছাড়া বিংশতি ট্রয়-নবীনা-ললনা,
সতত সেবিবে তোমা আয়তলোচনা ;

মোহিত হইবে বীর! রূপে তা'সবার,
মোহিনী হেলেনা মাত্র পাত্রী তুলনার!
কহে পুনঃ নরবর,—ট্রয় ধ্বংস ক'রে,
হ'ন যদি প্রত্যাগত আর্গস্ নগরে,
যত্নে সুতসম তোমা করিবে পালন;
হ'বে অরিষ্টিস্ সম স্নেহের ভাজন।
আছয়ে প্রাসাদে তাঁর তিনটী নন্দিনী,
জিনি' সুধাকর-কান্তি, মধুরহাসিনী,—
লোডিসি, ইফিজেনিয়া সৌন্দর্য্যে চপলা,
রূপসী ক্রিসোথেমিস্ সুচারু-কুন্তলা;
করহ গ্রহণ যায় ধায় তব মন;
কন্যারত্ন-দান হেতু নাহি ল'বে পণ।
করিবে যৌতুক দান, এ হেন প্রকারে,
জনক কদাচ নাহি অর্পে দুহিতারে;
সাতটী প্রদেশ তব পালিবে শাসন,—
বিশাল ইনোপি, ফিরি নগর শোভন,
রম্য কার্ডেমেলি তুঙ্গ গুম্বজ-শোভিত,
পূত পিডেসস্ দ্রাক্ষা হেতু পরিচিত,
সুচারু ইপিয়া দেশ, হিরা শোভাকর,
সমৃদ্ধ এন্থিয়া পুষ্পপূর্ণ নিরন্তর;
পিলস্ মাঝারে হেন দেশ সমুদায়,
উর্ব্বর বারিধিতীরে অতি শোভা পায়।
চরিছে গোপাল তথা, নানা শস্যে ভরা,
সাহসী মানব, ভূমি অতীব উর্ব্বরা।
নির্ব্বিঘ্নে করহ বীর! রাজত্ব তথায়;
প্রণত সামন্তগণ পূজিবে তোমায়।

পরিহর অভিমান, ওহে বীরবর !
অনুতাপানলে ভূপ দগ্ধ নিরন্তর।
যদি নাহি কর গ্রাহ্য হেন উপায়ন,
নহে যদি নরবর কৃপার ভাজন,
ধর অস্ত্র ত্বরা ওহে বীরেন্দ্র-প্রধান !
রক্ষিবারে এ বিপদে গ্রীসীয়ের প্রাণ !
স্বদেশের প্রতি যদি বিরাগ তোমার,
সমরে আপন যশঃ করহ বিস্তার।
ট্রয়ের গৌরব সম বীরেন্দ্র হেক্টর,
যাঁর নামে কাঁপে ভয়ে শূরেন্দ্র নিকর,
সমগ্র গ্রীসীয় বীরে করিয়াছে জয় ;
তব করে দেবীসুত ! মরিবে নিশ্চয় !
কহে বীর,—উলেসিস্ ! শুনহ উত্তর ;
কহিব অবাধে, কভু নাহি জানি ডর।
আছয়ে যেরূপ ভাব অন্তরে আমার,
বাহিরে তেমতি, কার্য্য অনুরূপ তার !
কহ গিয়া গ্রীক্‌গণে, দৃঢ় মম পণ,
বৃথা উপাসনা, পুনঃ না হ'বে মিলন !
মুখে কহে একরূপ, অন্যরূপ মনে,
নরকের সম সদা ঘৃণি হেন জনে।
শুনহ প্রতিজ্ঞা, কহি সংক্ষেপে তোমায়,
গ্রীসাধিপ, কিংবা গ্রীক্ কি সাধ্য টলায় !
সহিয়াছি নানা ক্লেশ গ্রীসের কারণ,
সকলি নিষ্ফল ! চির নিরস্ত এখন।
কেহ যুঝে রণে, কেহ অন্তরালে রয়,
সমভাবে পুরস্কার লভয়ে উভয় !

হত কাপুরুষ সহ সাহসীর কায়,
সমভাবে রণাঙ্গনে ধূলাতে লুঠায়!
গ্রীক্‌তরে প্রাণপণে যুঝিনু কেবল,
স্রাবিনু শোণিতধারা! ফলিল কি ফল?
আপন শাবকগণে বিহঙ্গ যেমন,
পালে সযতনে, করে বিপদে রক্ষণ;
অবহেলি' ক্লেশরাশি যোগায় আহার,
কদাপি না লয় নিজে আস্বাদন তার;
অকৃতজ্ঞ গ্রীক্‌গণে রক্ষিনু তেমতি;
মম শ্রমে পায় রক্ষা, বনিতা সন্ততি।
জাগিনু বহুল নিশা অস্ত্র ধরি' করে,
দিবাভাগে রক্তধারা ঝরে কলেবরে;
লুণ্ঠিনু দ্বাদশ দেশ বারিধির তীরে;
ধ্বংসিনু দ্বাদশ ট্রয়-সাম্রাজ্যভিতরে।
দুষ্ট আট্‌রাইডিসে অর্পিনু সকল,
নানা মনোরম দ্রব্য—মম শ্রমফল!
মম সৈন্যগণে, নীচ ভূপাল তোমার,
অর্পিয়া কিঞ্চিৎ, নিজ পুরান ভাণ্ডার।
মম শ্রমার্জ্জিত ধন, সামন্ত নিকরে,
অর্পিলেন গ্রীসরাজ সম্ভাষি' সাদরে।
একাকী কেবল আমি হইনু বঞ্চিত!
এই কি প্রাধান্য মম, কার্য্যে বীরোচিত?
মম ধন উপভোগে তৃপ্ত দুরাচার:
মম পত্নীসহ তার নিশাতে বিহার!
ভূপতি ভুঞ্জুক সুখ রমণীর সনে;
ট্রয়েতে গ্রীসের রণ কহ কি কারণে?

কেন সমবেত আজি বীরসুতগণ
হেন দূরদেশে ? নহে নারী কি কারণ ?
গুণবতী যুবতীর মোহিনী মূরতি,
কহ, কি চিনেছে মাত্র এট্রস্-সন্ততি ?
যে নারীর রূপরাশি ভুলায় নয়ন,
অবশ্যই মুগ্ধ তাহে জ্ঞানী-জন-মন।
হরেছিল মম মন সে নব কামিনী ;
বাসিতাম ভাল তায়, যদিও বন্দিনী।
না চাহি লইতে তার হেন উপহার ;
ভূপবাক্যে আর নাহি প্রত্যয় আমার।
শুনিলে উত্তর মম ? যা হয় যুকতি,
করুন হে উলেসিস্ ! গ্রীসদেশপতি।
কিবা আবশ্যক মম সাহায্যে তাঁহার,
নহে কি সম্পূর্ণ এবে অভেদ্য প্রাকার ?
রচিত সুদৃঢ় দুর্গ সৈকত উপর,
পরিখা-বেষ্টিত ; তবে শক্রতে কি ডর ?
মহাবল তিনি ; ভয়-প্রদর্শনে তাঁর,
নহে কি কম্পিত তুচ্ছ প্রায়াম-কুমার ?
এককালে, (যুঝি যবে গ্রীসের কারণে)
বিরত হেক্টর বীর বীর্য্য-প্রদর্শনে।
প্রশিল প্রাকারে রথী ত্যজি' স্কিয়া দ্বার,
কম্পান্বিত-কলেবর প্রতাপে আমার !
পুনঃ আক্রমিল বীর গর্জ্জিয়া ভীষণ ;
ছিল দেবকৃপা, তাই পাইল জীবন।
পূর্ব্ব বৈরিভাব আর না আছে এখন ;
কল্য ইষ্টদেবতার করিব অর্চ্চন ;

পরে যাত্রাতরে তরী হইবে সজ্জিত ;
ক্ষেপণী হেলেস্‌পণ্ট্ করিবে ধ্বনিত।
তিন দিনে, সুবাতাসে, নেপ্‌চ্যুন-কৃপায়,
পোতশ্রেণী উপনীত হ'বে পিথিয়ায়।
আসিয়াছি ট্রয়ে সর্ব্ব করি' পরিহার ;
স্বদেশে সম্পদ-রাশি ভুঞ্জিব আবার।
সুবর্ণ, পিত্তল, লৌহ লভেছি সমরে,
শোভিবে সত্বর তথা ভাণ্ডার ভিতরে।
জিত ধনরাশি, হৃত নারীগণ সনে,
পশিব হরিষে পুনঃ আপন ভবনে।
একমাত্র উপহার অর্পি' গ্রীসপতি
নিল পুনঃ তায়—লির্ণেসিয়ার যুবতি।
কহ গিয়া উচ্চরবে দুর্ম্মতি রাজায়,
দাস গ্রীক্‌গণ যেন শুনিবারে পায় ;—
(সতত জ্ঞানাভিমানী সেই নীচমনা,
ঘৃণে নরগণে, গ্রীকে করে প্রতারণা ;
মম ক্রোধানল যদি করে উদ্দীপিত
পুনর্ব্বার ; কাল-পুরে প্রেরিব নিশ্চিত !)
কহ তা'য়, তুচ্ছ ভাবি হেন উপহার ;
সমরে সাপক্ষে তার না যুঝিব আর।
করে যদি হতমান পুনশ্চ কখন,
অবশ্য প্রতিজ্ঞা মম করিব পূরণ।
বৃথা নিন্দা,—যোভ যা'য় করিল বঞ্চিত
হিতাহিত বোধে, তা'র সর্ব্ব সম্ভাবিত !
ঘৃণিত সে উপহার ; সদা জ্ঞানবান
ঘৃণে হেন ভূপগণে ইতর সমান।

আপনার গ্রীস্‌ব্যাপী সর্ব্ব অধিকার,
অপরে বঞ্চিয়া যাহা সংগ্রহ তাহার,
সুরম্য সুবর্ণ-রাশি আঁখি-মুগ্ধকর,
সমুজ্জ্বল যাহে অর্কোমিনিয়া সহর;
মিসরের অন্তঃপাতী, শোভিত প্রাকারে,
আছে যত ধন ঋদ্ধ থিবের মাঝারে,
(সহস্র নগর থিব্ করে অধিকার,
প্রাচীরের চারি ভিতে শোভে শত দ্বার;
প্রত্যেক তোরণ দিয়া, সমর-সময়,
চারি শত অশ্বী রথী বহির্গত হয়;)
প্রচুর উৎকোচ, যা'র না হয় তুলনা,
ধূলিরাশি সহ কিংবা সিকতার কণা,
সন্ধি তরে যদি ভূপ অর্পিবারে চায়,
দুর্জ্জন-প্রদত্ত ধন, তুচ্ছ জ্ঞানি তায়।
নীচাশয় দুষ্ট গ্রীসাধিপের নন্দিনী,
না পারে হইতে কভু মম প্রণয়িনী;
যদিও ভিনস্ সম লাবণ্যে ভুলায়,
নিপুণা পালাস্ সম বিবিধ বিদ্যায়।
অন্য গ্রীক্ বীর তায় করুক গ্রহণ;
নীচবংশে নাহি করি সম্বন্ধ স্থাপন।
প্রাণ ল'য়ে যদি দেশে হই উপনীত,
করিবেন পিতা মম পত্নী নির্ব্বাচিত।
আছে থেসালিয়া-নারী শশাঙ্ক-বদনী,
যাচিয়া অর্পিবে কন্যা শতেক নৃমণি।
সদা সহবাস-সুখে সুন্দরী প্রিয়ার,
ভুঞ্জিব কুশলে মম পিতৃ-অধিকার।

স্বরাজ্যে সমর ত্যজি' চিরদিন তরে,
পালিব প্রকৃতিপুঞ্জে প্রফুল্ল অন্তরে।
স্বর্ণরাশি দানে চির না রহে জীবন ;
পিথিয়ায় এপলোর অনুপম ধন,
ট্রয়ের বিভবরাজি কে লইতে চায় ?
দিবসের পরমায়ু শ্রেষ্ঠ তুলনায়।
বিনাশিয়া বাহুবলে শত্রু সবাকারে,
হৃত স্বত্ব পুনঃ মোরা পারি লভিবারে ;
প্রাণবায়ু একবার করিলে পয়াণ,
লভে পুনর্ব্বার তায় কোন্ বলবান্ ?
মৃত্যু রণে মম, শুনি থিটিসের মুখে,
ত্যজিলে সমর কাল কাটাইব সুখে ;
যুঝিলে ট্রয়ের রণে মরিব নিশ্চয় ;
কিন্তু ইথে যশোকীর্ত্তি লভিব অক্ষয়।
যাই যদি নিজ দেশে ত্যজিয়া আহব,
হ'ব দীর্ঘজীবী ; কিন্তু না পা'ব গৌরব।
আসি' ট্রয়ে, নিজ ভ্রম বুঝিনু এখন।
মম উপদেশ যদি চাহে গ্রীক্‌গণ,
সবে মিলি' নিজদেশে চলুক্ ত্বরায়,
ত্যজি' ট্রয়, দেবকুল রক্ষা করে যায়।
রক্ষিছেন ইলিয়মে দেবতা-ঈশ্বর ;
অমরের বলে বলী ট্রোজান নিকর।
যাও তবে, মম পণ কহ গ্রীক্‌গণে ;
একত্র যুঝহ পুনঃ অরিদল সনে ;
কর হেন কার্য্য, বল-বুদ্ধির কৌশলে,
যাতে পোত, গ্রী[illegible] বাঁচে [illegible]।

আপনার গ্রীস্‌ব্যাপী সর্ব্ব অধিকার,
অপরে বঞ্চিয়া যাহা সংগ্রহ তাহার,
সুরম্য সুবর্ণ-রাশি আঁখি-মুগ্ধকর,
সমুজ্জ্বল যাহে অর্কোমিনিয়া সহর ;
মিসরের অন্তঃপাতী, শোভিত প্রাকারে,
আছে যত ধন ঋদ্ধ থিবের মাঝারে,
(সহস্র নগর থিব্ করে অধিকার,
প্রাচীরের চারি ভিতে শোভে শত দ্বার ;
প্রত্যেক তোরণ দিয়া, সমর-সময়,
চারি শত অশ্বী রথী বহির্গত হয় ;)
প্রচুর উৎকোচ, যা'র না হয় তুলনা,
ধূলিরাশি সহ কিংবা সিকতার কণা,
সন্ধি তরে যদি ভূপ অর্পিবারে চায়,
দুর্জ্জন-প্রদত্ত ধন, তুচ্ছ জ্ঞানি তায়।
নীচাশয় দুষ্ট গ্রীসাধিপের নন্দিনী,
না পারে হইতে কভু মম প্রণয়িনী ;
যদিও ভিনস্ সম লাবণ্যে ভুলায়,
নিপুণা পালাস্ সম বিবিধ বিদ্যায়।
অন্য গ্রীক্ বীর তায় করুক গ্রহণ ;
নীচবংশে নাহি করি সম্বন্ধ স্থাপন।
প্রাণ ল'য়ে যদি দেশে হই উপনীত,
করিবেন পিতা মম পত্নী নির্ব্বাচিত।
আছে থেসালিয়া-নারী শশাঙ্ক-বদনী,
যাচিয়া অর্পিবে কন্যা শতেক নৃমণি।
সদা সহবাস-সুখে সুন্দরী প্রিয়ার,
ভুঞ্জিব কুশলে মম পিতৃ-অধিকার।

স্বরাজ্যে সমর ত্যজি' চিরদিন তরে,
পালিব প্রকৃতিপুঞ্জে প্রফুল্ল অন্তরে।
স্বর্ণরাশি দানে চির না রহে জীবন;
পিথিয়ায় এপলোর অনুপম ধন,
ট্রয়ের বিভবরাজি কে লইতে চায়?
দিবসের পরমায়ু শ্রেষ্ঠ তুলনায়।
বিনাশিয়া বাহুবলে শত্রু সবাকারে,
হৃত স্বত্ব পুনঃ মোরা পারি লভিবারে;
প্রাণবায়ু একবার করিলে পয়াণ,
লভে পুনর্ব্বার তায় কোন্ বলবান্?
মৃত্যু রণে মম, শুনি থিটিসের মুখে,
ত্যজিলে সমর কাল কাটাইব সুখে;
যুঝিলে ট্রয়ের রণে মরিব নিশ্চয়;
কিন্তু ইথে যশোকীর্ত্তি লভিব অক্ষয়।
যাই যদি নিজ দেশে ত্যজিয়া আহব,
হ'ব দীর্ঘজীবী; কিন্তু না পা'ব গৌরব।
আসি' ট্রয়ে, নিজ ভ্রম বুঝিনু এখন।
মম উপদেশ যদি চাহে গ্রীক্‌গণ,
সবে মিলি' নিজদেশে চলুক্ ত্বরায়,
ত্যজি' ট্রয়, দেবকুল রক্ষা করে যায়।
রক্ষিছেন ইলিয়মে দেবতা-ঈশ্বর;
অমরের বলে বলী ট্রোজান নিকর।
যাও তবে, মম পণ কহ গ্রীক্‌গণে;
একত্র যুঝহ পুনঃ অরিদল সনে;
কর হেন কার্য্য, বল-বুদ্ধির কৌশলে,
যাতে পোত-শ্রেণী [illegible] পু[illegible] অনলে।

চেষ্টায় অসাধ্য পারে হইতে সাধন ;
একিলিস্ সনে পুনঃ না হ'বে মিলন !
মম বার্ত্তা গ্রীক্‌গণে কহ গে সত্বর ;
থাকুন ফিনিক্স্ হেথা স্থবির-প্রবর।
জরা, পরিশ্রমে দেখি যে রূপ আকার,
স্বদেশগমন ত্বরা উচিত ইঁহার।
থাকিবেন হেথা কিংবা যাবে মম সনে,
করুন বিচার আর্য্য, যাহা লয় মনে।
নিরস্ত পিলুস্-সুত ; শুনি' এ উত্তর,
নীরবে চকিতভাবে প্রেরিত নিকর
চিন্তে অধোমুখে। উঠে ফিনিক্স্ এবার,
(সিক্ত করে শ্বেত শ্মশ্রু বাষ্পবারি-ধার।)
স্থবির, গ্রীকের দশা ভাবিয়া অন্তরে,
মৃদুস্বরে দেবী-সুতে কহেন কাতরে ;—
বৎস একিলিস্ ! হায় ! তবে কি এবার,
সমগ্র গ্রীসীরদল হ'বে ছারখার !
মত্ত রোষাবেশে যদি চলিলে ভবনে,
ফিনিক্স্ ত্যজিয়া তোমা রহিবে কেমনে ?
রাজেন্দ্র পিলুস্ যবে সমর-কারণ,
গ্রীক্‌সেনা সহ তোমা করেন প্রেরণ ;
সবে তুমি পদার্পণ করেছ যৌবনে,
নহ সুশিক্ষিত, নব সমর-অঙ্গনে।
শিখাইতে নানা বিদ্যা, আদেশে তাঁহার,
কুমার ! শিক্ষক আমি হইনু তোমার।
না ত্যজ আমায় হায় ! হে ভূপ-নন্দন !
বিচ্ছেদ থাকিতে প্রাণ, না হ'বে কখন।

অলঙ্ঘ্য বিধানবশে হায়! বিধাতার,
না আসিবে পুনঃ সেই যৌবন আমার,
পুরাকালে গ্রীস্ যা'য় করে বিলোকন,
(রম্য গ্রীস্ খ্যাত চির সুন্দরী কারণ।)
পত্নীসত্বে বৃদ্ধকালে জনক আমার,
মজিলেন রূপে কোন বিদেশি-বালার।
করিনু প্রয়াস আমি, (জননী-আজ্ঞায়)
লভিতে সে নারীধনে বঞ্চিয়া পিতায়।
সাক্ষী করি' স্বর্গপতি ত্রিদশ-ঈশ্বরে,
কালপুরবাসী ভীম অমর নিকরে,
ক্রোধে পিতা অভিশাপ করেন প্রদান,
কদাচ সে নারী-গর্ভে না হ'বে সন্তান।
ক্ষোভে ক্ষিপ্তপ্রায়, ক্রোধাবেশে অন্ধ মন,
হায়! কি ভীষণ পাপ করিনু মনন!
ভেবেছিনু, (দেব কোন করে নিবারণ,)
অস্ত্রাঘাতে জনকের বধিব জীবন;
ভাবিনু পলা'ব পরে; বান্ধব সকল
নারিল রাখিতে করি অনুনয়, বল;
প্রতি দিন তাঁরা, মম সন্তোষ কারণ,
উপাদেয় মদ্যমাংস করে আয়োজন;
জাগিল প্রহরী নয় রাত্রি অবিরত,
আলোকে যামিনী করি' দিবসের মত।
দশম রজনী যোগে সময় বুঝিয়া,
বাহিরিনু অলক্ষিতে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া;
পর্য্যটিয়া সুবিশাল গ্রীসের ভিতর,
পিথিয়ায় উপনীত হ'নু অতঃপর।

প্রদর্শিয়া স্নেহ বৎস! জনক তোমার,
সাদরে অর্পেন মোরে রাজ্য-অধিকার।
তদবধি শাসি ডেলোপিয়ান্ নিকরে,
বারিধির কূলস্থিত বিবিধ নগরে।
অর্পি' স্নেহ, জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া তোমার,
কথঞ্চিৎ ঋণে মুক্ত বদান্য রাজার।
বাল্য হ'তে উপদেশ করেছিনু দান,
তেঁই নাহি রথী কেহ তোমার সমান।
শৈশবে আমায় ভাল সতত বাসিতে;
বিহরিতে মম সহ, ক্রোড়েতে বসিতে;
থাকিতে নিয়ত বৎস! নিকটে আমার;
না খাইতে অন্য জনে অর্পিলে আহার।
শৈশবে যতনে তোমা করেছি রক্ষণ;
পেয়েছি প্রয়াস তব সন্তোষ কারণ।
হরিলেন দেবগণ পিতৃ-শাপ দুখ,
ভাবি সপুত্রক আমি হেরি' তব মুখ।
নানা গুণে হেরি' বৎস! তোমা গুণবান্,
হরিষ সাগরে এবে হই ভাসমান।
শান্ত হও, হেন ক্রোধ উপযুক্ত নয়;
নহে বীরযোগ্য, যার হৃদি নিরদয়।
দেবগণ, (মহাজ্ঞানী, অমেয়, অমর,)
পূজা প্রার্থনায় হ'ন তুষ্ট নিরন্তর।
পাপিজন দেব-কৃপা লভয়ে আবার;
প্রত্যাহিক স্তবে হয় প্রায়শ্চিত্ত তার।
প্রার্থনা নিকর বৎস! যোভের নন্দিনী,
খঞ্জপদী, লোলচর্ম্মা, বিশীর্ণ-বদনী;

ম্লানমুখে সদা তাঁরা শ্রাবি' অশ্রুধার,
ভ্রমিছেন আর্ত্তনাদি' যথা অবিচার।
অবিচার ভীম বেগে ঝঞ্ঝাবাত সম,
কাঁপায় ধরণী, ভেদে মানব-মরম;
প্রার্থনা নিকর ধা'ন পশ্চাতে তাহার,
নিবারিতে মর্ম্মভেদী ভীম অত্যাচার।
মানে যে মানব যোভ্-তনয়া নিকরে,
ক্ষমিতে পাতক তাঁরা কহেন ঈশ্বরে।
তাঁ'সবার বাক্যে যেই নাহি দেয় কান,
ত্রিদিব-ঈশ্বর দণ্ড করেন বিধান।
ভীম অবিচার পরে, ঈশের আজ্ঞায়,
শাসিতে সে দুষ্ট জনে নামেন ত্বরায়।
হায় বৎস! ক্রোধানল করিয়া নির্ব্বাণ,
রাখ হেন হিতৈষিণী অমরীর মান।
পরম আরাধ্য যোভ্ সন্ততি নিকর;
অনুনয়ে নত হয় দর্পীর অন্তর।
আজি প্রয়োজন তোমা যদি না হইত,
যদ্যপি দাম্ভিক ভূপ রোষ না ত্যজিত,
গ্রীকগণ ধনরাশি করিয়া স্বীকার,
না প্রেরিত মোরে কভু সকাশে তোমার।
রক্ষিতে গৌরব নিজ রাজা জ্ঞানবান,
প্রেরিলেন তব পাশে হে বীর-প্রধান!
মাননীয় মহাবল সেনানী নিকরে;
নাহি কর প্রত্যাখ্যান অভিমান-ভরে।
হে পুত্র! শুনহ কহি পূর্ব্ব ইতিহাস,
মহৎ দৃষ্টান্ত ইথে পাইবে প্রকাশ;

করিল কি কার্য্য শুন পূর্ব্ব-পিতৃগণ,
বিষম জিঘাংসা বৎস ! করি' সংবরণ ;—
ইটোলীয় দল সহ, উচ্চ কেলিডনে,
কিউরিটিয়ান্ সেনা মাতে ঘোর রণে।
ইটোলীয় দল করে নগর-রক্ষণ ;
উভপক্ষে কত বীর হইল নিধন।
বাঁধান সিন্থিয়া দেবী বিবাদ ভীষণ,
অঙ্গীকৃত পূজা তাঁর অগ্রাহ্য কারণ।
অদ্ভুত বরাহ এক আদেশে তাঁহার,
বিশাল ইনুস্-ক্ষেত্র করে ছারখার।
বিনাশিল বহু বীরে পশু ভয়ঙ্কর ;
বলী মেলিগার তায় বধে অতঃপর।
পশুদেহ তরে নব বিরোধ ঘটিল ;
নিকটস্থ জাতিগণ অরাতি হইল।
রণে কিউরিটীয় দল মানে পরাজয় ;
জিনে মেলিগার বীর নির্ভয়-হৃদয়।
পরে ক্রোধানল তাঁর জ্বলিল অন্তরে,
(রোষাবেশে জ্ঞানী জন আপনা পাশরে।)
অল্থিয়ার শাপে বীর ক্রোধে অন্ধমন,
প্রিয়া-সহবাসে যুদ্ধ হয় বিস্মরণ।
(জন্মে ধনী সুবদনী মার্পিসা-জঠরে,
ইডাস্-ঔরসে, যাঁর সন্মান সমরে ;
দিবাকর করে বাঞ্ছা সুন্দরী মাতায় ;
জনক অমর প্রতি কার্ম্মুক নোঙায়।
প্রকাশিতে ঘোর দুঃখ, অধীর দম্পতী,
নাহি কহি' ক্লিওপেট্রা পুত্রী গুণবতী,

কহিত এল্‌সিওনি ; হেন অভিধান,
দম্পতীর দুখরাশি করিছে প্রমাণ।)
রহে বীর প্রিয়া কাছে ত্যজিয়া সমর,
অল্‌থিয়ার অভিশাপে ব্যথিত অন্তর ;
অল্‌থিয়ার শাপানলে হ'য়ে জ্বালাতন,
আপন মাতুলে বীর করেন নিধন।
ভ্রাতৃ-শোকাতুরা বৃদ্ধা, অধোদেবগণে,
কহেন কাঁদিয়া, শাস পাপর নন্দনে ;
আর্ত্তনাদ, অধোলোকবাসী দেবগণ,
লোহিতা পিশাচীকুল, করিল শ্রবণ।
ইটোলিয়া সর্ব্বনাশে ডুবিল এবার,
কাঁপায় অমর তার সুদৃঢ় প্রাকার।
পুরোহিত, বিজ্ঞগণে প্রবীণা তখন,
অবিলম্বে দূত সম করিল প্রেরণ ;
রক্ষিতে নগর বীরে করিল মিনতি,
স্বীকারিয়া উপহার মূল্যবান অতি,
(বিশাল উর্ব্বর দেশ নয়ন-রঞ্জন,
অৰ্দ্ধ তৃণক্ষেত্র তার, অৰ্দ্ধ দ্রাক্ষাবন।)
স্থবির ইনুস্ পুত্রে ক্ষেদভরে কয় ;
কাঁদে ভগ্নীগণ ; পরে করে অনুনয়,
জননী তাঁহার ; রণে পড়িল স্বজন ;
অভিমানী বীরেশের নাহি টলে মন !
ঘোর নাদে জয়ধ্বনি করে শত্রুগণ ;
চূর্ণীত প্রাচীর ; ধূম পরশে গগন ;
অবশেষে সুবদনী বনিতা তাঁহার,
পতির চরণে ধরি করে হাহাকার ;

কাঁদিতে কাঁদিতে ধনী লাগিল বর্ণিতে,—
হত বীরগণ, হর্ম্ম লুণ্ঠিত মাটিতে,
নরনারীকুল বদ্ধ কঠিন শৃঙ্খলে;
শুনে বীর, পরাজিত করে শত্রুদলে।
পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত ইটোলিয়ান নিকর,
করিল লাঞ্ছনা বহু বুঝি' অবসর!
কর সংবরণ ক্রোধ থাকিতে সময়,
যাবৎ না পোতশ্রেণী ভস্মীভূত হয়।
কর উপহার গ্রাহ্য; ধর তরবার;
ধরাতে গৌরব বৎস! করহ বিস্তার।
থামে বৃদ্ধ। একিলিস্ করিল উত্তর;—
পিতৃতুল্য তুমি, মম পূজ্য নিরন্তর!
তুচ্ছ ভাবে তব দাস হেন উপহার,
অনিত্য অস্থায়ী যত সম্পদ ধরার!
মম প্রতি সুপ্রসন্ন জগত-কারণ;
নেতা যোভ মম; খ্যাতি তাঁহারি কারণ।
থাকিব হেথায়, (যদি নিদেশ তাঁহার,
যাবৎ জীবন দেহে রহিবে আমার।
শুন আর্য্য! মম আন্তরিক অভিপ্রায়,
মিলিতে সে দুষ্টসনে না বল আমায়।
নহে কি সে নীচ তরে এ দুখ তোমার,
ঝরে অশ্রু? ভূপ ঘোর অরাতি আমার।
বান্ধবে বান্ধবে সদা সমান হৃদয়,
দুখে দুখ, ক্রোধাগমে ক্রোধের উদয়।
যেই জন অরি মম, করে অপকার,
অবশ্য ঘৃণিবে তায় বান্ধব আমার।

হে আর্য্য! ত্যজিয়া সেই নীচাশয় জনে,
মনোসুখে রাজ্যভোগ কর মম সনে।
ফিরুন অপরে। যাত্রা কিংবা অবস্থান,
হইবে নির্ণীত নিশা হ'লে অবসান।
পূজ্য বৃদ্ধ তরে, এত কহিয়া বীরেশ,
পাতিতে কোমল শয্যা, করেন আদেশ।
থাকি' স্থিরভাবে ক্ষণ, ক্ষোভযুত অতি,
কহেন এজাক্স্ বীর, উলেসিস্ প্রতি;—
চল যাই ফিরে; বৃথা বিলম্ব কি আর?
হইল কি পরিণাম হেন হীনতার!
এ হেন বারতা গিয়া কহিব সকল;
রহিয়াছে পথপানে চাহি' গ্রীকদল।
পাষাণ-হৃদয় বীর মাতি' অহঙ্কারে,
করিল অবজ্ঞা আজি আত্মীয় সবারে।
অপ্রিয় ভ্রাতার অঙ্গে হেরি' রক্তধার,
অবিলম্বে করি মোরা প্রতিকার তার।
স্নেহপাত্র পুত্রে যদি নাশে কোন জন,
পিতা অপরাধ তার করেন মার্জ্জন।
অতিক্রোধী ত্যজে ক্রোধ; উপায়ন হায়!
শমে সর্ব্বে, নাহি পারে শমিতে তোমায়!
ওহে বীর! কোন্ মহাপাতক কারণ,
করিয়াছ লাভ হেন দৃঢ় হিয়া মন?
অর্পিছেন নরবর, এক নারী তরে,
সপ্ত নিতম্বিনী রামা, সমরূপ ধরে।
হে বীরেন্দ্র একিলিস্! ত্যজি' অভিমান,
রাখ আজি আগন্তুকগণের সম্মান।

সতত আমরা তব, হে বীরপ্রবর!
হিত-অভিলাষী গ্রীক্‌বাহিনী ভিতর।
ওহে মহামতি ভূপ অরাতিদমন!
(উত্তর করিল তাঁয় দেবীর নন্দন ;—
যুক্ত বাক্য তব ; নাম স্মরণে তাহার,
পুনঃ উদ্দীপিত ক্রোধ অন্তরে আমার।
নিরদোষী যদি পদে হয় বিদলিত,
হেন রোষ কভু তার নহে অনুচিত!
যাও বীরগণ! কহ দুর্ম্মতি রাজায়,
মিত্রভাবে পুনঃ আর না পা'বে আমায়।
না যাইব, গ্রীক্‌রক্তে নহে যদবধি,
সুরঞ্জিত ঐ নীল বিশাল জলধি ;
যতকাল অরি-দত্ত প্রবল অনল,
না আসে নিকটে মম ধ্বংসিয়া সকল ;
সেই কালে দৃঢ় ভুজে ল'ব তরবার,
ফুরা'বে সমর ; রম্য পা'ব উপহার।
থামে বীর। পানপাত্র সুরাতে ভরিয়া,
প্রতিজন দেবোদ্দেশে দিলেন ঢালিয়া।
আঁধারে শিবিরে সবে চলে অতঃপর,
ধীরে ধীরে ; অগ্রে উলেসিস্ বিজ্ঞবর।
এবে একিলিস্ বীরবরের আজ্ঞায়,
রচিল কোমল শয্যা কিঙ্কর ত্বরায়।
কিনিক্স্ তথায় সর্ব্ব সন্তাপ পাশরি',
নিদ্রার কোমল কোলে যাপেন শর্ব্বরী।
সুবিস্তৃত শয্যা'পরে শিবির মাঝারে,
ঘুমাইল একিলিস্ ; শোভে তাঁর ধারে,

সুহাসিনী ডায়োমিডি লেস্‌বিয়ারমণী ;
দৃঢ় ভুজপাশে তায় বাঁধে বীরমণি।
ভুঞ্জে নিদ্রা পেট্রোক্লস্ নিজ শয্যা'পরি ;
রাজে পার্শ্বভাগে তাঁর ইফিস্ সুন্দরী ;
স্কিরস্ ধ্বংসিয়া বলে দেবীর নন্দন,
সখায় এ নারীধন করেন অর্পণ।
অতিক্রমি' সেনাদলে, প্রেরিত নিকর
উপনীত হ'ন এবে ভূপতি-গোচর।
উঠি' ত্বরা তাঁসবার হেরি' আগমন,
লয়ে পানপাত্র করে সেনাপতিগণ
করে সংবর্দ্ধনা ; আগে নরবর কয় ;—
কহ কি বারতা, লেরিটিসের তনয় !
কি কহিল একিলিস্, কহ প্রকাশিয়া ?
মজিবে কি গ্রীক্ কিংবা রক্ষিবে আসিয়া ?
মহারাজ ! (ইথেকস্ করিল উত্তর ;)
ঘোর অহঙ্কারে মত্ত সে বীর-অন্তর।
না মিলিবে পুনঃ, নাহি ল'বে উপায়ন ;
কহিল এতেক শূর ক্রোধে অন্ধমন।
রক্ষিতে বিপদকালে গ্রীসীয় নিকরে,
করিয়াছে ভারার্পণ বীর তব'পরে।
প্রাতঃকালে হে রাজন্ ! শুনিবে শ্রবণে,
নাদিবে গভীর সিন্ধু ক্ষেপণী-ক্ষেপণে।
মোসবায় বীরবর দিল উপদেশ,
ত্যজিতে দেব-রক্ষিত ইলিয়ম দেশ ;
জগত-ঈশ্বর ট্রয় রক্ষেন আপনি,
করেতে প্রলয়কারী বিকট অশনি।

নিবেদিনু বাক্য তাঁর ; অন্য যত কয়,
শুনেছে এজাক্স বীর, পূত দূতদ্বয়।
ফিনিক্সে রাখিল বীর আপন শিবিরে ;
নিজ দেশে সুনিশ্চয় নেযাবে স্থবিরে।
কল্য প্রাতে অবস্থিতি অথবা গমন,
করিবেন বৃদ্ধ, তাঁর বাসনা যেমন।
 বিজ্ঞ উলেসিস্-মুখে শুনি' এ বচন,
বিষাদ-বিরস মুখে যত বীরগণ
লাগিল চিন্তিতে। এবে নির্ভয়-হৃদয়
বীর টিডাইডিস্ রথী দর্পভরে কয়,—
কেন প্রেরি একিলিসে হেন উপহার ?
কেন অনুনয়, যার হেন অহঙ্কার ?
সুখী দুষ্ট স্বদেশীর হেরি' অশ্রুজল ;
তোষামোদে দর্প তার বাড়িবে কেবল।
রাখিয়া বজায় বীর ক্রোধ আপনার,
করুক সাহায্য দান, কিংবা পরিহার।
সাজুক সমরে বীর, যোভ যবে চায়,
কিংবা যবে যুদ্ধে তার ক্ষিপ্ত মন ধায়।
করিব তেমতি মোরা, সামর্থ্য যেমন ;
সেনাগণ পরিমিত করুক অশন।
(সাহস্, শোণিত যার, বলী সেই জন ;
মদ্য, খাদ্য এ দুটীর প্রধান সাধন।)
রঞ্জিয়া পূরব দিক দেব দিবাকর
সাজাইলে স্বর্ণরঙে পর্ব্বত-শিখর,
পরি' সমুজ্জ্বল বর্ম্ম, সেনা অগণন,
প্রাণপণে পোতশ্রেণী করুক রক্ষণ।

বলী আট্‌রাইডিস্ গ্রীক্ মহারাজ,
সেনার সম্মুখভাগে করুন বিরাজ।
প্রশংসি' গভীর রবে যত বীরগণ,
মদিরায় সুররাজে করিল তর্পণ।
ধীরে ধীরে নিদ্রা দেবী ধরাতে নামিয়া,
মোহিত করিল গ্রীকে মায়া প্রসারিয়া।

নবম কাণ্ড সমাপ্ত।

দশম কাণ্ড।

ডায়োমেড্ ও উলেসিসের নিশা-ভ্রমণ।

বিষয়।

একিলিস্ প্রত্যাগমন করিতে অস্বীকার করাতে, এগামেম্‌ননের মনোকষ্ট বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি রাত্রিতে নিদ্রাসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেনাপতিগণকে জাগরিত করেন, ও কিসে গ্রীক্‌সেনা রক্ষা হয় তাহার উপায় চিন্তা করেন। মেনিলস্, নেষ্টর, উলেসিস্ ও ডায়োমেড্ অবশিষ্ট বীরগণকে জাগ্রত করিতে নিযুক্ত হন। তাঁহারা শত্রুশিবিরে গুপ্তচর প্রেরণ পূর্ব্বক শত্রুগণের অবস্থা ও অভিপ্রায় অবধারণার্থ সামরিক সভা করেন। ডায়োমেড্ এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে অগ্রসর হন, এবং উলেসিস্‌কে তাঁহার সঙ্গী নির্ব্বাচন করেন। পথিমধ্যে তাঁহারা হেক্টর-প্রেরিত ডোলন্ নামক চরকে দেখিতে পান। তাহার প্রমুখাৎ তাঁহারা ট্রোজান ও সহকারিগণের, বিশেষতঃ নবাগত রুসস্ ও থ্রেসীয়গণের অবস্থান-স্থান অবগত হন। তাঁহারা গোপনে সেনাপতিগণের সহিত রুসস্‌কে বিনাশ করেন; এবং তাঁহার বিখ্যাত অশ্বগণকে অপহরণ করিয়া স্বশিবিরে প্রত্যাগত হন।

(পূর্ব্বরাত্রি চলিতেছে। দৃশ্য—উভয় শিবিরে।)

নিজ নিজ শয্যা'পরে গ্রীক্‌বীরগণ,
সমরের পরিশ্রম করে নিবারণ।
জাগ্রত সম্রাট মাত্র; নানা চিন্তা-ভরে,
ব্যথিত হৃদয় তাঁর; নেত্রবারি ঝরে।
প্রকাশি' বিদ্যুৎ যবে করেন ঘোষণা,
দিবেশ্বর যোভ্, শিলা-সম্পাত-সূচনা;

অথবা তুষারে ভূমে করেন প্রেরণ ;
কিংবা আদেশেন রণে করিতে গর্জ্জন ;
পর্য্যায়ে সতত হয় তাড়িত বিকাশ ;
ক্ষণে ক্ষণে প্রজ্বলিত বিশাল আকাশ ;
সেইরূপ ঘন ঘন প্রবল উচ্ছ্বাস,
ভূপের ভীষণ ভীতি করে পরকাশ।
সবিষাদে বিলোকন করিল ভূপতি,
অরির অনলে ক্ষেত্র সমুজ্জ্বল অতি ;
শুনিলেন অরিকুল গায় সমস্বরে ;
পশে শত্রুবাক্য তাঁর শ্রবণ-বিবরে।
ফিরিয়া পশ্চাতে, চাহি' পোতশ্রেণী পানে,
কাঁদেন নরেন্দ্র এবে বিপদ-স্মরণে।
দিব পানে গ্রীক্-নেতা করি' দৃষ্টিপাত,
খেদভরে বক্ষোপরে করে করাঘাত।
কাঁদে ভূপ পুনঃ ; তাঁর হৃদয় ভিতর,
গৌরব নিরাশা দোঁহে করিছে সমর।
সহস্র উদ্বেগে নৃপ অতি ক্ষুণ্নমন,
হেরিতে নেষ্টরে এবে করিল মনন ;—
জ্ঞানময়, সুমধুর উপদেশে তাঁর,
যদি এ চিন্তার কিছু হয় প্রতিকার।
উঠি' ভূপ, পরে অঙ্গে বেশ সমুজ্জ্বল ;
বাঁধিলেন পরে পদে পাদুকাযুগল।
সিংহ-চর্ম্ম গ্রীক্‌পতি দিল পৃষ্ঠোপরে ;
শাণিত বরষা এক ধরিলেন করে।
হেথা সমদুখে দুখী সোদর তাঁহার,
সমকালে নিদ্রাসুখ করি' পরিহার,

কাঁদেন নীরবে ; হায় ! তাঁহারি কারণ,
অসংখ্য নিহত, কত মরে বা এখন !
পৃষ্ঠোপরে চিতাচর্ম্ম অতীব সুন্দর ;
উজল শিরাস্ত্র তাঁর ঝকে শিরোপর ;
সাজি' হেন, (সুশাণিত বর্ষা লয়ে করে,)
চলে শূর দ্রুতপদে অগ্রোজ-গোচরে।
দূর হ'তে ভূপে বীর হেরিল নয়নে,
বাজে পোতশ্রেণী তাঁর অস্ত্রের নিক্কনে।
সানন্দে মিলিল দোঁহে ; স্পার্টানাথ কয়,—
কেন সুসজ্জিত আর্য্য ! এ হেন সময় ?
হে রাজন্ ! এবে তব বাসনা কি চিতে,
প্রেরি' গুপ্তচর শত্রুসেনা পরীক্ষিতে ?
করিবে এ কার্য্য কহ কোন্ বীর জন ?
এ কর্ম্ম নরেন্দ্র ! নহে সামান্য কখন,—
একাকী এ তমোময় নিশীথ-সময়,
পশি' শত্রুমাঝে লওয়া অরি পরিচয় !
কহে নরবর ;—ভ্রাতঃ ! এ বিপদে হায় !
কোন্ জন সুমন্ত্রণা প্রদানে আমায় ?
গ্রীকের উদ্ধার নহে সামান্য ব্যাপার ;
(বৃথা বীর্য্য !) বিনা বুদ্ধি না দেখি নিস্তার !
অগ্রাহ্য করেন যোভ্ মম উপহার ;
হেক্টর-প্রদত্ত-পূজা অভিমত তাঁর।
বহু বীরে ভ্রাতঃ ! তুমি দেখেছ নয়নে,
অনেকের বীরপণা শুনেছ শ্রবণে,
মহারথী, মহাবীর্য্য হেক্টর সমান,
ধরে শৌর্য্য ভূমে কোন্ শূরের সন্তান ?

দিয়াছেন দর্প তায় জগতকারণ ;
নহে দেবপুত্র কিংবা দেবীর নন্দন,
তথাপি এ হেন যশঃ শ্রবণে তাহার,
অজাত গ্রীসীয় ট্রয়ে না আসিবে আর।
পোতশ্রেণী পাশে ভ্রাতঃ! যাও ত্বরা ক'রে ;
আহ্বান এজাক্সে, আর ক্রিটের ঈশ্বরে।
চলিনু এখনি আমি নেষ্টর-গোচর ;
প্রহরি-রক্ষণ-ভার দিব তাঁর' পর।
(এ কার্য্যে প্রবীণ হ'ন দক্ষ অতিশয় ;
জাগে মেরিয়ন্ সহ তাঁহার তনয়।)
কহে স্পার্টাপতি,—আর্য্য! এ কার্য্য সাধিয়া,
রহিব কি তথা, কিংবা আসিব ফিরিয়া ?
থাকিবে তথায়, (ভূপ কহিল বচন,)
নতুবা উভয়ে পুনঃ না হ'বে মিলন।
অসংখ্য শিবিরশ্রেণী শোভে পর পর,
ব্যাপিয়া বিপুল স্থল ; মার্গ বহুতর।
অলস সৈনিকগণে করহ জাগ্রত,
উচ্চরবে পিতৃযশঃ কহি' অবিরত।
উচ্চবংশে জন্ম এবে হও বিস্মরণ ;
হেথা মান্য তার, শ্রম করিবে যে জন।
সবাই করিবে শ্রম এ মহী ভিতর ;
আছে কষ্টভোগ, যবে সৃজিল ঈশ্বর।
দ্রুত পদক্ষেপে এবে চলিল উভয়।
নেষ্টর্-শিবিরে ভূপ উপনীত হয় ;
দেখে নরবর তাঁয় সুপ্ত শয্যা'পরে,
বেষ্টিত বিবিধ তীব্র আয়ুধ নিকরে ;

স্থচিত্রিত উত্তরীয়, ঢাল শোভমান,
সমুজ্বল শিরস্ত্রাণ, বর্ষা খরশাণ,
শোভে নানা অস্ত্র তথা অরি পুরাতন,
অরাতি-নিকর-ত্রাস, দেখিতে ভীষণ।
সতর্ক স্থবির শিরঃ রাখি' করোপরে,
উন্মিলি' নয়ন, এবে কহে ধীরস্বরে ;—
কে তুমি ? প্রকাশ ত্বরা, কোন্ কার্য্য তরে,
ভ্রমিছ এ নিশাকালে শিবির ভিতরে ?
খুঁজিছ কাহায় হেথা ? অথবা প্রহরী ?
দাঁড়াও, এসনা, বিনা ভাব ব্যক্ত করি'।
নিলুস্-নন্দন ! (কহে ভূপাল-প্রধান,)
গ্রীসের গৌরব তুমি যেন মূর্ত্তিমান !
শুন পরিচয়, আমি গ্রীক্-সেনাপতি,
হীন এগামেম্নন্, হতভাগ্য অতি !
যোভ্ যা'য় নানা চিন্তা করেছে প্রদান ;
দুখভোগে জীবনের হ'বে অবসান।
না পারে বহিতে দেহ চরণ আমার ;
ধরিতে না পারে হিয়া যাতনার ভার ;
না জানে এ দু'নয়ন নিদ্রা বলে কা'য়,
হতাশ-হৃদয়ে একা ভ্রমি এ নিশায় !
নাহি অভিসন্ধি কোন, ভীত এ অন্তর ;
স্মরিয়া প্রজার দশা কাঁদি নিরন্তর।
ভাবিতেছ আর্য্য ! যদি কোন সদুপায়,
(চিন্তাভয়ে নিদ্রা নারে ভজিতে তোমায় !)
প্রদানি' সে উপদেশ বাঁচাও পরাণ ;
চল দোঁহে যাই ত্বরা খাত-সন্নিধান।

প্রতিদ্বারে উৎসাহিব প্রহরি নিকরে;
ক্লান্ত তারা নিশাদিন পরিশ্রম তরে।
সন্নিহিত অরিদল, এ হেন আঁধারে,
সুযোগ পাইয়া দুর্গ আক্রমিতে পারে।
কহিল নেষ্টর্,—ঈশে করহ নির্ভর;
না ভাবিও চিরদেব-প্রিয় সে হেক্টর।
সহ মনুষ্যের মন, দুষ্ট গর্ব্ব তরে,
অনন্ত অন্তর কত বিভিন্নতা ধরে!
নির্ব্বোধ হেক্টর! যদি দেবতানিকর
ত্যজে তোমা; বাম হন যোভ্ বজ্রধর;
ধরে যদি একিলিস্ পুনঃ তরবার;
কে পারে বলিতে কত দুর্গতি তোমার!
নেষ্টর্ প্রবৃত্ত তব আদেশ পালনে;
চল ভূপ! জাগাইব সুপ্ত বীরগণে।
উলেসিস্, ডায়োমেড্ নির্ভয় হৃদয়,
মেজিস্, অইলুসে আবশ্যক এসময়।
দূরস্থিত পোতপাশে ত্বরিত রাজন্!
দ্রুতগামী বীরগণে করহ প্রেরণ,
বলী ক্রিটপতি আর এজাক্স যথায়,
রণশ্রমে ক্লান্ততনু সুখে নিদ্রা যায়।
চলিলাম আমি, যথা স্পার্টার ঈশ্বর;
প্রিয় মোসবার তিনি, তব প্রিয়তর;
তবু গঞ্জি তাঁয় হেন আলস্য কারণ;
ভ্রাতার সাহায্যে তাঁর নাহি আছে মন।
উচিত তাঁহার, তব শ্রম লাঘবিতে,
ফিরি' দ্বারে দ্বারে, সর্ব্ব বীরে জাগাইতে।

হে ভূপাল ! এ সমূহ বিপদ্-সময়,
পরিশ্রমে অবহেলা উপযুক্ত নয়।
কহে নরনাথ ; নহে অযুক্ত কখন,
হেন তিরস্কার ; কিন্তু না নিন্দ এখন ;
মম সহোদর আর্য্য ! নির্ম্মল-স্বভাব,
নম্র বটে, সাহসের না আছে অভাব।
না করি' দ্বিরুক্তি ভ্রাতা, হে জ্ঞানিপ্রবর !
নতশিরে আজ্ঞা মম পালে নিরন্তর।
ইতিপূর্ব্বে নিবারিতে মম দুখ-ভার,
গিয়াছিল স্পার্টাপতি শিবিরে আমার।
উল্লিখিত বীরগণ, তাঁহার আহ্বানে,
একত্রিত এবে আর্য্য ! খাত-সন্নিধানে।
পরিখা-প্রাকার মাঝে মিলি' বীরগণ,
করিছে প্রতীক্ষা মোসবার আগমন।
মানিবে সকলে তাঁয়, (কহে বৃদ্ধজন) ;
এ দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হ'বে বীরগণ।
এত কহি', বৃদ্ধ শয্যা করি' পরিহার,
উজল পাদত্র পায়ে বাঁধিল এবার ;
পরিলেন অঙ্গে তনুচ্ছদ সুকোমল,
হেম তারা শোভে, নানা বর্ণে সমুজ্জ্বল।
শশব্যস্তে বর্ষা তুলি' নিল বৃদ্ধ জন,
সুশাণিত অতি, ভাতি ঝলসে নয়ন।
দ্রুত পাদচারে এবে জ্ঞানীর প্রধান,
সুপ্ত উলেসিস্ বীরে করিল আহ্বান।
উচ্চ কণ্ঠরব তাঁর, জাগাইল বীরে ;
চমকি' উঠিয়া বিজ্ঞ আইল বাহিরে।

কোন্ অভিনব ঘোর বিপদ কারণ,
আঁধারে, (জিজ্ঞাসে বীর), করিছ ভ্রমণ ?
ধীমন্ ! (কহিল তাঁয় পিলিয়ার পতি,)
জ্ঞানী তুমি, কালোচিত অর্পহ যুকতি।
আছে যত, বিজ্ঞবর ! পরিত্রাণোপায়,
আছয়ে কৌশল যত বিজয়-আশায় ;
যুক্ত যুদ্ধ, কিংবা পুনঃ স্বদেশ-গমন,
আজি এ নিশায় সর্ব্ব হ'বে নির্দ্ধারণ।
শুনি' বীর দ্রুতপদে শিবিরে পশিয়া,
ল'য়ে ঢাল, বৃদ্ধসনে চলিল মিলিয়া।
দেখে তাঁরা সুসজ্জিত-ডায়োমেড্ বীরে,
সুপ্ত সঙ্গিদলসহ শিবির বাহিরে ;
শোভে ঢাল 'পরে তাঁর বিশাল মস্তক ;
ভীষণ বরষা-গুচ্ছ করে ঝক্‌মক্,
প্রোথিত ভূপৃষ্ঠে, অতি নিকটে তাঁহার ;
বৃষচর্ম্ম-শয্যা ধরে গুরু দেহভার।
উত্তরীয় ঊর্ণাবস্ত্র করিয়া কুঞ্চিত,
তদুপরি শির বীর করেছে স্থাপিত।
করিতে জাগ্রত তাঁয়, জ্ঞানী বৃদ্ধ জন,
কাঁপায়ে চরণ তাঁর, কহিল বচন ;
উঠহ টিডুস্-সুত ! সুদীর্ঘ নিশায়,
বীরের আলস্য হেন নাহি শোভা পায়।
কেমনে হে মহারথ ! ঘুমাও এখন ?
বেড়িয়াছে পোতশ্রেণী ভীম শত্রুগণ।
হেন বাক্যে নিদ্রা আঁখি পলায় ত্যজিয়া,
কহিলেন বীরবর, বৃদ্ধে নিরখিয়া ;

আশ্চর্য্য প্রবীণ! তুমি নহ নিদ্রাবশে!
না লভ বিশ্রাম-সুখ এ হেন বয়সে!
যুবাগণ নিদ্রা ভঙ্গ করুক সবার;
না সাজে স্থবির! তব হেন কার্য্য-ভার।
হে বন্ধো! (প্রবীণবর করিল উত্তর,)
মম প্রতি স্নেহদৃষ্টি তব নিরন্তর।
প্রজাকুল মম, আর তনয় নিকরে,
লাঘবিতে শ্রম মম ত্রুটি নাহি করে;
কিন্তু আজি এ ভীষণ বিপদ্-সময়,
ক্ষণতরে অলসতা উপযুক্ত নয়।
প্রতিহতভাগ্য গ্রীক্, এ দুর্দ্দিনে হায়!
অবস্থিত মৃত্যু কিংবা জীবন-সীমায়।
স্থবিরের দুখে বীর! যদি হে দুঃখিত,
যৌবন-সামর্থ্য নিজ কর নিয়োজিত
এস শূর! কর সবে জাগ্রত এখন;
সেই তুষে মোরে, দেশ-হিতৈষী যে জন
শুনি' বীর পৃষ্ঠদেশে বাঁধিল ত্বরিত,
কেশবীর পীত চর্ম্ম আগুল্ফ-লম্বিত;
শাণিত সুদীর্ঘ এক বরষা লইয়া,
চলিলেন দ্রুতপদে শিবির ত্যজিয়া।
মেজিস্, এজাক্স্ বীরে করি' জাগরিত,
খাত-পাশে লয়ে রথী ধাবিল ত্বরিত।
জাগে রক্ষিদল যথা বিকট আকার,
রণবেশে; বীরদল উতরে এবার।
নিদ্রা পরিহরি' দর্পী রক্ষি-নেতাগণ,
সতর্কে প্রাকার-দ্বার করিছে রক্ষণ।

অবহেলি' ক্লেশরাশি কুক্কুর যেমতি,
করে রক্ষা মেঘদলে সাবধানে অতি,
আক্রমে ক্ষুধার্ত্তা যবে সিংহী ভয়ঙ্করী,
পরিহরি' গিরি-গুহা, সিংহনাদ করি' ৷৷
গমনের বেগে ভাঙ্গে নিবিড় গহন ;
ক্রমশঃ অদূরে তার ভীম গরজন
শুনে সারমেয়, নর ; চকিত অন্তরে,
সতর্কে চৌদিকে তারা বিলোকন করে ৷
প্রাকার-তোরণ তথা রক্ষে বীরগণ,
প্রতি স্বরে, প্রতি শব্দে সতর্কিত মন।
প্রতি পদশব্দে রক্ষী চকিত অন্তরে,
সম্মুখীন অরিদলে বিলোকন করে।
সজাগ প্রহরিগণে নয়নে হেরিয়া,
কহেন নেষ্টর্ বৃদ্ধ উল্লাসে মাতিয়া ;—
রক্ষ সযতনে দ্বার, ওহে পুত্রগণ !
বঞ্চিতে অরাতি যেন না পারে কখন।
বাঁচিবে গ্রীসীয়। বৃদ্ধ এতেক কহিয়া,
চলিল পরিখা-পারে বীরগণে নিয়া।
মেরিয়ন্ সহ চলে তনয় তাঁহার,
(সভাস্থলে আমন্ত্রণ আছয়ে দোঁহার।)
লঙ্ঘিয়া গভীর খাত, ভূপতি নিকর,
নীরবে বসিল এবে সংসদ ভিতর।
নররক্তে অদূষিত ছিল এক স্থান,
না যায় হেক্টর্ তথা বীরেন্দ্র-প্রধান ;
দেখিয়া আগতা বীর তামসী শর্ব্বরী,
ত্যজে হেন স্থল গ্রীক্-অরি পরিহরি।

(তা' ছাড়া সমগ্র ক্ষেত্র মগ্ন রক্তধারে ;
পতিত অসংখ্য শব পর্ব্বত-আকারে।)
বসে দুখে রাজগণ ; নিলুস্-তনয়,
অগ্রে সম্বোধিয়া সবে ধীরে ধীরে কয় ;—
অসমসাহসী হেন আছে কোন্ জন,
রক্ষে গ্রীক্‌গণে, অর্পি' আপন জীবন ?
আছে কোন্ বীর এই বাহিনী ভিতর,
একাকী অররু পানে হ'বে অগ্রসর ;
যাইয়া নিকটে, গাঢ় আঁধারে ঢাকিয়া,
অরাতির মনোভাব আসিবে জানিয়া ;
অনলে কি পোতকুল হ'বে ছার খার ;
অথবা ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিবে আবার ?
অক্ষত শরীরে যেই বীরের নন্দন,
অরি-বার্ত্তা ভূপগণে করিবে জ্ঞাপন,
মহাদ্যুতি দিবাকর যাবৎ উদিবে,
কদাপি যশের তাঁর সীমা না রহিবে !
কৃতজ্ঞ গ্রিসীয় দিবে কত উপহার।
ঋণে বদ্ধ র'বে গ্রিস্ এ কার্য্যে তাঁহার !
প্রত্যেক সেনানী সুখে হ'য়ে ভাসমান,
সবৎসা অসিতা মেষী করিবে প্রদান।
ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার বর্দ্ধিবে তাঁহার ;
উৎসবে সম্মান তাঁর অগ্রে সবাকার।
ভয়ে মূক সবে ! সদা শঙ্কাহীন মন,
কহে টিডাইডিস্,—হের হেথা সেই জন।
শত্রু-সন্নিবেশ স্থানে করিতে প্রবেশ,
অলক্ষিতে দেব কোন করেন আদেশ।

কিন্তু মম সনে আর্য্য ! প্রের অন্য জনে
পরামর্শ-দানে মম সাহায্য কারণে।
মন্ত্রণা, সাহায্য দান করি' পরস্পরে,
সাধে গুরু কার্য্য, নব আবিষ্ক্রিয়া করে।
জ্ঞানী হ'তে জ্ঞান লাভ করে জ্ঞানী জন ;
বীরে হেরি' উৎসাহিত হয় বীর-মন।
মাতি' বীরমদে হেন বচনে তাঁহার,
উৎসাহিত রথিগণ উঠিল এবার ;
দাঁড়াইল দর্পভরে এজাক্স্ উভয় ;
উঠে মেরিয়ন্ আর নেষ্টর-তনয়।
স্পার্টাপতি হেন কার্য্যে করিল মনন ;
উঠেন উৎসাহে উলেসিস্ বিজ্ঞজন।
কহে নরবর হেরি' প্রতিদ্বন্দিগণে ;—
ওহে বীর-অগ্রগণ্য, সদা জয়ী রণে
মহারথ ডায়োমেড্ ! নির্ব্বাচ এবার,
কোন্ বীর সহচর হইবে তোমার।
বিনা পক্ষপাতে বীর ! কর নির্ব্বাচন,
আভিজাত্য, পদমান না করি গণন।
গুণের মর্য্যাদা হেথা, কহে নরবর
সশঙ্ক-হৃদয়ে, পাছে যায় সহোদর।
তবে, (কহে ডায়োমেড্ মানব-কেশরী,)
শুন নরবর ! যাঁয় অভিলাষ করি।
এ ভীষণ কার্য্যে ভূপ ! শঙ্কা কোথা আর,
যান যদি উলেসিস্ সাহায্যে আমার ?
বিপদে মিনার্ভা সদা রক্ষা করে যাঁয়,
যাঁর সম মহাবীর না দেখি ধরায় !

পেলে হেন সঙ্গী, নাহি ডরি অরিদলে ;
হেন জ্ঞানশালী কভু না পোড়ে অনলে !
বীরভাগ পাশে, (বিজ্ঞ কহিল এবার,)
সুখ্যাতি অথবা নিন্দা অন্যায্য তোমার।
বন্ধুর প্রশংসাবাদে, শত্রুর নিন্দায়,
করে পরিহাস, যারা জানে পরিচয়।
চল যাই ত্বরা ; নিশা অবসান প্রায় ;
রঞ্জিত পূরবদিক্‌ দেখ রক্তিমায়।
ধবল আকাশে তারা নিষ্প্রভ এবার ;
প্রহরেক মাত্র নিশা অবশিষ্ট আর।
হেন বাক্য-শেষে, দোঁহে হয়ে ত্বরান্বিত,
ভীষণ বরমে দেহ করে আবরিত।
টিডাইডিসে থ্রাসিমেড্‌ করিল প্রদান,
দৃঢ় ঢাল, দুইধার-শাণিত কৃপাণ।
চর্ম্ম শিরঃচ্ছদ বীর পরিল মাথায়,
দীর্ঘ পক্ষিপুচ্ছ তাহে নাহি শোভা পায়,
(অশোভিত শিরস্ত্রাণ এ হেন প্রকার,
রণ-অনভিজ্ঞ যুবা করে ব্যবহার)।
তীব্র তরবারি নিল উলেসিস্‌ বীর,
প্রচণ্ড ধনুক, আর পূরিত তূণীর ;
বীরেন্দ্র মেরিয়নিস্‌-দত্ত শিরস্ত্রাণ,
পরিলেন শিরে ত্বরা জ্ঞানীর প্রধান,
কোমল পশমে তার আবৃত ভিতর ;
উপরে বরাহ-দন্ত অতি ভয়ঙ্কর ;
বঞ্চি' এমিণ্টরে, অর্মিনসের নন্দন,
সবলে অটালিকস্‌ করিয়া হরণ,

অর্পিল এস্কিডেমসে ; বন্ধুত্বের তরে,
মোলস্ এ শিরস্ত্রাণ পায় অতঃপরে ;
পরে করে অধিকার বীর মেরিয়ন ;
অবশেষে উলেসিস্ পাইল এখন।
সুসজ্জিত শূরদ্বয় লইয়া বিদায়,
প্রগাঢ় তিমির মাঝে ত্বরিত মিশায়।
মিনার্ভা, প্রসাদ নিজ করিতে জ্ঞাপন,
দীর্ঘপক্ষ গৃধ্রে এক করেন প্রেরণ।
যদিও সমগ্র সৃষ্টি আবৃত আঁধারে,
স্বরে, পক্ষস্বনে দোঁহে চিনিল তাহারে।
দক্ষিণে উড়িল পক্ষী, অতি সুলক্ষণ ;
মহোল্লাসে উলেসিস্ করেন স্তবন ;
অয়ি জ্ঞানেশ্বরি ! সর্ব্ববিদ্যা-বিধায়িনি !
বজ্রধর দিবেশ্বর যোভের নন্দিনি !
সদা বিদ্যমানা তুমি দাসের গোচরে,
বিপদ-সঙ্কট-সঙ্ঘ হরণের তরে।
হে দেবি ! পাইয়া রক্ষা এ ঘোর আঁধারে
পারি যেন ফিরিবারে স্বদল মাঝারে।
কৃপাতে তোমার আজি হে সুরকুমারি !
অমানুষ কার্য্য যেন সাধিবারে পারি।
এবে ডায়োমেড্ বীর করিল প্রার্থনা ;—
পূরাও পালাস্ দেবি ! দাসের কামনা।
আছিল টিডুস্ তব কৃপার ভাজন,
হে দেবি ! নন্দনে তাঁর করহ রক্ষণ।
ইসোপস্-তীরে রাখি' সৈনিক নিকরে,
প্রবেশেন পিতা মম থিবের নগরে,

গ্রীসের প্রণিধিসম ; পড়ে পরমাদ ;
থিব্‌পতি সনে ঘোর ঘটিল বিবাদ।
প্রসাদে তোমার, অয়ি সমর-ঈশ্বরি !
ফিরিলেন পিতা সর্ব্বে পরাজয় করি'।
বিবুধ-কুমারি ! কৃপাবিন্দু-বরিষণে,
রক্ষ গো তেমতি মাতঃ ! অধম নন্দনে।
যৌবন-দর্পিত বৃষ উপহারোচিত,
কৃষিকার্য্যে অদ্যাবধি নহে নিয়োজিত,
স্থবর্ণমণ্ডিত যার বিশাল বিষাণ,
ভক্তিভাবে দেবি ! তোমা দিব বলিদান।
করে স্তুতি বীরদ্বয় ; প্রকাশি' গগনে,
আশ্বাসে পালাস্‌ শুভ চিহ্ন প্রদর্শনে।
নানা চিন্তা দোঁহাকার হৃদয় নাচায়,
ক্ষুধিত কেশরী সম ভ্রমে বীরদ্বয়,
রক্তধারে নিমজ্জিত অঙ্গন মাঝারে,
শোভে শবদেহ যায় পর্ব্বত আকারে।
হেথা বীরকুল-ত্রাস কুমার হেক্টর,
জাগেন সতর্কে সহ সেনানী নিকর।
ট্রয়ের প্রবীরকুল বেড়িয়াছে তাঁয় ;
প্রকাশিল শূর এবে নিজ অভিপ্রায় ;
যামিনীর ভয়ঙ্কর প্রগাঢ় আঁধারে,
সাধিতে অদ্ভুত কার্য্য কোন্‌ বীর পারে ?
পশি' গ্রীক্‌ মাঝে কোন্‌ শূরের তনয়,
অরাতির গতি বিধি ল'বে পরিচয় ?
পলায় কি তারা ত্যজি' ট্রয়ের নগর ;
কিংবা নাহি জাগে শ্রমে ক্লান্ত কলেবর ?

যে বীর অরির ভাব আসিবে জানিয়া,
তুষিব তাহায় রথ, শত্রুধন দিয়া ;
অর্পিব তাহায় যত তেজী তুরঙ্গম ;
লভিবে গৌরবরাশি সাধি' এ করম।
আছিল ডোলন্ নামে যুবা একজন,
ট্রয়ের নগরে, উমিডিসিস্-নন্দন।
একাকী তনয় তিনি ধনিক পিতার ;
সুবর্ণ পিত্তলে তাঁর পূরিত ভাণ্ডার ;
না করিল ঈশ তাঁয় সুরূপ শ্রীমান্,
কিন্তু দ্রুতগামী, গুণী, অতি বলবান।
কহে দর্পভরে বীর ;—শুন হে কুমার !
অর্প মম'পরে হেন গুরু কার্য্যভার।
কিন্তু কহ রাজদণ্ড করি' উত্তোলিত,
অর্পিবে আমায় যত দ্রব্য অঙ্গীকৃত।
পেলিডিস্ প্রবীরের রথ তুরঙ্গম,
দিবে পুরস্কার, যদি সাধি এ করম।
পাইলে আশ্বাস, গ্রীক শিবিরে পশিয়া,
ইচ্ছিত বিষয় তব আসিব জানিয়া।
হে কুমার ! পশি' গ্রীকরাজের শিবিরে,
অরির মনন আসি' কহিব অচিরে।
বীরেন্দ্র হেক্টর এবে দণ্ড উত্তোলিয়া,
কহিলেন উচ্চরবে যোভে সম্বোধিয়া,
সাক্ষী হও মৃত্যুঞ্জয় ! অমর-ঈশ্বর।
অশনি আদেশে তব কাঁপায় অম্বর।
ডোলনে অর্পিব সর্ব্ব, করিলাম পণ ;
প্রদানিব অরাতির দিব্য তুরঙ্গম।

হেক্টর কহিল হেন, না শুনে অমর।
বীরোচিত সাজে যুবা সাজিল সত্বর।
লম্বমান স্কন্ধদেশে ধনুক ভীষণ;
শোভে পৃষ্ঠোপরে চিতাচর্ম্ম সুশোভন।
রাজে শিরে অরিত্রাস ধাতু-শিরস্ত্রাণ;
ঝকে করে ভীমাকৃতি বর্ষা খরশাণ।
এরূপে সাজিয়া যুবা চলে দর্পভরে,
অরিসেনা পানে, হায়! জনমের তরে!
সাধিতে সাহসী যুবা দুষ্কর করম,
সবে করিয়াছে ট্রয়সেনা অতিক্রম,
হেন কালে শুনি' আগন্তুক-পদধ্বনি,
কহে ডায়োমেডে উলেসিস্ বীরমণি;—

শুন সখে! দুঃসাহস অরি কোন জন
যায় দ্রুত, কিংবা হেথা করে আগমন;
অরাতির গুপ্তচর বুঝিনু ইহায়;
কিংবা হত বীর-সাজ হরিছে নিশায়।
হ'ক অগ্রসর, বাধা নাহি প্রয়োজন,
পশ্চাৎ হইতে পরে কর আক্রমণ;
যদি দ্রুতবেগে দুষ্ট হয় ধাবমান,
নারিবে স্বদলে পুনঃ করিতে পয়ান।
র'বে মধ্যভাগে অরি, ধরিব বরষা,
উন্মূলিত হ'বে ট্রয়-গমন-ভরসা।

এত কহে বিজ্ঞ। দোঁহে গিয়া একধারে,
লুকায় ত্বরিত শবরাশির মাঝারে।
নিশঙ্ক-হৃদয়ে চর দ্রুতপদে ধায়;
নিঃশব্দে প্রবীরদ্বয় অনুসরে তায়।

যথা বলী যুগ্ম বৃষ যোজিত লাঙ্গলে,
সমভাবে অবস্থিত, সমভাবে চলে;
উত্তোলিয়া ভীমাকৃতি বরষা তেমতি,
চলে ডায়োমেড্, উলেসিস্ মহামতি।
পদধ্বনি ডোলনের পশিল শ্রবণে;
ভাবিল হেক্টর্ বুঝি প্রেরে অন্য জনে।
অতীব নিকটে, তবু নাহিক উত্তর,
শত্রু বলি' বুঝে এবে যুবক-প্রবর।
নিবিড় কান্তারে যবে, তুরগে যেমন,
শিকারি কুক্কুরদ্বয় করে আক্রমণ,
কভু দৃশ্যমান তারা, কভু বা লুকায়;
কুরঙ্গ পরাণ-ভয়ে উভরড়ে ধায়;
পলায় তেমতি ভয়ে ট্রয়-গুপ্তচর;
আক্রমে তেমতি দুই গ্রীক্ বীরবর।
ধাবি' ঊর্দ্ধশ্বাসে যুবা প্রাণ রক্ষিবারে,
মিশাইল প্রায় গ্রীক্ প্রহরি-মাঝারে।
দাঁড়াইল টিডাইডিস্; বোধ জ্ঞানময়,
(পালাস্-প্রসাদে) তাঁর হৃদয়ে উদয়,
পাছে অগ্রসরি' কোন গ্রীক বীরজন,
নাশি' চরে, খ্যাতি তাঁর করয়ে হরণ।
কহে বীর উচ্চরবে;—কর অবস্থান,
নতুবা নিক্ষেপি' অস্ত্র নাশিব পরাণ।
এত কহি' শূন্যে অস্ত্র হানে বীরবর;
গর্জ্জি, ভীম প্রহরণ চর-শিরোপর,
বিন্ধিল ভূপৃষ্টে; হতভাগ্য যুবা হায়!
ত্যজিয়া জীবন-আশা কাঁপিয়া দাঁড়ায়।

ঘূরিল মস্তক, দেহ অবশ হইল;
বাজে ভয়ে দন্তপাঁতি, বর্ণ পলাইল।
গ্রীক্ বীরদ্বয় এবে ধরিল তাহায়;
কাতর বচনে যুবা প্রাণভিক্ষা চায়।
আশ্রিত যুবার আজি কর প্রাণদান;
বহু ধন পিতা মম করিবে প্রদান।
স্বর্ণ পিত্তল লৌহ পর্ব্বত-আকারে,
স্থাপিত হইবে ত্বরা তরণী মাঝারে।
হেন বাক্যে বিজ্ঞবর উলেসিস্ কয়;
ত্যজ শঙ্কা, নাহি যুবা, মরণের ভয়।
এ হেন যামিনী-যোগে কহ কি কারণ,
ভীম রণাঙ্গণে একা করিছ ভ্রমণ?
হেক্টর-আদেশে তব বাসনা কি চিতে,
গুপ্তভাবে মোসবার দুর্গ পরীক্ষিতে?
অথবা আঁধারে, তুমি কাপুরুষ জন,
শায়িত বীরের সাজ করিছ হরণ?
বিবর্ণ ডোলন্ এবে কহিল কাতরে;
(আতঙ্কেতে অঙ্গ তার কাঁপে থরথরে)।
হেক্টরের প্রলোভনে হ'য়ে ক্ষিপ্তপ্রায়,
আঁধারে হে বীরদ্বয়! আইনু হেথায়।
একিলিস্ প্রবীরের রথ অনুপম,
সমরে সতত জয়ী দিব্য তুরঙ্গম
পা'ব পুরস্কার, এই অলীক আশায়,
বাহিরিনু জানিবারে গ্রীক্-অভিপ্রায়;
পলায় কি গ্রীক্দল ত্যজিয়া সমর,
কিংবা নাহি জাগে শ্রান্ত প্রহরি নিকর?

বীর তুমি ; যুক্ত বটে হেন পুরস্কার।
উত্তরিল উলেসিস্ হসিয়া এবার ;
সে সব স্বর্গীয় অশ্ব দুর্লভ মহীতে,
সামান্য মানব কভু না পারে দমিতে।
দেবী-গর্ভে একিলিস্ লভিল জনম ;
কষ্টেতে শাসেন তবু হেন তুরঙ্গম।
জিজ্ঞাসি এখন, কহ যথার্থ-প্রমাণ,
বীরেন্দ্র হেক্টর কোথা করে অবস্থান ?
কোথা অশ্ব তাঁর ? কোথা সেনাপতিগণ
যায় নিদ্রা ? কহ আজি জাগে কত জন ?
কি করে মন্ত্রণা, রণে লভিয়া বিজয়,
প্রকাশ ত্বরিত, যদি থাকে প্রাণ-ভয় ?
কহ কি আবার যুদ্ধ বাজিবে এ স্থলে,
অথবা নগর-সীমা প্রাকারের তলে ?
উত্তরিল ভয়ে উমিডিসিস্-কুমার ;—
প্রকাশিব বীর ! যাহা বিদিত আমার।
ইলসের স্তম্ভ-পাশে শিবিরে আপন,
হেক্টর মন্ত্রণা করে সহ নেতাগণ।
না আছে নির্দ্দিষ্ট কোন প্রহরীর দল ;
জাগিছে ট্রোজান্ যথা জ্বলিছে অনল।
জাগে মাত্র ট্রয়বাসী ঘোর আশঙ্কায় ;
বিদেশীয় সেনাদল সুখে নিদ্রা যায় ;
দূরে তা'সবার পুত্র পত্নী পরিজন,
অরি-আক্রমণে তাই নিশ্চিন্ত এমন।
নিদ্রিত কি তারা এবে ট্রোজান্ মাঝারে,
(কহে বিজ্ঞবীর) কিংবা ব্যাপ্ত চারিধারে ?

ককন্-কেরিয়া সেনা (কহে গুপ্তচর,)
ভীষণ পিগনদল মহাধনুর্দ্ধর,
লিলিজি-সমরী, পিলাস্গিয়া-যোধগণ,
করেছে বারিধিতীরে শিবির স্থাপন।
বসিছে অনতিদূরে, ক্ষেত্রের উপর,
লিসীয়া, মিসীয়া, মিয়োনিয়ান্-নিকর,
ফ্রিজিয়ার অশ্বী যথা থিস্ব্রাস্ প্রাকার;
থ্রেসিয়ার সেনা নাহি সংশ্রবে কা'র;
লইয়া সম্প্রতি ট্রয়ে হেন সেনাগণ,
আসিল হ্রসস্, ইয়োনুসের নন্দন।
শুভ্র অশ্বগণ তাঁর, হেরেছি নয়নে,
গমনের বেগে জিনে ভীম প্রভঞ্জনে।
সমুজ্জ্বল রথ তাঁর রজত-মণ্ডিত;
অস্ত্রাবলী, তনুত্রাণ সুবর্ণ-খচিত;
হেন দীপ্তিমান বর্ম্ম সৌন্দর্য্য আধার,
মনুষ্যের যোগ্য নহে, সাজে দেবতার!
গ্রীক্-দুর্গে মোরে এবে ল'য়ে চল হায়!
কিংবা বাঁধি' হতভাগ্যে রাখহ হেথায়,
কঠিন নিগড়ে; নহ জ্ঞাত যতক্ষণ,
যথার্থ অথবা মিথ্যা, মম এ বচন।
তর্জ্জি' টিডাইডিস্ বীর করিল উত্তর;—
জীবনের আশা তব নাহি গুপ্তচর!
রক্ষিব কি পাপ প্রাণ, ভবিষ্যৎ রণে,
হেন সাহসের কার্য্য সাধন কারণে?
কিংবা গ্রীক্ গূড়তত্ব করা'তে প্রকাশ?
বিশ্বাসঘাতক জনে কে করে বিশ্বাস?

এত কহে রোষে বীর ! হতভাগ্য জন,
উদ্যত সভয়ে তাঁর ধরিতে চরণ,
হেনকালে কাল অসি চপলার প্রায়,
ছেদিয়া মস্তক তার পাড়িল ধরায়।
শমন-আগারে আত্মা করে পলায়ন ;
অস্ফুট বিনয়-বাক্য উচ্চারে বদন।
হরে বীরদ্বয় তার বর্ষা খরশাণ,
চিতা-চর্ম্ম, ভীম চাপ, রম্য শিরস্ত্রাণ।
হৃত অস্ত্র স্বর্গপানে করি' উত্তোলন,
মিনার্ভায় উলেসিস্ করে নিবেদন ;—
রণেশ্বরি ! শত্রুসাজ লহ উপহার ;
অর্পগো থ্রেসীয় অশ্ব শ্রম-পুরস্কার।
সমগ্র অমর আগে পূজিগো তোমায়,
মনস্কাম পূর্ণ মাতঃ ! করগো কৃপায়।
এত কহি' হৃত দ্রব্য রুধির-দূষিত,
উচ্চ এক বৃক্ষোপরে করিল স্থাপিত।
শাখা পত্র, পরে বীর সংগ্রহ করিয়া
রাখে স্তূপাকারে, পুনঃ আসিবে চিনিয়া।
ক্ষেত্র মধ্য দিয়া দোঁহে চলিল ত্বরিত,
পিচ্ছিল শোণিতে, ঢাল-বরম-পূরিত।
উত্তরিয়া বীরদ্বয়, নিশ্চিন্তে যথায়,
ক্লান্ত থ্রেসিয়ার সেনা সুখে নিদ্রা যায়,
করে বিলোকন, দল বিভক্ত ত্রিভাগে ;
অবস্থিত অশ্ব প্রতি বীর-পার্শ্বভাগে।
তাসবার সুশাণিত নানা প্রহরণ
শোভে, সারিসারি, ভূমে ঝলসি' নয়ন।

নিদ্রিত হ্রসস্ রথী স্বসেনা মাঝারে ;
বদ্ধ অশ্বগণ তাঁর বরূথীর ধারে।
হেন দৃশ্য উলেসিস্ প্রথমে হেরিয়া,
কহিলেন ডায়োমেডে উল্লাসে মাতিয়া ;—
ঐ রথ, ঐ অশ্ব, ঐ সেই জন,
শোভে হেমবর্ম্ম, যথা বর্ণিল ডোলন্ !
যাও রথপাশে টিডাইডিস্ বীরবর !
অশ্বগণে উন্মোচিত করহ সত্বর ;
কিংবা বীরকার্য্যে যদি ধায় তব মন,
কর হত্যা ; মোচি আমি অশ্বের বন্ধন।
এত কহে বিজ্ঞ বীর ; পালাস্ এবার,
অর্পিল অতুল বল ভক্তজনে তাঁর।
বীর টিডাইডিস্ যথা হয় ধাবমান,
তৃপ্ত রক্ত পানে তাঁর তৃষিত কৃপাণ।
প্রবল শোণিত-নদী ভাসায় প্রাঙ্গণ ;
উঠে সমস্বরে ক্ষীণ অস্ফুট রোদন।
নিশায় কানন ত্যজি' ভয়াল কেশরী,
সেইরূপ অলক্ষিতে আক্রমে নগরী ;
নখরে করিয়া ভগ্ন কুটীরের দ্বার,
অসহায় মেষগণে করয়ে সংহার।
দ্বাদশ অরির প্রাণ করিয়া হরণ,
বিজাতীয় কোপ বীর করে সংবরণ।
উলেসিস্ বান্ধবের পশ্চাতে থাকিয়া,
হত জনে পদে ধরি' আনিছে টানিয়া ;
লইতে শিবিরে হৃত তুরঙ্গম গণে,
পথ পরিষ্কার বিজ্ঞ করে সযতনে ;

পাছে এ তুরগগণ সমরে নূতন,
হেরি' শবরাশি ভয়ে করে উলম্ফন।
টিডাইডিস্, ভূপতিরে হেরিয়া এবার,
সুশাণিত খড়্গ শির ছেদিল তাঁহার।
রণেশ্বরী এ সময় প্রেরিল স্বপন,
পশিয়া শিবিরে যেন বীর একজন,
তীব্র অসিঘাতে বক্ষ ভেদিল তাঁহার;
হেরি' এ স্বপন ভূপ না জাগিল আর!
এবে শ্বেত অশ্বগণে উন্মোচিত করি',
আনিলেন উলেসিস্ রৌপ্য রশ্মি ধরি'।
ধনুর আঘাতে বিজ্ঞ তুরঙ্গে চালায়,
(হুসসের রথে কশা,—বিস্মরিল তায়;)
বান্ধবে নিবৃত্ত হ'তে কহে অতঃপর;
কিন্তু নহে পরিতৃপ্ত সে বীর-অন্তর।
চিন্তে ডায়োমেড্ বীর উত্তোলি' কৃপাণ,
হরিতে এখনো বহু অরাতির প্রাণ,
দলি' শত্রুদেহ রথ আনিব টানিয়া,
কিংবা লজ্ঘি' তায় বাহুবলে উত্তোলিয়া।
এই চিন্তা মনে বীর করে আন্দোলন;
কহেন মিনার্ভা এবে দিয়া দরশন;—
ক্ষান্ত হও পুত্রগণ! সংবরি' এবার,
ভীমহত্যা, নিজস্থানে যাও পুনর্ব্বার।
পলাও ত্বরিত, পাছে করি' বিলোকন,
হ'ন ক্রুদ্ধ ট্রয়পক্ষ-দর্পী সুরগণ।
এত কহি' রণেশ্বরী ধাবিল অম্বরে।
উঠে অশ্বে ডায়োমেড্ চকিত অন্তরে।

উলেসিস্ দৃঢ় ধনু করেন আঘাত;
ধাবিল তুরঙ্গগণ যেন ঝঞ্ঝাবাত।
পলায় এরূপে দোঁহে; দেব দিবাপতি,
হেরেন অম্বর-পথে মিনার্ভার গতি;
জয়ী ডায়োমেড্ বীরে দেখেন নয়নে;
জ্বলে ক্রোধানল তাঁর হৃদে সেইক্ষণে।
উরি দেব দ্রুতগতি ট্রোজান-শিবিরে,
জাগাইল (দিবামুখে) হিপোকুন্ বীরে।
(রণভূমে হৃসসের সদা পার্শ্বচর,
নিকট আত্মীয়, উপদেষ্টা নিরন্তর।)
উঠি' বীর দেখে রক্তে আপ্লুত প্রাঙ্গণ,
নাহি পূর্ব্বস্থানে শ্বেত তুরঙ্গমগণ।
মৃতকল্প বীরকুল লুণ্ঠিত ভূতলে,
হেরি' দুঃখে বক্ষঃ তাঁর ভাসে অশ্রুজলে।
দ্বিখণ্ড বান্ধব-দেহ করি' দরশন,
আর্ত্তনাদে শূর এবে ফাটায় প্রাঙ্গণ।
ধাবিয়া ট্রোজান-দল চকিত অন্তরে,
ভীষণ নিশার হত্যা বিলোকন করে।
ইতোমধ্যে হরষিত গ্রীক বীরদ্বয়,
ডোলনের হত্যাস্থানে উপনীত হয়।
উলেসিস্ দমে অশ্বে; টিডুস্-নন্দন,
উতরিয়া হৃতদ্রব্য আনে সেইক্ষণ;
আরোহিল পুনর্ব্বার কাঁপায়ে প্রাঙ্গণ;
দুর্গপানে বায়ুবেগে ধায় অশ্বগণ।
প্রবীণ নেষ্টর এবে শুনিয়া শ্রবণে
পদধ্বনি, কহে সমবেত শূরগণে;—

অদূরে বিকট শব্দ শুন বীরচয় !
তুরগের পদধ্বনি হেন জ্ঞান হয়।
বোধ হয় অরাতির হয় বেগবান,
(ঈশ্বর করুন সিদ্ধ মম অনুমান !)
ডায়োমেড, উলেসিস্ আনিছে হরিয়া,
জিনিয়া অগণ্য অরি উল্লাসে মাতিয়া ;
কিন্তু ভীত আমি, (যেন না হয় এমন !)
বেড়িয়াছে দোঁহাকারে শত্রু অগণন ;
হয় ত পশ্চাতে তারা প্রধাবিত হয় ;
হায় ! বুঝি হত আজি মহাবীরদ্বয় !
হেনকালে শূরযুগ উতরি' তথায়,
অশ্ব হ'তে লম্ফ দিয়া পড়িল ধরায় ;
সম্ভাষে ভূপতিগণে, করে নমস্কার।
উল্লাসে নেষ্টর বৃদ্ধ জিজ্ঞাসে এবার ;—
ধন্য বীরদ্বয় ! আজি করিলে যে কাজ,
চিরদিন যশোকীর্ত্তি করিবে বিরাজ !
কা'র অশ্ব, কি উপায়ে করিলে হরণ,
দেবদত্ত উপহার, কিংবা শত্রুধন ?
অরুণের অশ্ব বিশ্ব আলোকে আভায় ;
কিন্তু এ তুরগ কাছে তুচ্ছ তুলনায় !
যদি বৃদ্ধ আমি, তবু দিনেকের তরে,
না জানি আলস্য, যুঝি ভীষণ সমরে ;
কিন্তু হেন তুরঙ্গম, কহিনু নিশ্চয়,
কদাপি নয়নে মম পতিত না হয় !
অর্পিল অমর কোন, বিশ্বাস আমার,
ধার্ম্মিক তোমরা, সদা প্রিয় দেবতার।

যতনে দোঁহায় রক্ষে দিবস শর্ব্বরী,
বজ্রপাণি যোড়্, ভীমা সমর-ঈশ্বরী।
শুন তাত! (ইথেকস্ করিল উত্তর)
নহে দেবদত্ত এই তুরঙ্গ নিকর।
হেন অশ্ব ধনশালী থ্রেসের রাজার ;
বীর টিডাইডিস্ তাঁয় করেছে সংহার।
নিদ্রিত আছিল ভূপ, না জাগিল আর!
মরিল দ্বাদশ জন পার্শ্বভাগে তাঁর।
এই যে অপর দ্রব্য হেরিছ নয়নে,
লভিয়াছি, মহাভাগ! জিনিয়া ডোলনে,
অতি দ্রুতগামী যুবা, হেক্টরের চর ;
শায়িত অকালে এবে সৈকত উপর।
চলিল তুরগ এবে পরিখার পার ;
পাছু ধায় হৃষ্ট গ্রীক করিয়া চীৎকার।
টিডাইডিস্ প্রবীরের সুচারু বিস্তৃত
অশ্বাগার অশ্বগণ করে আলোকিত।
গ্রীকের বশ্যতা হয় মানিয়া এবার,
তুলি' হ্রেষারব সুখে করহে আহার।
হত ডোলনের বর্শা আদি প্রহরণ,
বিজ্ঞবর উলেসিস্ করিয়া গ্রহণ,
তরীমাঝে, উচ্চস্থানে রাখিল তুলিয়া,
ইষ্টদেবী রণেশীরে যত্নে নিবেদিয়া।
সাধি' নৈশ কাণ্ড, বীরদ্বয় অতঃপরে,
ধৌত করে ঘর্ম্ম রক্ত নিকট সাগরে।
পশি' স্নানাগারে দোঁহে অতি আয়াসিত,
স্নিগ্ধ তৈলে দেহগ্রন্থি করেন মর্দ্দিত ;

রণেশ্বরী পালাসেরে পূজি' ভক্তি ভরে,
তৃপ্ত পরিমিতাহারে, শ্রান্তি দূর করে।
প্রসন্না রণেশী শান্তি অর্পিল দোঁহায়।
কাঞ্চনের পাত্র গ্রীক্ ভরিল সুরায়।

দশম কাণ্ড সমাপ্ত।

